পদ্যনবসংহিতা।

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্যকেশবচন্দ্রসেনের নব-সংহিতার

পদ্যানুবাদ।

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক

অনুবাদ।

কলিকাতা।

২০ নং পোটুয়াটোলালেন

মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেশে

শ্রীবিশ্বনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮১৩শক।

জয় ব্রহ্ম জয়।

ভূমিকা।

——oo——

নবসংহিতা একখানি অতি অমূল্য এবং অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ পরমভক্তিভাজন নববিধানপ্রবর্ত্তক শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন নবসংহিতার আকারে পৃথিবীর জন্য কি এক অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যে লীলারসময় শ্রীহরি নববিধানযোগে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যসমাগমবার্ত্তা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে নব ভক্ত কেশবচন্দ্র নবসংহিতা রচনা করিয়াছেন। মনুষ্যগণ কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিলে তাঁহাদের জীবন পবিত্র দেবজীবনে পরিণত হয়, তাঁহাদের পরিবার ধরাতলে স্বর্গের ছবি প্রদর্শন করে, নববিধান জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, নবসংহিতায় তাহারই বিধি প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও আমরা কোন গ্রন্থকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি না, তথাপি এই গ্রন্থগত যে সকল সত্য ভগবান্ পবিত্রাত্মরূপে আমাদিগের অন্তরে বুঝাইয়া দেন, তাহার অভ্রান্ততায় অবিশ্বাস ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা উভয়ই তুল্য। জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস ভিন্ন কেহই নববিধান গ্রহণ এবং নবসংহিতার বিধি সকল পালন করিতে পারে না। নবসংহিতার যে সকল বিধি আছে, অন্যত্রও তদনু-

রূপ বিধি সকল দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস এখানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং যাঁহারা নবসংহিতা পালন করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করা আবশ্যক।

নিতান্ত দীন অকিঞ্চন হইয়া বিশ্বাস সহকারে ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিয়া নবসংহিতাপালনের জন্য সকলের কায়মনোবাক্যে যত্ন করা বিধেয়। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা সমুচিত, নববিধান যে স্বর্গরাজ্য অবতরণের সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন, নবসংহিতা যাহার বিধি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা ঈশ্বরের দান, পবিত্রাত্মা ভগবানের হস্তে আত্মসমর্পণের ফল, কদাচ অবিশ্বাসীর আত্মচেষ্টার ফল নহে। ভগবান্ করুন প্রত্যেক জীবনে ও পরিবারে নববিধান পরিগৃহীত ও নবসংহিতার বিধি প্রতিপালিত হউক এবং গৃহ তপোবনে ও সংসার স্বর্গধামে পরিণত হউক।

এতাদৃশ উপাদেয় গ্রন্থ যাহাতে সহজে সকলের বোধগম্য হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের প্রেরণায় ইহার পদ্যানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছিল। তাঁহারই অপার কৃপায় পবিত্র নবসংহিতার পদ্যানুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই অনুবাদে এ দাসের কোন কৃতিত্ব বা গৌরব নাই, সকল গৌরব জগজ্জননীর। তিনিই তাঁহার এই জঘন্য ও পাপী সন্তানকে তাঁহার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া এই সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া

লইয়াছেন, সুতরাং তিনিই ধন্য। এই নবসংহিতার পদ্যানুবাদ তাঁহারই করুণার সাক্ষিরূপে পৃথিবীতে পরিচিত হউক।

নববিধান মণ্ডলীর প্রেরিতগণের পবিত্র শ্রীদবার এই অনুবাদ খানির প্রতি অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমভক্তিভাজন প্রেরিত স্বর্গগত সাধু শ্রীমৎ কালীশঙ্কর দাস এবং শ্রীযুক্ত প্রেরিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক মূলানুযায়ী করিয়া সংশোধন ও মুদ্রাঙ্কনের জন্য যাদৃশ পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া এ দাসের হৃদয় ইঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতায় একান্ত অবনত হইয়া পড়ে। ইঁহাদিগের অসাধারণ পরিশ্রম এবং এ দাসের প্রতি একান্ত স্নেহ ও বাৎসল্য বশতই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল, অন্যথা ইহার মুদ্রাঙ্কন সম্ভব পর ছিল না। কিন্তু বিষম ক্ষোভের বিষয় রহিল, গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কনের পর শ্রীমৎ সাধু কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের পবিত্র করকমলে উহা অর্পণ করিতে পারিলাম না। তিনি ইহ লোকে থাকিলে গ্রন্থখানি পাইয়া না জানি কতই সুখী হইতেন। যাহা হউক, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহার নাম এই গ্রন্থখানির সহিত চিরদিনের জন্য অপরিহার্য্যরূপে সংযুক্ত রাখুন এবং এই চিরদাসের মলিন জীবন ভক্তগণের চরণধূলি হইয়া ভগবানের দর্শনশ্রবণইচ্ছাপালনে কৃতার্থ হউক।

টাঙ্গাইল,
ময়মনসিংহ,
১২৯৮। ৩২ শে শ্রাবণ।

পদ্য-নবসংহিতা।

নূতন বিধি।

উদ্বোধন।

হে অনন্ত জ্ঞান, এই পুণ্য ভূমিতলে,
অভিনব যে মণ্ডলী করেছ স্থাপন,
মিলায়ে ভাই ভগিনী মানব সকলে,
করিবার তাঁহাদের সুপরিচালন,
তোমার নূতন বিধি যথাযথ ভাবে,
প্রচার করিতে তব প্রেরিত এ দাসে,
আলোক বিতর নিজ দয়ার প্রভাবে,
ভিক্ষা মাগে তব দাস এই অভিলাষে॥

প্রত্যেক হৃদয়স্তরে, লিখে দাও স্বর্ণাক্ষরে,
তোমার বিধানতত্ত্ব অতি মনোহর।
দেশ হ'তে দেশান্তরে, সুগভীর মেঘস্বরে,
ঘোষণা করহ তাহা ব্যাপিয়া অম্বর॥

তব পুত্র কন্যাগণ, যেন হয়ে সচেতন,
পরম নিয়ন্তা তব আজ্ঞার সম্মুখে।
কর সেই আশীর্ব্বাদ, করে যেন প্রণিপাত,
সভক্তি গদ্ গদ চিত্তে সদা নত মুখে॥
৩। পুণ্য হিমাচলোপরি, তব পবিত্রাত্মা হরি,
অবতীর্ণ হউন আসিয়া এক বার।
যে বিধিতে সমুদয়, জীবন পবিত্র হয়,
প্রত্যাশী ভারতে তাই করুন প্রচার॥
যখন বলিবে তুমি, প্রত্যেক বিশ্বাসভূমি,
বিশ্বাসিহৃদয়ে যেন প্রতিধ্বনি হয়।
ওহে পরাক্রমী রাজা, যত রাজভক্ত প্রজা,
শুনিয়া তোমার সেই বচননিচয়॥
শঙ্কিত কম্পিতান্তরে, প্রতিপালনের তরে,
প্রাণপণে যেন যত্ন করে অতিশয়॥
৪। যেহেতু শাসন তব, নহে বাহ্যে অনুভর্ব,
কাগজে লিখিত নহে পুস্তকনিচয়।
তোমার বিধান যত, সব হয় আত্মগত,
অন্তরে আত্মার বোধ্য আত্মিক বিষয়।
তুমি আত্মারাম হয়ে, চুপি চুপি দেও কয়ে
আত্মাতে কর্ত্তব্যবিধি সব ভাবময়॥
৫। বটে বিজ্ঞানপ্রধান, সময় এ সারবান্,
এ সময়ে জন কত মনোনীত জনে।

বেছে বেছে কথা কও, অন্যেরে সদয় নও,
এ কথা যথার্থ বলে ধরে নাক মনে ॥
তোমার বিশ্বাসী দাস, দেশে যত করে বাস,
সাধক সেবক কিংবা প্রেরিত আচার্য্য।
সবাকারে কথা কও, কারো কাছে গুপ্ত নও,
সামান্য বিশ্বাসী জনো নহে পরিহার্য্য ॥
প্রেরিত সংবাদ তব, যবে হবে অনুভব,
আলোক শকতিরূপে হৃদয় ভিতরে।
সমস্ত মণ্ডলী আর, তব যত পরিবার,
উল্লসিত হয়ে সবে সানন্দ অন্তরে ॥
প্রভু পরম ঈশ্বর, প্রদর্শিত অনশ্বর,
প্রমাণ বলিয়া নেবে অতি সমাদরে ॥
পুণ্যময় অন্তর্যামী ওহে ভারতের স্বামী,
পূর্ব্ব পিতৃপুরুষের বরেণ্য দেবতা।
আমাদের সুগোচরে, কথা কও নিজ স্বরে,
শুনাও সকলে নবসংহিতার কথা।
যাহারা বিশ্বাসী নব, দাসদাসী বটে তব,
যাদেরে আপন বলে দেখালে মমতা ॥

গৃহ।

১। বিশ্বাসী আপন গৃহ পরিনিষ্ঠ মনে।
সুশৃঙ্খল পরিষ্কৃত, রাখিবে যতনে॥
যে কেহ দেখিবে ইহা, বলিবে তখন।
বিশ্বাসীর গৃহ এই. ব্রহ্মনিকেতন॥
প্রভুর আশীষ হেথা, চির বিদ্যমান।
এ গৃহের অধিবাসী, তাঁহারি সন্তান॥

২। দেবত্বের পরেই শুদ্ধতা সমাদর।
করে শুদ্ধচিত্ত নরনারী নিরন্তর॥
আমাদের প্রিয়তম পরম ঈশ্বরে।
যারা ভালবাসে প্রীতি প্রফুল্ল অন্তরে॥
তাঁর প্রতি এই আজ্ঞা করেন ঈশ্বর।
"আত্মা দেহ গেহ শুদ্ধ রাখ নিরন্তর"॥
যেন এই তিন হয় পবিত্র সুন্দর।
মন্দির ঈশ্বরবাসযোগ্য মনোহর॥

৩। গৃহ আর গৃহস্থ সামগ্রী আছে যত।
সকলি ঈশ্বর হ'তে হয় সমাগত॥
ব্রহ্মদান জানি গৃহী কৃতজ্ঞ অন্তরে।
গৃহজাত দ্রব্য সব দেখিবে আদরে॥
ইহ পর লোকে যিনি পরিবারে তাঁর।
ধন ধান্য সুখ মোক্ষ দেন অনিবার॥

বাড়াইতে তাঁর নাম-মহিমা গৌরব।
কিংবা অন্য-সদুদ্দেশে সেই দ্রব্য সব॥
ব্যবহার করিবেন গৃহস্থ সুধীর।
অনুগামী হয়ে সদা ঈশ্বরপ্রীতির।
৪। দুষ্ট কার্য্যে কিংবা নীচ, ইন্দ্রিয়সেবায়।
দেবত্ববর্জ্জিত ভাবে, কিংবা অশ্রদ্ধায়॥
ধিক্ তারে! চোর সে, যে ভাবি আপনার।
ব্রহ্মদত্ত গৃহদ্রব্য করে ব্যবহার॥
৫। যেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দেবালয়।
সেই ভাবে নিজগৃহ সহ দ্রব্যচয়॥
প্রত্যেক বিশ্বাসী গৃহী ঈশ্বরচরণে।
উৎসর্গ করিবে শুদ্ধচিত্ত হৃষ্টমনে॥
৬ *ওহে গৃহদেব আনি তব শ্রীচরণে।*
দ্রব্য সহ এই গৃহ দিনু ভক্তি মনে॥
শুদ্ধ করি লও, গৃহে কর আশীর্ব্বাদ।
এর অধিবাসী জনে বিতর প্রসাদ॥
৭। গৃহী রাখিবেন গৃহ সর্ব্বদা নির্ম্মল।
ধূলিহীন পরিচ্ছন্ন পবিত্র উজ্জ্বল॥
যেন ঈশ্বরের গৃহ দুর্গন্ধ গলিত;
দ্রব্যচয় সঞ্চয়ে না হয় কলুষিত॥
গৃহ জাত দ্রব্য যাতে প্রীতিপ্রদ হয়।
সেইরূপ করিবে গৃহস্থ সদাশয়॥

৮। প্রতিদিন প্রতিগৃহ করিবে মার্জ্জন।
ধূলি মলা জঞ্জাল না রবে কদাচন ॥
জল সহ সংশোধক পদার্থ বহুল।
ব্যবহার করি গৃহ করিবে মঞ্জুল ॥
যাতে হয় শুদ্ধ বায়ু জ্যোতির সঞ্চার।
সেইরূপ উপায় করিবে অনিবার ॥
৯। ঈশ্বরের ঘৃণাযোগ্য দুর্গন্ধ দূরিত।
মলিনতা বিশৃঙ্খলা অননুমোদিত ॥
১০। ভাল ফল ফলে হয় দেখিতে সুন্দর।
এ দুই সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রিয়তর ॥
শোভা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকর শৃঙ্খলা নিয়ম।
সর্ব্বদা চাহেন সেই প্রভু প্রিয়তম ॥
১১। প্রভুর আদেশ এই সাধকের ঘর।
চিত্রপট সম হবে শুদ্ধ মনোহর ॥
১২। প্রত্যহ সুরুচি সহ গৃহ আপনার।
সাজাইবে পুষ্পপত্রে করি চমৎকার ॥
পত্রের উজ্জ্বল বর্ণে, কুসুমসুবাসে।
নাচিয়া উঠিবে মন পরম উল্লাসে ॥
গুলগুল্ ধূনার গন্ধ হউক বিস্তার।
দিব্যভাবে পূর্ণ হ'ক সেই দেবাগার ॥
১৩। শুদ্ধতা শোভার এই নিয়ম যুগল।
এক স্থানে প্রতিপাল্য নহেত কেবল ॥

দেবালয়, পাঠগৃহ, বিহারভবন।
শয়নমন্দির, স্নান-খাদ্য-নিকেতন॥
অশ্বশালা, পাকগৃহ, ভৃত্যের আলয়।
উটজ উদ্যান হবে, সুশ্রী স্বাস্থ্যময়॥
১৪। বস্ত্রাধারে বস্ত্র সব রাখিবে সাজিয়া।
শয্যা পরিষ্কৃত রাখ, সদা মন দিয়া॥
পাঠ্যগ্রন্থ, গৃহসজ্জা, পাত্র নানা জাতি।
সকলের প্রতি যত্ন দেখাইবে অতি॥
তা সবারে যথা স্থানে, করিবে বিন্যাস।
সুরুচি সৌন্দর্য্য যাতে, হয় পরকাশ॥
১৫। দেবালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা করিবে যতন।
সম্মানিবে গৃহবেদী, মনের মতন॥
সঙ্গীত শ্লোকসংগ্রহ ধর্ম্মপ্রবচন।
বেদী বাদ্যযন্ত্র ভক্তবৃন্দের আসন॥
একতারা পুষ্পপাত্র আদি বস্তুচয়।
পরিষ্কৃত রাখিবে যতনে সমুদয়॥
প্রতিদিন সদ্যোজাত পুষ্প পত্র দিয়া।
পুরনারী দেবগৃহ দিবে সাজাইয়া।
১৬। মন্দিরের চারিধারে, প্রাচীরের গায়।
উপযোগী মন্ত্র সব যেন শোভাপায়॥
অঙ্কিত করিয়া কিংবা লম্বিত করিয়া।
প্রাচীরে প্রাচীন মন্ত্র দিবে সাজাইয়া॥

কিন্তু লোক শিক্ষা কিংবা শোভার কারণ।
ছবি পুত্তলিকা পৌত্তলিক নিদর্শন ॥
দেবালয়ে এ সকলে নাহি দিবে স্থান।
এ সব বিষয়ে গৃহী হবে সাবধান ॥
১৭। অথর্ব্ব বেদোক্ত এই, বচননিচয়।
যাতে শান্তি সম্মিলন প্রকটিত হয় ॥
রাখিতে পারেন গৃহী তাহা দেবালয়ে।
সযত্নে প্রকাশ্যস্থানে সদা নিঃসংশয়ে ॥
"সহৃদয়ং সাম্মনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোন্যামভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবান্ ॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা, বাচং বদতু ভদ্রয়া ॥"
"সহৃদয় চিত্তসাম্য আর অবিদ্বেষ।
আমি দেই তোমা সবে, করিয়া বিশেষ ॥
নব জাত বৎস দেখি, সুরভি যেমতি।
আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তোমরা তেমতি ॥
পরস্পর চিত্ত সবে কর আকর্ষণ।
প্রেম স্নেহ একে অন্যে কর বিতরণ ॥
পুত্র পিতৃ-অনুব্রত কন্যা মাতা সহ।
একমনা হইয়া কাটাবে অহরহঃ

সম্ভাষিবে পত্নী নাথে মধুর বচনে।
শান্তিতে থাকিবে পতি সদা হৃষ্ট মনে॥
ভ্রাতা যেন ভ্রাতৃদ্বেষ না করে কথন।
ভগিনী না হয় ভগ্নী বিদ্বেষভাজন॥
মনোহর তুল্যব্রত হইয়া সকল।
চিত্তহর ভদ্র বাক্য বলুক কেবল॥"
১৮। গৃহস্থের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধনে।
উপদেশ দিতে পারে এই প্রবচনে॥
"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।
গৃহী হবে ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বপরায়ণ।
করিবে কর্ম্মের ফল ব্রহ্মে সমর্পণ॥
১৯। এতাদৃশ পরিপাটী, বিশুদ্ধ সুন্দর।
শাস্ত্রবিধিমতে সুসজ্জিত যেই ঘর॥
বাস্তবিক শ্রীসম্পদসুখবিধায়িনী।
সেই গৃহে বসে লক্ষ্মী বিশ্বের জননী॥
সে গৃহের স্ত্রী পুরুষ, বাল, ভৃত্য যত।
পশুপাল আদি ধন্য, আহা সুখী কত॥
২০। এইরূপ ভবনের প্রাচীর সকল।
সদা ব্রহ্মস্তোত্র গীতি গাবে অবিকল॥
এ গৃহের অধিবাসী যত নারী নর।
কিংবা গৃহস্থিত অন্য সামগ্রী বিস্তর॥

সকলেই বিধানের বিধাতার যশ।
বিস্তার করিবে পূর্ণ করি দিগ্‌ দশ॥

গৃহস্থ।

১। প্রাতঃসমীরণে, উঠিবে গৃহস্থ,
পরিহরি নিদ্রাসুখ।
অতি উষাকালে, অথবা বিলম্বে,
উঠিলে পাইবে দুখ॥

২। বলেছেন প্রভু, আপনার জনে,
সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাও।
বিজ্ঞান ইহার, সাক্ষ্য দান করে,
আর কি প্রমাণ চাও?
তাই তিনি যবে, করেন আহ্বান,
নিদ্রা হতে জাগিবার।
যেন সেই কালে, নাহি বলে কেহ,
ঘুমাইব কিছু আর॥
মজিয়া আলস্যে, শয্যাতে পড়িয়া,
এ কথা বলিতে নাই।
আর কিছু কাল, মুদিয়া নয়ন,
পড়িয়া থাকিতে চাই॥

৩। গতক্লম হয়ে, সঞ্জীব জীবনে,
নবীভূত দেহ মনে।
প্রভুর আদেশে, উঠিয়া প্রভাতে,
প্রণমি প্রভুচরণে ॥
নবীন উষার, নবীন আলোক,
নবীন সমীরময়
হর্ষপূর্ণ দেব- সম্ভাষণ মাঝে,
স্তবে যেন মগ্ন হয় ॥
স্বস্তিক আসনে, কিংবা জানুপরি,
বসি কি দাঁড়ান ভাবে।
অতি হৃষ্টমনে, করি স্তুতিবাদ,
বলিবে প্রাণ বল্লভে ॥
"হে মঙ্গলময়, পরম ঈশ্বর,
করিতেছি ধন্যবাদ।
আর এক দিন, দেখিবার তরে,
জীবিত রয়েছি নাথ ॥
পথ দেখাইয়া, লয়ে চল মোরে,
কর শুভ আশীর্ব্বাদ।
যেন এই দিন, পুণ্য শান্তিপূর্ণ,
হয়, থাকি অপ্রমাদ ॥
আত্মা আর দেহ, উভয়ে ব্যায়াম,
আপন-স্বভাবে চায়।

যাহে মাংসপেশী, হয় দৃঢ়তর,
শুদ্ধ বায়ু দেহে যায়॥
রক্ত সঞ্চালিত, হয় স্বাস্থ্যবল,
বাড়ে যে আনন্দ কত।
ধর্ম্মপরায়ণ, প্রত্যেক গৃহস্থ,
হইবে তাহাতে রত॥
পরিমিতরূপে, করিবে ব্যায়াম,
দিবসের কোন ভাগে।
সুধীগণ কয়, ব্যায়ামের জন্য,
প্রাতঃকাল ভাল লাগে॥

৬। দেহে অনাদর, করে যে মানব,
ভাঙ্গে সে আত্মার ঘর।
বিধির বিধান, উল্লঙ্ঘন করে,
এত নহে যোগ্যতর॥

৭। স্বাস্থ্যের নিয়ম, প্রভুর বিধান,
এক বই ভিন্ন নয়।
যেই লঙ্ঘে তায়, পদে পদে হায়,
স্বদোষে দণ্ডিত হয়॥

৮। বিশ্বাসীরা ধন্য পালেন তাঁহারা,
ছোট বড় সুনিয়ম।
নিয়ম পালনে, নাই অবহেলা,
না করেন ব্যতিক্রম॥

স্বাস্থ্য আত্মা দেহে, অনন্ত জীবনে,
হয়ং নাক উদাসীন।
প্রকৃত বিশ্বাসী, আছে দিবা নিশি,
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন॥

৯। দৈনিক সংবাদ, করি অধ্যয়ন,
যাহা না করিলে নয়।
সে সকল কাজ, করি সমাপন,
ক্রমে ক্রমে সমুদয়॥
স্নানাবগাহনে, হইবেক রত,
প্রতিদিন ভক্তিভাবে।
গৃহস্থ সুজন, যে জন সতত,
ঈশ্বরের কার্য্য ভাবে॥

১০। নদ সরোবরে, করিবেক স্নান,
আর গাত্র সম্মার্জ্জন।
কিংবা গৃহস্থিত, জলের ঝরার
ধারায় শীতল মন॥

১১। স্নানের সলিল, অতিপরিশুদ্ধ
হয় যেন স্বাস্থ্যপ্রদ।
অন্যথা সে স্নানে হইবে না শুভ,
ঘটাবে নানা আপদ॥

১২। যে পর্য্যন্ত দেহ, না হয় সম্পূর্ণ,
সুমার্জ্জিত নিরমল।

শুদ্ধ হৃদয়ের, উপযুক্ত শুদ্ধ,
মন্দির সম উজ্জ্বল॥
গাত্রসম্মার্জনী সংযোগে তাবৎ,
করহ দেহ মার্জন।
দেহের সকল, ক্লেদ মলিনতা
করহ পরিবর্জন॥

১৩। তৈল মাখি শিরে ঢাল তদুপরি,
সলিল অতি শীতল।
যেন হয় তাহে মস্তক তোমার
সজীব শুদ্ধ সবল॥

১৪। এইরূপ স্নানে, দ্বিবিধ কল্যাণ,
সাধিত হইবে তব।
দেহের মালিন্য উষ্ণতা নাশিয়া
করিবেক অভিনব॥
প্রতি দিন এনে, দিবেক তোমারে,
শুদ্ধতা সজীব ভাব।
হে ঈশ্বর পুত্র, করহ স্মরণ,
স্নানে হয় কত লাভ॥

১৫। প্রকৃত যে স্নান, জল সংস্কার,
তুল্য সে পবিত্র কাজ।
কর প্রতিদিন, হইয়া তৎপর
করো না শৈথিল্য ব্যাজ॥

১৬। দেবালয় পরে, স্নানের আগার
সম্মানের বস্তু জেনে।
কর ব্যবহার, ভক্তির সহিত,
দেব অধিষ্ঠান মেনে॥
নীররাশি মাঝে, পুণ্যপবিত্রতা,
বিরাজ করুক তায়।
জলের উপরে, ঈশ্বর মহিমা
সদা যেন শোভা পায়॥
১৭। অতি সুপবিত্র বিমল সলিল
কর তারে সমাদর।
তার সুপাবনী, শক্তির ভিতরে,
আছে শক্তি মনোহর॥
সে হয় অন্তর, শুদ্ধির আদর্শ,
তাহাকে স্বীকার কর।
তা হলে এ দেহে, আত্মকৃতার্থতা,
পাইবে তুমি বিস্তর॥
প্রাচীন বিধানে, ঈশ্বরের নব,
বিধান হইবে পূর্ণ।
গৌরব তাঁহার, হইবে বিস্তার,
দিগদিগন্তরে তূর্ণ॥
১৮। সলিল রাশির উপরে কেমন
ব্রহ্মজ্যোতিঃ নিরমল।

প্রভা আপনার, করিছে বিস্তার,
চেয়ে দেখ সুপুষ্কল
তব দেহ মন করিতে পবিত্র
জননী দেবীর মত।
পবিত্র সলিল তোমার নিকটে
হউক সুসমাগত॥

১৯। ভক্তির আধার তব পূর্ব্বপিতৃ-
পুরুষ আচার্য্যগণ।
বলেছেন যাহা ঋগ্‌বেদে তাই,
করহ এবে স্মরণ॥

"আপোঽস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ।
* * *
উদিদাভ্যঃ শুচিরাপূতা এমি।"
১০ ম ১৭ সূ ১০ ঋক্।

মাতৃরূপে বারি, করুন বিধৌত
সকল মালিন্যরাশি।
স্নান করি হয়ে, বিশুদ্ধ নির্ম্মল,
বাহির হইয়া আসি॥

২০। করহ স্মরণ সে দেবনন্দন
যিশুর জলাভিষেক।
পবিত্র গ্রন্থেতে আছে বিলিখিত
যে মহাঘটনা এক॥

"দিনেষু তেষু জযটে যদীশা আগমত্তদা।
জর্দ্দানসরিতি প্রাপ্তাভিষেকঃ সলিলাত্ততঃ॥
উত্থায় সোহপশ্যদাদর্শদ্ব্যোর্দ্বেধা ভবদন্তিকে।
কপোতমূর্ত্ত্যাবাতরৎ পরাত্মা তস্য চোপরি॥
ত্বং মে প্রিয়তমঃ পুত্রো যস্মিন্ প্রীতোহস্মি সন্ততম্।
ইতি বাণী বদন্তী দ্যোরগমৎ।"—

জুড়িয়া ভূমিতে, জর্ডন সরিতে
যিশু পুণ্য অবতার।
অভিষেককালে, দেখেন চাহিয়া,
খুলেছে স্বর্গের দ্বার॥
পবিত্রাত্মা হরি, চিন্ময় দেবতা
কপোতের বেশ ধরি।
আকাশ হইতে, নামিলেন আসি,
তাঁহার মস্তকোপরি॥
শুনিলেন তিনি, দিব্য দৈববাণী—
সেই কালে যাহা ঘটে।
"তুমি প্রিয় পুত্র, পরম সন্তোষ
তোমাতে আমার বটে॥"

দেবালয়ে উপাসনা।

১। স্নান করি পরিষ্কৃত হয়ে গৃহিজন।
পরিবে পূজার যোগ্য পবিত্র বসন॥

২। যদি হয় পরিচ্ছদ অশুদ্ধ মলিন।
চিত্ত হবে অপবিত্র চিন্তার অধীন॥
সংসারের অপবিত্র ভাব অগণন।
বান্ধিবে শৃঙ্খলে দৃঢ় সাধকের মন॥

৩। অতএব দেবগৃহযোগ্য শুদ্ধ বাস।
পরিয়া মন্দিরে যাও ঈশ্বরের দাস॥

৪। আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট আসনে।
বসো গিয়া তার পরে সুপ্রসন্ন মনে॥
ব্যবহারে পরিচিত নহে আপনার।
তাহে বসি করো নাক কভু স্বেচ্ছাচার॥

৫। যে আসনে বসি নিত্য কর উপাসনা।
তাহাকে করিবে প্রেম আর সম্মাননা॥
সহচর বন্ধু জানি সহায় সাধনে।
সতত রাখিবে সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণে॥

৬। দেবালয়স্থিত বেদী ঘেরি চারি ধারে।
পতি পত্নী ভাই ভগ্নী আদি পরিবারে॥
আপন আপন যথানির্দ্দিষ্ট আসনে।
বসিবেক সবিনয় ভক্তিনিষ্ঠ মনে॥

৭। বিদেশী অতিথি কিংবা বন্ধু সদাশয়।
যদ্যপি পূজাতে যোগ দেন সে সময় ॥
এক দিকে পুরুষ অপর দিকে নারী।
এইরূপ শৃঙ্খলাতে বসিবে সুসারী ॥

৮। উপাসক নরনারী বসিয়া আসনে।
প্রণমিবে কায়মনে বিভুর চরণে ॥

৯। গৃহস্বামী সদাশয় গাম্ভীর্য্য সহিত।
উপাসনা করিবেক বুঝিয়া বিহিত ॥
সবার অভাব বুঝি সহজ ভাষায়।
সহজে যাহাতে সব তত্ত্ব বোঝা যায় ॥

১০। আরম্ভিবে উপাসনা করি উদ্বোধন।
পরে হবে একটি সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ॥
মিলিয়ে পুরুষকণ্ঠ, নারীকণ্ঠ সনে।
উঠিবে সঙ্গীত স্বর ব্রহ্মের সদনে ॥
সমতান স্তোত্ররূপে প্রার্থনা আকারে।
ব্রহ্মপদকল্পতরু চুম্বিবে আদরে ॥

১১। অনন্তর যথাবিধি ব্যবস্থা ধরিয়া।
ব্রহ্মের স্বরূপ সব বিশদ করিয়া ॥
ব্যাখ্যান করিবে ক্রমে এক এক করি।
উপলব্ধি করি মনে ভাব অনুসরি ॥
ব্রহ্মের অনন্ত ভাব করি মহীয়ান্।
করিবেন আরাধনা, যে আছে বিধান ॥

১২। ধ্যানের সময়ে পরে উপাসকগণ।
হইয়া নিস্তব্ধ ধীর মুদিয়া নয়ন ॥
স্বরূপসমষ্টি মাঝে সর্ব্বমূলাধার।
পবিত্র পুরুষরূপে অস্তিত্ব তাঁহার ॥
উপলব্ধি করিবে নীরবে ক্ষণ কাল।
পরিহরি হৃদয়ের বিষয়জঞ্জাল ॥

১৩। হৃদয়নিভৃতস্থানে প্রাণেশে দেখিয়া।
প্রার্থনা করিবে সবে, মিলিত হইয়া ॥
যে আছে নিয়মবদ্ধ ইষ্ট সাধারণ।
সবে সমস্বরে তাই কর উচ্চারণ ॥
তার পর প্রতি দিন উপাসক দল।
একে একে আপনার অভাব সকল ॥
নিবেদিবে ব্রহ্মপদে, ব্যাকুল হৃদয়ে।
নিজ নিজ পাপজ্বালা, প্রভু দয়াময়ে ॥

১৪। দ্বিতীয় সঙ্গীত হলে, সুগভীর স্বরে।
ঈশ্বরের নামাবলি গাবে প্রাণ ভরে ॥
বিশ্বাসীর প্রিয়ধন, ওই নামমালা।
অতি মিষ্ট বটে, ওতে যায় পাপজ্বালা ॥

১৫। পূর্ব্ব পশ্চিমের যত সাধুমহাজন।
মহাবাক্য ধর্ম্মমূল শাস্ত্রপ্রবচন ॥
এ সবার সুমহিমা করিয়া বর্দ্ধন।
প্রাচীন জ্ঞানের করি গৌরবকীর্ত্তন ॥

সে দিনের জন্য যিনি বটেন আচার্য্য।
তিনি করিবেন শাস্ত্র পাঠ শুদ্ধ কার্য্য॥
১৬। পরে সে দিনের যোগ্য প্রার্থনা প্রধান।
করিবেন তিনি হয়ে শুদ্ধ ভক্তিমান্॥
অন্যমনে কঠোর কর্ত্তব্য অনুরোধে।
প্রার্থনা করিবে নাক হৃদয়বিরোধে॥
কিন্তু সরলতা জ্ঞান ভক্তি আর প্রেমে।
করিবেক ব্যাকুল লালিত্য অনুক্রমে॥
১৭। নববিকসিতপুষ্পগুচ্ছের মতন।
হইবেক প্রাভাতিক প্রার্থনা নূতন॥
নবপুষ্পতুল্য হবে সুমিষ্ট সুন্দর।
নব চিন্তা নব ভাব, চিত্তৃপ্তিকর॥
প্রতিদিন রবে নব উচ্চ অভিলাষ।
ফুলের মতন যেন, বিতরে সুবাস॥
১৮। বৃথা বাক্যে তুষ্ট নন মোদের ঈশ্বর।
নহে ত অভ্যস্ত বাক্য তাঁর তৃপ্তিকর॥
কৃত্রিম বিনয় আর স্বরের বিকার।
আর যত ধর্ম্মহীন বচন অসার॥
কৃত্রিম দীনতা অঙ্গভঙ্গি আদি করি।
এ সব বিকারে তুষ্ট নহেন শ্রীহরি॥
প্রশংসালাভের তরে যেই নীচাশয়।
দেখায় বিনয় আর বৃথা বাক্য কয়॥

উপহাস করে সেই, স্বর্গের ঈশ্বরে।
এ সব নিন্দিত কার্য্য, প্রভু ঘৃণা করে॥
১৯। দেবালয়ে যে হয় দৈনিক উপাসনা।
সসার সরস হওয়া চাই সে যোজনা॥
প্রার্থিগণ ভক্তিপূর্ণ ভাবময় মনে।
করিবে প্রার্থনা নিত্য ঈশ্বরসদনে॥
সত্য আর ভাবেতে হইয়া স্থিরতর।
বলিবে প্রার্থনাবাক্য সদা অবিস্তর॥
২০। কিন্তু ভক্ত উপাসক রাখও স্মরণ।
চাহিলে খুঁজিলে শুধু নহে তৃপ্ত মন॥
পেতে হবে প্রার্থনার প্রকৃত উত্তর।
প্রত্যাদেশ লাভ হবে প্রাণের ভিতর॥
দেখিয়া প্রভুর শান্ত প্রসন্ন বদন।
পুণ্য শান্তি প্রেমানন্দে ভাসিবে জীবন॥
২১। প্রতিদিন প্রার্থনায় কি বা ফলোদয়?
ভিখারী কি শুধু ভিক্ষা চেয়ে তৃপ্ত হয়?
দীন হীন কাঙ্গালের সরল প্রার্থনা।
যাচকের মনোবাঞ্ছা প্রাণের বাসনা॥
পূরাণ সতত, "আমি আসি দিব সবে
প্রার্থনায় প্রত্যুত্তর নিখিল মানবে॥"
এই বাণী বলেছেন প্রভু দয়াময়।
অতএব চ বে যাতে বাঞ্ছাপূর্ণ হয়॥

২২। প্রার্থনান্তে ফলদাতা প্রভু পরমেশ।
যত ক্ষণ তব প্রাণে না দেন আদেশ ॥
প্রেম পুণ্য ব্রহ্মানন্দে হৃদয়কমল।
যাবৎ না পূর্ণ হয় না সঞ্চারে বল ॥
তত ক্ষণ সকাতরে পিতার সদনে।
বিশ্বাসে প্রতীক্ষা তুমি করিবে যতনে ॥
২৩। এইরূপে প্রতি উষা শুভ উষা হবে।
নিত্য নব নব স্তুতি প্রার্থনার রবে ॥
ভক্ত পরিবার তাঁর দয়ার প্রসাদ।
বহু পরিমাণে সদা করিবে আস্বাদ ॥
নব স্তুতি নতি গীতি করি আস্বাদন।
ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ হবে অনুক্ষণ ॥
২৪। শান্তিবাণী শেষের সঙ্গীত অবসানে।
প্রণমিবে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবানে ॥
তাঁর দয়া তাঁর প্রেম মহিমা তাঁহার।
স্মরি ধন্যবাদ তাঁরে দিবে বার বার ॥
বিকাইয়া প্রাণ মন পিতার সদনে।
প্রণিপাত কর তাঁর অভয় চরণে ॥
২৫। তার পর সর্ব্ববিধ দুঃখ পরিহরি।
প্রফুল্ল বদনে বল শান্তি শান্তি হরি ॥

প্রাত্যহিক ভোজনবিধি।

১। পশুর মতন, করিলে ভোজন
হলে না কি তবে ইন্দ্রিয়রত।
নিশ্চয় তা হলে তোমরা সকলে,
হৃষ্ট পুষ্ট বৃক বৃষের মত॥
আহারে প্রবীণ জীবনবিহীন
লোভের অধীন পশু সতত॥

২। আত্মার অযোগ্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য
ইন্দ্রিয়সেবক করয়ে ভোগ।
কিন্তু ভক্ত জন করেন ভোজন
অনন্ত জীবন অন্ন নীরোগ॥

৩। তাঁহারাই ধন্য ঈশ্বরের জন্য
যাঁহারা করেন ভোজন পান।
দৈনিক আহারে যাঁহারা তাঁহারে
সদা আবির্ভূত দেখিতে পান॥

৪। বাস্তবিক হয় অন্ন ব্রহ্মময়
ব্রহ্মনামে যারা ভোজন করে।
প্রভুর কৃপায় তারা মুক্তি পায়
ভোজনে তাদের পাতক হরে॥

৫। চার্ব্বাক সকল বিলাসী চপল
পানাহারে মৃত্যু ডাকিয়া আনে।

.তোমরা তেমন হবে না কখন
বিলাসী, প্রমত্ত আহার পানে ॥
৬। ওহে ধর্ম্মরত গৃহস্থ সুব্রত
পান ভোজনের তোমার ঘর।
যেন নাহি হয় কোলাহলময়
অশান্তিক স্থান অতৃপ্তিকর ॥
করে রাখ তায় মন্দিরের প্রায়
দেবতাপ্রসাদ পাবার তরে।
প্রভাবে যাহার বিশ্বাসী আত্মার
পাপ অনাচার সকল হরে ॥
৭। নিত্য করিবার অঙ্গ সংস্কার
স্নানের আগার আছে তোমার।
সাধু সুচরিত পিশিত শোণিত
ভোজনে বিহিত ভোজনাগার ॥
উভয় পবিত্র জীবনের মিত্র
উভয় সম্মানে আছে উপকার।
যেন ধর্ম্মহীন নহে কোন দিন
আবর্জ্জনাপূর্ণ অপরিষ্কার ॥
৮। এই প্রবচন রাখিও স্মরণ
শাস্ত্রীয় শাসন জানিয়া মনে।
"যদি কর স্নান ভোজন কি পান
কর তা ঈশমহিমা ঘোষণে ॥"

"অশ্নীত বাথ পিবত কুরুত বাথ যত্তুতঃ।
যূয়ং কুরুত তৎ সর্ব্বং মহিম্নে পরমেশিতুঃ॥"

৯। সমাপিয়া নিত্য পৌর্ব্বাহ্নিক কৃত্য
উক্ত শ্লোকমর্ম্ম হৃদয়ে লয়ে।
প্রবেশিবে পরে ভোজনের ঘরে
পরিবার সহ মিলিত হয়ে॥

১০। পরে প্রতিজন আপন আসন
করিয়া গ্রহণ বসিবে তায়।
সভক্তি অন্তরে প্রণমিবে পরে
নিরাকারা দেবী অন্নদা পায়।
এক সঙ্গে সবে প্রণমি নীরবে
ভোজনের বস্তু সম্মুখে করি।
গৃহস্থ সুজন হয়ে শান্তমন
বলিবে বচন বিনয় করি॥

১১। "হে মঙ্গলময় হইয়া সদয়
কর আশীর্ব্বাদ ভোজ্যনিকরে।
যেন এই অন্ন পাপসমাচ্ছন্ন
জীবন মোদের পবিত্র করে॥"

১২। নাহি পরশিবে, অশুদ্ধ অশিবে,
যে অন্ন অনিবেদিত ঈশ্বরে।
হইয়া প্রসন্ন প্রভু যেই অন্ন
শুদ্ধ করি দেন পরশি করে॥

সেই অন্ন খাবে সদা ভক্তি ভাবে
যাহাতে সকল কলুষ হরে ॥

১৩। কেবল প্রার্থনা করিলে বাসনা
পূরে না ঘোচে না হৃদয়ভার।
তাই তৃপ্ত নয় বিশ্বাসিনিচয়
প্রার্থনা করিয়া বচনসার ॥
প্রভু ভগবান্ র'ন বর্ত্তমান
পুষ্টিশক্তিরূপে খাদ্যনিচয়ে।
বিশ্বাসী স্বজন করিবে দর্শন
সেইরূপে তাঁয় কৃতজ্ঞ হয়ে ॥
আহার্য্য সকল অতি নিরমল
আধ্যাত্মিক বস্তু আত্মার বল।
এইরূপে সব করি অনুভব
আস্বাদিবে তায় অমৃত ফল ॥

১৪। "আমি ভগবান্ আছি বর্ত্তমান
তব অন্ন মাঝে" এ দৈববাণী।
শুনিয়া গৃহস্থ হৃদয়ে সমস্ত
রাখিবে যতনে আপনা জানি ॥

১৫। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভিতর
সাধুমহাজন বাক্য সঞ্চারে।
সে সব বচন করহ স্মরণ
অমূল্য সে ধন বিশ্বমাঝারে ॥

"বিশুদ্ধ অন্তরে অন্নের ভিতরে
ঈশ্বরের পুত্রে স্মরণ কর।
তাঁর রক্তমাংস তব রক্তমাংস
করি সাবহিত জীবনে ধর॥
তাঁহার জীবন অমূল্য সে ধন
আত্মাতে সঞ্চয় করিয়া লও।
সর্ব্ব সাধু জনে আপন জীবনে
চিরবাসী করে মিলিত রও॥

১৬। তার পরে শুদ্ধ হইয়া প্রবুদ্ধ
সকলে ভোজন আরম্ভ কর।
অন্নাদি যা ইষ্ট ব্যঞ্জন সুমিষ্ট
ভুঞ্জিবে সকল হয়ে তৎপর॥
পানীয় আহার্য্য শরীরের কার্য্য
করিবে যেমন যথা নিয়মে।
তার সঙ্গে ধর্ম্ম প্রেমপুণ্য শর্ম্ম
পরিপাক হবে আত্মাতে ক্রমে॥
পরম ঈশ্বর আর যে অমর
সাধু পুত্র সব তাঁহার আছে।
করহ সঞ্চয় পুণ্যামৃত ময়
অমরত্বধন তাঁদের কাছে॥

১৭। অসাত্ত্বিক ভোজ হতেছিল রোজ
ঈশ্বরের ঘরে হবে না আর।

এই বিধি মতে ভোজনের ব্রতে
পাইবে ভকতচরিত্র সার॥

১৮। বুঝি প্রয়োজন সাধু মহাজন
করেন সবে যাহা শিক্ষাদান।
ধর্ম্মশাস্ত্র সব যাহার গৌরব
মহিমা বৈভব করিছে গান॥
সেই সুপবিত্র ভকত চরিত্র
পান ভোজনের রহস্য মাঝে।
এক আত্মা আর পুণ্যময়াত্মার
করে পানাহার কর্ম্ম অব্যাজে॥

১৯। গৃহেতে তোমার পরিমিতাহার
পরিমিত ব্যয় সুস্থতা যথা।
হয়ে অপ্রমত্ত তার মূলতত্ত্ব
অনুসারে খাদ্য কর সর্ব্বথা॥

২০। অমিত আচার কর পরিহার
যতনে পালহ নিয়মচয়।
যেন হে কখন না করে লঙ্ঘন
আয়সীমা তব ভোজনব্যয়॥

২১। সংযত হইও, নাহি পরশিও,
সুরা মহাবিষ কখন করে।
যাহাতে তোমার নিজ পরিবার
প্রতিবেশী আর সকলে মরে॥

২২। যেই ব্যবহারে পাপ অনাচারে
দুর্ব্বল ভ্রাতার পতন হয়।
বলেছেন প্রভু মা করিও কভু
কর পরিহার সে সমুদয় ॥

২৩। বিলাসিতাভয়ে প্রতিবেশিচয়ে
আর আপনাকে বাঁচাবে বলে।
বিষয়বিরাগে দীন আত্মত্যাগে
দীক্ষিত হয়েছে যারা সকলে ॥
থেকে দীন ভাবে জীবন কাটাবে
বলিয়া সংকল্প করেছে যারা।
বিনা প্রয়োজন যেন কদাচন
আমিষ ভক্ষণ না করে তারা ॥

২৪। খেয়ে যে সকল বাড়ে স্বাস্থ্য বল
সেইরূপ পুষ্টিপ্রদ নিরাময়।
হবে তব ভক্ষ্য সদা রাখ লক্ষ্য
আড়ম্বর বিনা কর সঞ্চয় ॥

২৫। যে বস্তুতে হয় স্বাস্থ্য অপচয়
তাহা যদি হয় সুমিষ্ট সুস্বাদ।
রাখিবে স্মরণ না করো গ্রহণ
সেই রোগপ্রদ বস্তুর আস্বাদ ॥

২৬। তব পরিজন আছে যত জন
তার প্রতিজনে যথা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য কি প্রকৃতি অভাব বিকৃতি
বুঝি খাদ্য দ্রব্য কর আয়োজন ॥
২৭। যে সকল খাদ্য দৈনিক অস্বাদ্য
প্রতিদিন কর ভিন্ন প্রকার।
তাহে অহরহ খাবে রুচি সহ
দেহে উপাদান হবে সঞ্চার ॥
২৮।২৯। কোন্ রূপ ভোজ্য কোন্ দিন যোজ্য
ধার্য্য করা তাহা কার্য্য গৃহিণীর।
যদি চিকিৎসক থাকে বিবেচক
তিনি করিবেন পথ্যাপথ্য স্থির ॥
কি বা হয় হিত কি বা অবিহিত
অনুচিত কি বা উচিত হয়।
শাস্ত্র অনুসরি বিবেচনা করি
বলে দিবে চিকিৎসক নিশ্চয় ॥
ঈশ্বরের বিধি তাঁর প্রতিনিধি
চিকিৎসক যাহা নিষেধ করে।
যদি চাও হিত কেহ কদাচিৎ
সে সকল বস্তু ছোঁবে না করে ॥
৩০।৩১। হইয়া বিষণ্ণ না ভুঞ্জিবে অন্ন
সহাস্য বদনে প্রসন্ন মনে।
মনোহর গন্ধ, কর অল্প অল্প,
আমোদিত হও বসি ভোজনে ॥

বিষয়কৰ্ম্ম।

১। পূর্ব্বাহ্ণে আহার করি গৃহস্থ সুজন।
ক্ষণকাল করিবেক বিশ্রাম সেবন।
তার পরে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে করিয়া গমন।
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে সাধন॥
২।৩ ভৃতিভোগী ভৃত্য হয়ে অথবা স্বাধীন।
বাণিজ্যাদি যা করিবে হইয়া প্রবীণ॥
যথাকালে কার্য্যালয়ে হবে উপনীত।
সাফল্যের মূল ইহা, জানিবে নিশ্চিত॥
এই বিধি যেই জন করিবে লঙ্ঘন।
প্রভুর দৃষ্টিতে হবে নিন্দার ভাজন॥
৪। দৈনিক বিষয় কার্য্য আরম্ভের আগে।
স্মরিবে ঈশ্বরে নিত্য ভক্তি অনুরাগে॥
৫। অনেক পরীক্ষা ভীতি বিঘ্ন প্রলোভন।
বিষয়ের রাজ্যে করে সদা বিচরণ॥
ঈশ্বরে নির্ভরপ্রিয় বিশ্বাসী না হলে।
কে সমর্থ যুদ্ধে নিবারিতে এ সকলে॥
৬। শুনহে সংসারাসক্ত গর্ব্বিত মানব।
কর্ম্মক্ষেত্রে আছে শত সহস্র বিপ্লব॥
বিপন্ময় এ বিষয়কার্য্যের সাগর।
ইহাতে জীবনতরী ডুবেছে বিস্তর॥

ডুবিতেছে শত শত তরী অনিবার।
তাহাতে কি হবে তুমি স্বয়ং কর্ণধার ?
৭। ব্যবসায় বাণিজ্য কি অর্থ ব্যবহার।
কৃষি শিল্প রাজনীতি সমাজসংস্কার ॥
শিক্ষা কি চিকিৎসা আর যন্ত্রব্যবহারে।
গার্হস্থ্য নীতিতে কিংবা ন্যায়ের বিচারে ॥
তুমি কি ঈশ্বর হতে বটে সুনিপুণ।
তিনি কি হিসাবে তোমা অপেক্ষায় ন্যূন ॥
৮। ঈশ্বর প্রসাদ ভিন্ন তুমি কি কখন ॥
পার ধন সম্পদ করিতে উপার্জ্জন ॥
এক কপর্দ্দকও কি বিনা দৈববল।
আপন ভাণ্ডারে পার করিতে সম্বল ॥
৯। অবিশ্বাস ভ্রান্তিজ্ঞান কর পরিহার।
যদ্যপি কল্যাণ বাঞ্ছা কর আপনার ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন যদি এসংসারে।
প্রবৃত্ত হইবে তুমি বিষয় ব্যাপারে ॥
তাহলে সংসারাসক্তি গ্রাসিবে তোমারে।
মিথ্যা জঘন্যতা আর ইন্দ্রিয়বিকারে ॥
ক্রোধ লোভ আদি পাপ স্রোতে খরতর।
টানিয়া ফেলিবে মৃত্যু আবর্ত্ত ভিতর ॥
১০। অতএব জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির জন্য।
ঈশ্বরে নির্ভর কর তিনিত শরণ্য ॥

সমুদয় গুরুতর জটিল ব্যাপারে।
পরামর্শ ভিক্ষা কর ঈশ্বরের দ্বারে॥

১১। কি প্রণালী ধরিয়া করিবে কোন কাজ।
বলিয়া দিবেন তাহা প্রভু ধর্ম্মরাজ॥
যে পিতা প্রার্থনা তব করেন শ্রবণ।
নাহি ত্যজিবেন তিনি বিপদে কখন॥

১২। যেখানে যে কার্য্যে তুমি থাক নিয়োজিত।
একমাত্র প্রভু তব ঈশ্বর নিশ্চিত॥
তুমি ভৃত্য তিনি প্রভু এই তত্ত্ব সার।
তুমি কায়মনে আজ্ঞা পালিবে তাঁহার॥

১৩। গৃহে বা বিপণি পণ্যনির্ম্মাণশালায়।
বাণিজ্য আগারে কিংবা ব্যবস্থাসভায়॥
ভূমিপরিমাণক্ষেত্রে জ্যোতিষগণনে।
ব্যাঙ্কে কি স্থাপত্যকার্য্যে ক্ষেত্রসঙ্কর্ষণে॥
যেখানে যে কর্ম্ম তুমি কর সমাধান।
পরম পবিত্র বলি জেন সেই স্থান॥
স্বর্গের প্রভুর চক্ষু সমক্ষে বসিয়া।
করিছ পবিত্র কর্ম্ম, দেখিবে ভাবিয়া॥

১৪। কার্য্যক্ষেত্র কিংবা কর্ম্ম পবিত্র যেমন।
যন্ত্রাদিও সেইরূপ পবিত্র সাধন॥

১৫। নৃপতির রাজদণ্ড পুণ্যশান্তিকর।
ভিষজের তীক্ষ্ণ অস্ত্র ক্লেশশল্যহর॥

জ্যোতির্ব্বিদ্গণের যে সুদূরবীক্ষণ।
যাহার সাহায্যে হয় জ্যোতিষ্ক দর্শন॥
স্থপতির কর্ণিক কি বর্ণীর লেখনী।
চিত্রকর কূর্চ্চিকা কি কৃষককর্ত্তনী॥
যে হাতুড়ী কর্ম্মকার করে ব্যবহার।
যে বাটালী লয়ে কাজ করে সুত্রধার॥
এসব প্রভুর কার্য্যে নিবেদিত হ'লে।
পবিত্র করেন তিনি পরশি সকলে॥
শ্রদ্ধা ভক্তি সহ তাঁর গৌরবের জন্য।
তাঁহার পবিত্র নামে রাখিয়া সৌজন্য॥
এসব আচরে জানি ঈশ্বরে শরণ্য।
সেই জন ধন্য বটে সেই জন ধন্য॥

১৬। সাধিতে প্রভুর কার্য্য সম্পূর্ণ মাত্রায়।
মনোযোগী হও রাখ সদধ্যবসায়॥
উৎসাহী হইয়া কার্য্য কর অনিবার।
আলস্য কি অবসাদ কর পরিহার॥

১৭। যে জন প্রভুর কার্য্যে করে অবহেলা।
পরিমাণে অল্প করি যে কাটায় বেলা॥
দণ্ডযোগ্য নহে কি সে আলস্যের জন্য?
পরিশ্রমী বিনা ভৃতি নাহি পায় অন্য॥
আলস্যে ঘুমায় বৃথা সময় কাটায়।
চোর সে প্রভুর অন্ন চুরি করি খায়॥

১৮। সপ্তাহ করিয়া কর্ম্ম পুন একমাস।
যে জন কাটায় সে ত আলস্যের দাস॥
ঈশ্বরের কাজেতে এমন স্বেচ্ছাচার।
ঈশ্বরের দাস সদা করে পরিহার॥
ন্যূনকল্পে সাত ঘণ্টা কর পরিশ্রম।
প্রতিদিন সমভাবে রাখিয়া নিয়ম॥
১৯। দৈনিক যে পরিচর্য্যা করে প্রতিজন।
রাখিবে হিসাব তার করিয়া যতন॥
ব্রহ্মের সদনে তার দেও বিবরণ।
পূর্ব্বাপর সমুদয় করিয়া স্মরণ॥
কেমনে শরীর মন করিয়া নিয়োগ।
কিরূপ উদ্যমে তুমি সাধ কর্ম্মযোগ॥
কত কার্য্য কি প্রকারে কর সম্পাদন।
প্রভুর নিকটে বল সব বিবরণ॥
২০। শ্রমজন্য বিরক্তি মনের উত্তেজনা।
তার মধ্যে রক্ষ সাম্য মনের সান্ত্বনা॥
একই নীরস কার্য্যে হয়ে সুপ্রবীণ।
স্ফূর্ত্তি সজীবতা রক্ষা কর প্রতিদিন॥
২১। কার্য্যস্রোতে পড়ি যদি প্রবৃত্তি তোমার।
উত্তেজিত হয় আর প্রকাশে বিকার॥
রিপুপরতন্ত্র আর অশান্ত গর্ব্বিত।
ক্রোধান্ধ হৃদয় যদি হয় কদাচিত্॥

প্রলুব্ধ হইয়া যদি ধনপিপাসায়।
করিতে প্রবৃত্তি হয় অসত্য অন্যায়॥
প্রভুর অভিমুখীন হইয়া তখন।
প্রার্থনার ভাবে বল কাতর বচন॥
রক্ষা কর মোরে অদ্য দয়ালু ঈশ্বর।
হে দেব, সংসারাসক্তি পাপদুঃখ হর॥
ফিরাইয়া দেও, পিতঃ, হৃদয়ের গতি।
ত্রাণকর্ত্তা ত্রাণ কর ঘুচাও দুর্গতি॥
রক্ষা কর, দয়াময়, ধনপ্রলোভনে।
ওহে প্রভু, তব দাসে রাখ সুশাসনে॥

২২। ওহে পরিশ্রমী নর, প্রফুল্ল হৃদয়ে।
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর তুষ্ট হয়ে॥
ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে আনন্দিত মনে।
পরিশ্রম কর যদি সজীব জীবনে॥
হবে সুস্থ জ্ঞানী আর পবিত্র সকল।
পাইবে প্রচুর দেবজীবনের ফল।

২৩। ব্রহ্মউপাসনা যথাযথ পরিশ্রম।
এ বটে অনন্তশক্তিপূজনের ক্রম॥
তাঁর মহয়সী ইচ্ছাশক্তির গোচরে।
আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা স্তুতি নতি করে॥
উপকারপ্রদ পুণ্য কার্য্যের ভিতরে।
তাঁর মহোদ্যমে নরে উদ্যম সঞ্চরে॥

২৪। অবিশ্বাসী প্রতিদিন প্রফুল্লহীন মনে।
কার্য্যক্ষেত্রে যায় শুষ্ক মলিন বদনে॥
তথা হ'তে তারাক্রান্ত বিরক্ত হৃদয়।
লয়ে পুন নিজ গৃহে প্রত্যাগত হয়॥

২৫। পরম প্রভুর সেবা করে যে মানব।
তাহার হৃদয়ভরা আনন্দ উৎসব॥
কেমন কৃতজ্ঞ আর প্রফুল্ল অন্তরে।
ঈশ্বরের নামের মহিমা গান করে॥
দেখ প্রতিদিন হ'লে দিবা অবসান।
কার্য্যক্ষেত্র হ'তে ফেরে বিশ্বাসিপ্রধান॥

আমোদসম্ভোগ।

১। দিবসের কর্ম্ম সব করি সমাপন।
নির্দ্দোষ আমোদে গৃহী নিবেশিবে মন॥

২। শ্রমান্তে আমোদ, আর কর্ম্মান্তে বিশ্রাম।
উভয় পবিত্র আর আনন্দের ধাম॥

৩। আমাদের প্রভু যিনি পরম ঈশ্বর।
যত আছে হেথা তাঁর বিশ্বাসী কিঙ্কর॥
সবার নিকটে পূর্ণভাবে কার্য্য চান।
মুক্তহস্তে পূর্ণানন্দ করি তবে দান॥
নর নারী বাল বৃদ্ধ যার যাহা যোগ্য।
সবে বিতরেন প্রভু প্রচুর সুভোগ্য॥

৪। আমোদের জন্য যে বা করে কর্ম্মক্ষতি।
সেই জন নিন্দার ভাজন মূঢ়মতি॥
শ্মশাননিবাসী চিরশোকাতুর সম।
যে জন আমোদ ত্যজি করে পরিশ্রম॥
সেও বটে কৃপাপাত্র নিন্দার ভাজন।
প্রভুর নিয়ম ভঙ্গ করে সেই জন॥
৫। শোককারী লয়ে স্বর্গ রচিত না হয়।
ঈশ্বর পীড়নকারী নহেন নির্দ্দয়॥
৬। বিষাদকে পবিত্রতা বলা নাহি যায়।
ক্রন্দনেও পরিত্রাণ কেহ নাহি পায়॥
৭। বলেছেন পরমেশ যথাকালে সবে।
পরিশ্রম হাস্যামোদে নিত্য সুখী হবে॥
৮। পরিশ্রমে যথা দেবশক্তির পূজন।
আমোদেও সেইরূপ আনন্দ অর্চ্চন॥
৯। হে বিশ্বাসী, প্রভু কার্য্য করেন যেমন।
তুমিও তেমনি কর কার্য্য সম্পাদন॥
আনন্দে বিভোর তিনি সদা হাসিমুখ।
হাস তার হাসি দেখে ভুলে যাও দুখ॥
১০। ধন্য বটে সেই জন ব্রহ্মশক্তি যার।
অন্তরে বাহিরে ক্রীড়া করে অনিবার॥
যাহার জীবনে তাঁর আনন্দ প্রচুর।
তাহার জীবন ধন্য অতি সুমধুর॥

১১। আমোদসম্ভোগকালে তব ওষ্ঠাধরে।
বিমল স্বর্গীয় হাসি যেন ক্রীড়া করে॥

১২। অতিরিক্ত হাস্যামোদ কর পরিহার।
কেন না তাহাতে ঘটে ইন্দ্রিয়বিকার॥
বিলাসিতা জন্মে মন হয় কলুষিত।
চাঞ্চল্য জন্মায় চিত্ত করিয়া দূষিত॥

১৩। যে সকল লোক বড় রিপুপরায়ণ।
সুরা ও নারীতে করে সুখ অন্বেষণ॥
উচ্ছৃঙ্খলাচারের আবর্ত্তে পড়ে হায়!
তাদৃশ সহস্র লোক জীবন হারায়॥

১৪। বুদ্ধিমান্ এই দুই সাঙ্ঘাতিক পাপে।
ঘৃণায় নির্লিপ্ত থাকি এড়ান সন্তাপে॥

১৫। জঘন্য ঘৃণিত সুরাপান ব্যভিচার।
তাহাতে আসক্ত যার চিত্ত অনিবার॥
সমাজবিষাক্তকারী কলঙ্কিত যারা।
অপবিত্র পতিত বলিয়া গণ্য তারা॥

১৬। বারনারীসহবাস মুখশ্রী তাহার।
যদ্যপি সন্তোষ চিত্তে জন্মায় তোমার॥
তা হ'লে আমোদপ্রিয় হে যুবকজন।
জানিও সে সুখ তব মৃত্যুর কারণ॥

১৭। অবিবেক যুবকদলের ন্যায় হয়ে।
চাহিবে না সুখ বিলাসিনী সঙ্গে রয়ে॥

ইন্দ্রিয়লালসামাঝে দেখ না চাহিয়া।
ভীষণ পাপের বীজ আছে লুকাইয়া॥
১৮। দ্যূতে সুখী হ'তে তুমি চেও না কখন।
বটে ইহা সর্ব্বনাশ দুঃখের কারণ॥
১৯। করিবে আমোদ তুমি কবে কি বিষয়ে।
স্থির করি দিতে বল প্রভু দয়াময়ে॥
স্ববুদ্ধির প্রতি কভু করো না নির্ভর।
তা হ'লে বিপদে তুমি পড়িবে সত্বর॥
২০। শরীর মনের যাহা উপযোগী হয়।
নির্দ্দোষ ক্রীড়া কৌতুক আমোদনিচয়॥
স্বচ্ছন্দে করিবে তুমি সেই সমুদয়।
বহু আছে সেইরূপ ক্রীড়ার বিষয়॥
২১। তাহা হ'তে বেছে লও নূতন নূতন।
জাড্যপ্রদ এক খেলা খেল না কখন॥
২২। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ গীত আর বাদ্য।
অত্যন্ত বিশুদ্ধ এ আমোদ দেবারাধ্য॥
বাস্তবিক এটি ধরাতলে স্বর্গভোগ।
হৃদয় বিশুদ্ধ করি সাধ ব্রহ্মযোগ॥
২৩। বিশুদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যা ঈশ্বরের কন্যা।
স্বর্গের এ দূতী বটে ধরাতলে ধন্যা॥
শোকেতে সান্ত্বনা দেয় ক্লান্তি দূর করে।
উদ্বেগের শান্তি করি প্রলোভন হরে॥

শান্ত করে উত্তেজিত প্রবৃত্তিনিচয় ।
আনন্দ বরষে ভক্তি দেয় অতিশয় ॥
২৪ । যে জন কুকর্ম্ম কিংবা রিপুর সেবায় ।
কলুষিত করে গীত বাদ্য সমুদায় ॥
সুখী হয় শুনে রিপু উত্তেজক গীতি ।
গণিকার গান শুনে মনে পায় প্রীতি ॥
সঙ্গীতের নামে আত্ম-পরের জীবন ।
ধিক্ তারে ছল করি বিনাশে যে জন ॥
২৫ । সত্য সত্য গীত বাদ্যে আছে দেবভাব ।
অপরূপ মিষ্টকণ্ঠ স্বরের প্রভাব ॥
নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র মিলনের মাঝে ।
সুখদা সঙ্গীত মাতা নিয়ত বিরাজে ॥
অনন্তশান্তিদায়িনী, দেবী, সরস্বতী ।
নিরাকারা নিত্য তায় করেন বসতি ॥
২৬ । পবিত্র বস্তুর ন্যায় বাদ্যযন্ত্রচয়ে ।
করিবে সম্মান শ্রদ্ধা বিনীত হৃদয়ে ॥
শান্তি সামঞ্জস্য গীত বাদ্যের একতা ।
প্রত্যেক ঈশ্বরগৃহে থাকুক সর্ব্বথা ॥
২৭ । সম্ভবিলে মাঝে মাঝে করি রঙ্গভূমি ।
মিলাও সঙ্গীতবিদ্যা সহ যত্নে তুমি ॥
সৎশিক্ষা, আমোদ সহ তত্ত্বজ্ঞান পুনঃ ।
ভুঞ্জহ বিমলানন্দ জ্ঞান-অর্থগুণ ॥

২৮। নাট্যাভিনয়ের শক্তি অদ্ভুত জানিয়া।
তার সদ্ব্যবহার হৃদয়ে রাখিয়া॥
আপন কল্যাণ পর উপকার জন্য।
অভিনয় করে যারা তাহারাই ধন্য॥
২৯। বহু পাপী এ উপায়ে পেয়েছে উদ্ধার।
ঘুচিয়াছে সামাজিক দুষ্ট ব্যবহার॥
প্রফুল্লিত হইয়াছে দুঃখার্ত্ত হৃদয়।
নির্জীব রজনী কত সঞ্জীবিত হয়॥
এ উপায়ে কত শত যুবকের দল।
বাঁচিয়াছে স্বেচ্ছাচারে পেয়ে পুণ্যফল॥
অবসাদগ্রস্ত কত আত্মা শত শত।
পেয়েছে নব জীবন দেখেছে সৎপথ॥
৩০। বিশুদ্ধ আমোদপ্রিয় যুবকের দল!
দলবদ্ধ হও আসি তোমরা সকল॥
প্রাচীন অথবা নব জ্ঞানপ্রদায়ক।
সুরুচিসম্পন্ন অতি সুরস নাটক॥
সবে মিলে রাত্রিকালে কর অভিনয়।
সামাজিক শুদ্ধ প্রীতি যাতে লাভ হয়॥
৩১। কিন্তু সাবধান যেন দুষ্ট নারীনর।
যোগ দিতে পারে নাক তাহার ভিতর॥
যাতে কলুষিত হয় মানবের মন।
শিথিল করিয়া দেয় নীতির বন্ধন॥

স্বাস্থ্যক্ষতি করে নাশে কর্ত্তব্যগৌরব।
তাদৃশ বিষয়ে যেন না রহে সংস্রব॥

৩২। রঙ্গভূমি আর তার সজ্জাদ্রব্য যত।
ঈশ্বরচরণে অর্প হইয়া প্রণত॥
তার পরে নাচ গাও কর অভিনয়।
ঈশ্বরমহিমা যাতে সংবর্দ্ধিত হয়॥

৩৩। প্রণয়ভোজন আর সায়াহ্ন সমিতি।
থাকে বা না থাকে তায় বাদ্য আর গীতি॥
শুদ্ধ আমোদের বটে উপায় এ সব।
অধিকন্তু গাঢ় হয় বন্ধুতাগৌরব॥
ভ্রাতৃভাব সদিচ্ছার সমুন্নতি হয়।
মূল্যবান্ জ্ঞান অভিজ্ঞতার সঞ্চয়॥

৩৪। আনন্দ উৎসাহ খুব রসোদ্রেক ভাব।
কথোপকথনে হয় এ সকল ভাব॥
সবার আয়ত্তাধীন বটে এই কাজ।
ঈদৃশ আমোদ লাভে নাহি কোন ব্যাজ॥

৩৫। সুযোগ পাইলে সবে হইয়া মিলিত।
পরস্পরে বাক্যালাপ কর সমুদিত॥
সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়।
লইয়া আলাপ করি মিটাও সংশয়॥
গবেষণা কর আর ভাববিনিময়।
পরস্পরে ভ্রাতৃপ্রেম করহ সঞ্চয়॥

প্রেম কি সহানুভূতি আদান প্রদান।
প্রমুক্ত হৃদয়ে কর ওহে মতিমান্ ॥

অধ্যয়ন।

১। সায়ংকালে আহারান্তে কিংবা তার আগে।
অবসর অনুসারে যত্ন অনুরাগে ॥
সাময়িক পত্রিকা কি সদ্‌গ্রন্থ লইয়া।
পড়িবে বিরলে বসি নিবিষ্ট হইয়া ॥

২। শরীরের পক্ষে নিত্য ব্যায়াম যেমন।
যেমন আত্মার পক্ষে ভজন সাধন ॥
তেমনি মনের জন্য অতি প্রয়োজন।
অবিশ্রান্ত অধ্যয়নজনিত কর্ষণ ॥
তাহাতে বর্দ্ধিত সুস্থ হবে বৃত্তিচয়।
জ্ঞান আর সত্য নিত্য করিবে সঞ্চয় ॥

৩। দেখ যেন অধ্যয়ন না হয় বিফল।
দূষিত না করে তব সুনীতির বল ॥

৪। গ্রন্থাবলি মানবের প্রিয় সহচর।
সংসর্গের দোষ গুণ ইহাতে বিস্তর ॥
দূষিত পুস্তক দুষ্ট সঙ্গীর সমান।
গুপ্তভাবে কলুষিত করে মন প্রাণ ॥
সদ্‌গ্রন্থ সকল সাধু বন্ধুদের তুল্য।
দেহমনে স্বাস্থ্য ফল বিতরে অমূল্য ॥

৫। সত্য সত্য জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ হিতকর।
আত্মার নির্জ্জন বন্ধু আচার্য্য সুন্দর॥
৬। মুখ নাই তবু দেয় বহু উপদেশ।
কর নাই অশ্রু মুছি দূর করে ক্লেশ॥
৭। গৃহী ব্যক্তি নির্ব্বাচিত গ্রন্থ রাখিবার।
রাখিবেন নিজ গৃহে পুস্তক আধার॥
জ্ঞানদাচরণে তাহা করিবে উৎসর্গ।
যেন তাহে নাহি আসে কোন উপসর্গ॥
৮। আর বুঝি মাঝে মাঝে গৃহস্থ সুজন।
উপযোগী গ্রন্থে কর ভাণ্ডার বর্দ্ধন॥
৯। ক্ষুদ্রতম হবে গৃহগ্রন্থের ভাণ্ডার।
কিন্তু তাতে গ্রন্থ সব থাকিবে সুসার॥
ভিন্ন ভিন্ন দেশ কালে রচিত কথিত।
যেন তাহে জ্ঞানিবাক্য থাকে সমুচিত॥
খুলিলেই বাহির হইবে মিষ্ট ঘ্রাণ।
তাহাতে হইবে তৃপ্ত গৃহস্থের প্রাণ॥
১০। সংগৃহীত গ্রন্থমধ্যে বিবিধ প্রকার।
থাকিবে উৎকৃষ্ট গ্রন্থপূর্ণ গ্রন্থাধার॥
রসনার রুচি আর স্বাস্থ্য অনুরূপ।
যেমন দৈনিক খাদ্য হয় ভিন্নরূপ॥
তেমনি মনের চিত্র রুচি উপযোগী।
খাদ্য চাই যাহা খেয়ে সুস্থ হয় রোগী॥

১১। সুসাহিত্য পুরাবৃত্ত দর্শন বিজ্ঞান।
যাহা পড়ি অজ্ঞ জন হয় জ্ঞানবান্॥
জীবনচরিত ধর্ম্মবিজ্ঞান নাটক।
সুকবিতা আখ্যায়িকা নীতিবিষয়ক॥
ভ্রমণবৃত্তান্ত আর ধর্ম্ম উপদেশ।
রাখিবে প্রার্থনামালা করিয়া বিশেষ॥

১২। যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সমস্ত জাতির।
যতনে রাখিবে গৃহে গৃহস্থ সুধীর॥
বহুমূল্য রত্নতুল্য পুস্তক বিস্তর।
রক্ষা কর সমাদরে হয়ে যত্নপর॥
পবিত্র জানিয়া ভক্তি কর সে সবার।
তাহারা যে ঈশ্বরের সত্যের ভাণ্ডার॥

১৩। সব সত্য ঈশ্বরের রাখিও স্মরণে।
নীতিশাস্ত্রে ইতিহাসে বিজ্ঞান দর্শনে॥
হউক যে কোন সত্য যে কোন প্রকার।
ঈশ্বরের জেনে মান্য করিবে তাহার॥

১৪। পরিমিত ভাবে কর গ্রন্থ অধ্যয়ন।
অতিরিক্ত পাঠে রত হবে না কখন॥

১৫। ক্লান্ত ভারাক্রান্ত দেহ বিঘ্ন পরিপাকে।
অমিত ভোজনে এই দোষ ঘটে থাকে॥
সেইরূপ অধ্যয়ন হইলে অধিক।
অজীর্ণাদি ঘাড্ড ভয় হয় মানসিক॥

১৬। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ যদি না হয় উদরে।
বিষবৎ নানা ব্যাধি উৎপাদন করে ॥
১৭। বহুবিধ গ্রন্থ যদি কর অধ্যয়ন।
ভারাক্রান্ত অবসন্ন হবে তব মন ॥
মানসিক যন্ত্র সব, মস্তিষ্কপীড়নে।
হবে শিঘ্র হীনবল কঠিন চিন্তনে ॥
১৮। কতিপয় পংক্তি, কিংবা দুচারি অধ্যায়।
পড়িবেন সুপাঠক, বুঝি অভিপ্রায় ॥
পঠিত বিষয় সব জীর্ণ হৃদি গত।
না হইলে অন্য পাঠে নাহি হবে রত ॥
১৯। আমোদসম্ভোগ কিংবা সমাচার জানা।
এ সব উদ্দেশ্যে পাঠ আছে কিন্তু মানা ॥
চিন্তাযোগে সুশিক্ষায় পরিপক হবে।
মন এই লক্ষ্য করি পাঠে মগ্ন রবে ॥
২০। চিন্তা জীর্ণকর পিত্তরসের সমান।
মানসিক পাককার্য্য করে সমাধান ॥
কিংবা জ্ঞানে আর চরিত্রেতে তত্ত্বকথা।
পরিণত হয় চিন্তাযোগেতে সর্ব্বথা ॥
গ্রন্থের সমস্ত জ্ঞান ভাবশুদ্ধি আর।
পরিণত হয় মেদ শোণিতে আত্মার ॥
২১। অতএব বহু চিন্তা বহু অধ্যয়ন।
করিব রাখিব বহু বিষয় স্মরণ ॥

এইরূপ অভিলাষী হবে না কখন।
তাহাতে অসুস্থ হবে চিরসুস্থ মন ॥
যাতে বুদ্ধি হয় সুস্থ সবল উজ্জ্বল।
সেইরূপ যত্ন কর হইবে সফল ॥

২২। অধীত বিষয়ে কর চিন্তা আলোচনা।
যত ক্ষণ বাহ্য সত্য না হয় ধারণা ॥
চরিত্রে জীবনে উহা মিলিয়া না যায়।
তত ক্ষণ বিচারিবে যুক্তি তুলনায় ॥
বিভাগ বিস্তার করি, বুঝ হয়ে ধীর।
সারবান্ মূলসূত্র করহ বাহির ॥

২৩। যে ভাসে বিস্তৃতগ্রন্থসাগর উপরে।
রাশি রাশি তৃণমাত্র সংগ্রহ যে করে ॥
বৃথা পরিশ্রম করে ফল নাহি পায়।
ধিক্ তারে প্রবঞ্চিত হয় যে ইচ্ছায় ॥

২৪। ধন্য সেই, সিন্ধুগর্ভে হয়ে নিমগন।
অমূল্য মুকতারাশি করে আহরণ ॥

২৫। চিন্তাহীন ভাবে যেই করে অধ্যয়ন।
পল্লবগ্রাহিতামাত্র যাহার লক্ষণ ॥
সমস্ত পুস্তকালয় তাহার সদনে।
বিফল কেবল তারা আছে অকারণে ॥
কিন্তু চিন্তাশীল ধীর পাঠক যে সৎ।
বারটি শব্দেতে পায় জ্ঞানের জগৎ ॥

২৬। না হইবে পরিশ্রান্ত জ্ঞান উপার্জ্জনে।
বৃদ্ধ বলে অযোগ্যতা না ভাবিও মনে।
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যতনে।
শ্রম সহ উপার্জ্জন কর জ্ঞানধনে॥

২৭। জ্ঞানদাতা ঈশ্বরের পদতলে যার।
চিরকাল শিক্ষালাভে আছে অধিকার॥
সেই ভাগ্যবান্ উচ্চ অধিকারী বটে।
এমন গৌরব সদা কার ভাগ্যে ঘটে?

২৮। পৃথ্বীবিদ্যালয়ে মোরা এসেছি সকলে।
মনে রেখো জ্ঞান আর শিক্ষা পাব বলে॥
যাহারা এখানে বিদ্যাপ্রতিভার বলে।
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্গে যায় চলে॥
তথা গিয়া উচ্চোপাধি পুরস্কার পায়।
ধন্য হয় সেই জন ঈশ্বরকৃপায়॥

২৯। যে সকল উপন্যাস কল্পনারচিত।
তাহাতে আসক্ত হওয়া বড় অনুচিত॥
চিত্ত শুধু কল্পনাকে করে আমোদিত।
দিতে নারে মনের আহার্য্য সমুচিত॥

৩০। উপন্যাসপাঠে অতি আনন্দ যাহার।
সে করে মায়ার রাজ্যে ছায়ার আহার॥

৩১। কভু পরশিও নাক দূষিত সাহিত্য।
তাহারাও কলুষিত করে দেয় চিত্ত॥

৩২। নাস্তিকতাপূর্ণ গ্রন্থে হবে সাবধান।
ভীষণ অঘনর ইহা করে অকল্যাণ॥
৩৩। মিথ্যা ঔদার্য্যের ভাণে, হে বিশ্বাসী নর।
রাখিবে কি কভু তব টেবিল উপর॥
দেবনিন্দাপূর্ণ নিরীশ্বর গ্রন্থচয়।
যাহাতে পাঠের স্থান অপবিত্র হয়?
করুন তোমায় প্রভু সেই আশীর্ব্বাদ।
কখন না ঘটে যেন এমন প্রমাদ॥
৩৪। যদি পড় নাস্তিকতাপূর্ণ এক পাত।
তব প্রতিবেশী প্রতি ঘটিবে উৎপাত॥
সেরূপ বিংশতিখণ্ড গ্রন্থ সে পড়িবে।
কুদৃষ্টান্তে সেই বিষ ছড়িয়া পড়িবে॥
৩৫। সর্ব্ববিধ নাস্তিকতাপূর্ণ গ্রন্থচয়।
ঈশ্বর নরের চিরশত্রু সুনিশ্চয়॥
সেই চক্ষে হেরি এর ছায়ার প্রচার।
নাহি পরশিবে কভু, কর পরিহার॥
৩৬। নানা যুগে নানা দেশে ভক্ত মহাজন।
যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র করে প্রণয়ন॥
তা সবারে সর্ব্বোপরি করিবে সম্মান।
প্রত্যাদিষ্ট তত্ত্ব-জ্ঞান যাহে বিদ্যমান॥
সাম্প্রদায়িকের ভাব করিয়া বর্জ্জন।
তা সবে ভকতি নতি কর বিলক্ষণ॥

৩৪। হে পণ্ডিত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, তব অধ্যয়ন।
বিধানবিজ্ঞান-তত্ত্ব করুক বর্দ্ধন॥

দাতব্য।

১। যে গৃহেতে উপাসনা হয় নিরন্তর।
প্রার্থনার আড়ম্বরে; সঙ্গীতের মিষ্ট স্বরে,
পরিপূর্ণ বটে কিন্তু দাতব্যকাতর।
সেত নহে দয়াময় ঈশ্বরের ঘর॥

২। যে বিশ্বাসে দয়া নাই শুষ্কতা কেবল।
শূন্যগর্ভ ধর্ম্মভাণ, বিনা অন্য অভিধান
কেমনে তাহারে লোকে দিতে পারে বল?
সে অসার বৃক্ষে কভু নাহি ধরে ফল॥

৩। পিতারে বাসিগো ভাল যে বলে বচনে।
কিন্তু তার ভ্রাতা প্রতি, নাই সুগভীর প্রীতি,
কপট বঞ্চক সেই আপনার মনে।
লুকাইয়া রাখে স্বার্থ ধর্ম্মের বসনে॥

৪। যথার্থ ধার্ম্মিক যেই প্রেমিক সুজন,
তার প্রেম পূর্ণ নদী, উচ্ছ্বসিত নিরবধি,
স্ফীত হয়ে ভেঙ্গে দেয় বাধা আবরণ,
প্লাবিত করিয়া ফেলে সকল ভুবন॥

সেই উচ্ছ্বসিত প্রেমনদীর সুনীর
পড়িয়া ধরণীতলে, আপন প্রাচুর্য্য বলে,
পরিপূর্ণ করে যত স্থান সুগভীর।
জন্মায় আনন্দশস্য শুষ্ক অবনীর॥

৫। অশুভ ঘৃণিত জানি স্বার্থ পরতারে।
বিশ্বাসী গৃহস্থ জন, দিয়ে তারে বিসর্জ্জন,
সযতনে প্রেম দয়া নিজ পরিবারে।
স্থাপিবে সাজাবে সবে প্রেমমণিহারে॥

৬। অতি নীচ কৃপাপাত্র জানি দীন জনে।
অহঙ্কার সহকারে, তুচ্ছভাবে দম্ভভরে
করিবে না দান কভু অপবিত্র মনে।
দানের শুদ্ধতা রক্ষা কর সযতনে॥

৭। দীন দুঃখী মানবেরে করিবে সম্মান।
তার সেবা উপকার, করা উচ্চ অধিকার,
সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা পরম কল্যাণ।
জানিয়া পরম ধর্ম্ম কর অনুষ্ঠান॥

৮। দানে কৃতার্থতা যদি হয় গ্রহীতার।
তা হলে দাতার মনে, তার চেয়ে শত গুণে,
হবে না কি কৃতার্থতা আনন্দসঞ্চার?
রৌপ্য দিয়া স্বর্ণখণ্ড লাভ হয় তাঁর॥

৯। সত্য সত্য দরিদ্রে করিলে ধন দান।
ঈশ্বরে অর্পিত হয়, অন্য আর কিছু নয়,

দানে পরিতুষ্ট হন প্রভু ভগবান্ ।
তাই দানে চির দিন গৌরব সম্মান ॥

১০। এমন মহান্ দিব্য প্রেমের ব্যাপারে ।
অলস কি উদাসীন, শ্রান্ত কি উদ্যমহীন,
হবে না সুযোগ আর আয় অনুসারে ।
যেন উচ্চ অভিলাষ তোমাতে সঞ্চারে ॥

১১। ১২ ক্ষণিক উৎসাহে পড়ে না করিবে দান ।
কিন্তু বিধি সুবিহিত, রাখ চিরপ্রতিষ্ঠিত,
নিজ পরিবারে স্থায়ী দাতব্যানুষ্ঠান ।
যেন দয়াদেবী গৃহে নিদ্রা নাহি যান ॥

১৩। তোমার নিকটে যবে আসি দুঃখিজন,
খাদ্য কি আশ্রয় চায়, কিংবা অর্থ প্রার্থনায়,
করে স্তুতি নতি বলে বিনয় বচন ।
তখনি করিবে তার দুঃখ বিমোচন ॥
প্রার্থী যেন তোমাকে প্রস্তুত পায় এসে,
সঙ্কুচিত হস্ত আর, দেখি অবরুদ্ধ দ্বার,
ফিরে যেন যায় নাক মানসিক ক্লেশে ।
মিষ্টবাক্যে তুষিবে তাহারে প্রেমাবেশে ।

১৪। প্রত্যেক প্রার্থীর কথা শোনা সমুচিত ।
যদি সে সামান্য হয়, দীনহীন অতিশয়,
তার কথা ইচ্ছা সহ শুনিয়া নিশ্চিত ।
উদার প্রশান্ত মনে বিচার বিহিত ॥

১৫। দানযোগ্য হয় যদি সেই দীন জন।
তুষ্ট চিত্তে শ্রদ্ধা সহ, মিষ্ট কথা তারে কহ,
অন্ন বস্ত্র দেও আর যাহা প্রয়োজন।
তৃপ্ত কর তার সেই তাপিত জীবন॥

১৬। পরিবারবর্গের মাসিক খাদ্যচয়।
যখন করিবে ক্রয়, আর কিছু সে সময়,
অতিরিক্ত তণ্ডুলাদি খাদ্য সমুচিত।
রাখিবে দুঃখীর জন্য স্বতন্ত্র সঞ্চিত॥

১৭। পুরাতন দ্রব্য আর জীর্ণ বস্ত্র যত।
প্রতিমাসে সযতনে, রাখ নিজ নিকেতনে,
কর দান দীন জনে অভাবসঙ্গত।
এতে হবে ত্যজ্য বস্তু কার্য্যে পরিণত॥

১৮। আয় বুঝি মাসে মাসে দাতব্যসভায়।
যথাসাধ্য কর দান, করি দীনতার ভাণ,
পবিত্র দানের কার্য্য ত্যজ না হেলায়।
ভক্তগৃহে দীন জন ভিক্ষা যেন পায়॥

১৯। যদ্যপি অধিক আয় না থাকে তোমার।
তবে সেই পরিমাণ, কমাইতে পার দান,
তবু অল্প কিছু দিবে সেবা উপচার।
দরিদ্রে বঞ্চিতে নাহি তব অধিকার॥

২০। স্মরণে রাখিও তব হস্তস্থিত ধনে।
করিতে যথেচ্ছাচার, নাহি তব অধিকার,

ঈশ্বরের ধন তাঁর নিজ প্রয়োজনে।
গচ্ছিত রয়েছে মাত্র তোমার সদনে॥

২১। সুখী দুঃখী সমুদয় বিশ্বাসীর প্রতি।
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, দিবে পরের সেবায়,
নিজ বিষয়ের অংশ বুঝিয়া সঙ্গতি।
কভু তাহা আত্মসাতে না করিবে মতি॥

২২। ঈশ্বরের দাতব্যের কার্য্যাধ্যক্ষগণ,
প্রভুর সেবার কার্য্য, আপনার প্রতি ধার্য্য,
ছিল যাহা কিরূপে করিলে সম্পাদন।
দেখাও বিশ্বাসযোগ্য তার নিদর্শন॥
প্রতিমাসে আয়ের যে ছিল নিরূপণ,
তার কত পরিমাণ, দরিদ্রে করিলে দান,
হিসাব করিয়া তার যথাপ্রয়োজন।
ঈশ্বরচরণতলে করহ অর্পণ॥

২৩। যাতে হয় সমাজের পরম মঙ্গল,
আছে কত শত শত, জগতের হিত ব্রত
দাতব্যের মধ্যে স্থিতি করে সে সকল।
বহুবিধ দয়া প্রকাশের বহু স্থল।

২৪। ক্ষুধার্ত্তে ভোজন দেও, তৃষাতুরে নীর।
যাহার বসন নাই, তারে বস্ত্র দেওয়া চাই
তাহারে সান্ত্বনা দেও শোকে যে অধীর॥
রোগীর সেবাতে দেও আপন শরীর॥

গৃহহীন মানবেরে করে দাও ঘর।
অনাথ বিধবাচয়, নিত্য যারা দুঃখ সয়
তাদের নয়নজল, করহ অন্তর।
দরিদ্র ছাত্রেরে পাঠ্য পুস্তক বিতর॥
বিদ্যালয় দেবালয় চিকিৎসিতালয়,
এ সকল সাধারণ, দাতব্যের আয়োজন,
যখন যেখানে যাহা অনুষ্ঠিত হয়।
সাধ্যমতে দাও অর্থ, উদ্যম, হৃদয়॥

২৫। বিশেষ সময়ে প্রভু করেন আদেশ,
সাধ কার্য্য অসামান্য, আমার আদেশ মান্য,
করিয়া ঘুচাও দুঃখী জগতের ক্লেশ।
স্বদেশ বিদেশ সব জানি অবিশেষ॥

২৬। দুর্ভিক্ষ কি মহামারি সংক্রামক রোগ,
অগ্নিদাহ কিংবা অন্য, দুর্ব্বিপাক দৈবজন্য,
উপস্থিত হয়ে কত ঘটায় দুর্যোগ।
অনাহারে ক্লেশ কিংবা অন্য দুঃখভোগ॥
তখন যেরূপে তুমি পার যথাসাধ্য।
করহ সাহায্য দান, বাঁচাও দুঃখীর প্রাণ,
যতনে সাধিলে সিদ্ধ হইবে অসাধ্য।
সুপ্রসন্ন হইবেন প্রভু দেবারাধ্য॥

২৭। নিদাঘে প্রস্তুত রাখ পানীয় শীতল
বরফ চিনির পানা, আদি মিষ্ট বস্তু নানা,

দেও শ্রান্ত পিপাসু পথিকে মিষ্ট ফল।
মানবজীবন ধন্য করহ সফল।
অতিরিক্ত শ্রমে ক্লিষ্ট শ্রমজীবী নর।
আসিয়া তোমার দ্বারে, বিশ্রাম করিতে পারে,
সে সময়ে যেন তব করুণানির্ঝর।
পরিশ্রান্ত মানবের হয় তৃপ্তিকর॥

২৮। দারুণ শীতের কালে গরম বসন।
দাও অতি সযতনে, চীরধারী দীন জনে,
শীতের পীড়নে যার মলিন বদন।
প্রেমভরে কর তার দুঃখবিমোচন॥

২৯। দয়ার উচিত পাত্র বটে যে সকল।
কর দান সেই সবে, কিন্তু সাবধান হবে,
অপাত্রে করিলে দান, ঘটে অমঙ্গল।
ভিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি হয় আলস্য প্রবল॥

৩০। সুখ্যাতি প্রশংসা লোভে গৃহস্থ কখন,
তুরী ভেরী বাজাইয়া, জয়ডঙ্কা নিনাদিয়া,
না করিবে নিজ দান জগতে কীর্ত্তন।
সলজ্জ যতনে দান রাখিবে গোপন॥

৩১। হৃদয়ে দানের কার্য্য কিন্তু নহে করে।
কার্য্যেও নহে ইচ্ছায়, দান বড় শোভা পায়,
হৃদয়বিহীন যাহা পূর্ণ আড়ম্বরে।
সে দান গৃহীত নহে কখন ঈশ্বরে॥

কিন্তু দীনা বিধবার শ্রদ্ধায় যে দান,
সে যদি সামান্য হয়, তার মান্য অতিশয়,
করেন আদর তার স্বয়ং ভগবান্।
হৃদয়ের কাছে নহে ধনের সম্মান॥

৩২। যে করে অন্যের জন্য জীবন ধারণ।
ধন জন দেহ মন, করিয়াছে সমর্পণ,
মানব সেবার তরে ধন্য সেই জন।
ইহ পরলোকে সেই কল্যাণভাজন॥

স্বজনবর্গ।

পারিবারিক সম্বন্ধ, গার্হস্থ কর্ত্তব্য।
অত্যন্ত পবিত্র বলে সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য॥
যে করে পার্থিব জনে অপব্যবহার।
ঘৃণিত সংসারী তারে ধীক্ শত বার॥

২। কত লোক যোগ ভক্তি হিতৈষণা আর।
এই সব বড় কার্য্যে করে অহঙ্কার।
দিবসের ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্য সকল।
ভুলে যায় অহঙ্কারে গৃহের কুশল॥
পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি স্বজনের প্রতি।
বৈরাগ্যের ভাণ করে সেই অল্পমতি॥

৩। ভাবে তারা উড়িতেছে স্বর্গের বিমানে।
পার্থিব কর্ত্তব্য নীচ কার্য্য বলি মানে॥
পরশিতে চাহে না সে ভূমি অভিমানে।
রবে না আপত্তি কিন্তু স্বর্গীয় বিধানে॥
৪। স্বজন সম্বন্ধ যত আছে পরাপর,
প্রতিষ্ঠাতা বটে তার আপনি ঈশ্বর॥
গার্হস্থ কর্ত্তব্য তাঁর আদেশ অখণ্ড।
লঙ্ঘিলে এ সব তিনি দেন যোগ্য দণ্ড॥
৫। তব বাসগৃহ একি, হে দাম্ভিক নর।
অপবিত্র বাসাবাটী বলি মনে কর?
পিতা মাতা দারা পুত্র আদি এ সবার,
সঙ্গে যে সম্বন্ধ সে কি পশুত্ব তোমার?
প্রেমের শৃঙ্খলে আর নীতির বন্ধনে॥
গ্রথিত কি নহে তারা, নিত্য তব সনে?
৬। তা নয় আবাস তব ঈশ্বরের গেহ।
ইহাতে বিশ্বাস কর হয়ে নিঃসন্দেহ॥
পবিত্র সম্বন্ধে বদ্ধ আত্মীয় স্বজন।
তাদের সেবার জন্য তব আগমন॥
৭। ঈশ্বরের পরিবারে ক্ষুদ্রতম জনে।
ঘৃণা কি উপেক্ষা কভু না করিবে মনে।
৮। ছোট বড় কর্ত্তব্যের হিসাব সকল।
দিতে হবে ইহ পরলোকে অবিকল॥

দিতে হবে সদা প্রভু ব্রহ্মের সদনে।
ভৃত্যের উচিত কার্য্য কর কায়মনে ॥
৯। জনক জননী'কে কি জান নাহে নর ?
স্বর্গের স্বর্গীয় বস্তু তাঁহারা সুন্দর ॥
১০। তাঁহাদের প্রতি সদা করিবে ভকতি।
নত শিবে তাঁহাদের করিবে প্রণতি ॥
জানিয়া পবিত্র জন তাঁহাদের প্রতি।
শ্রদ্ধা সহ আনুগত্য কবিবে বিনতি ॥
১১। ধরায় জনকতুল্য, শ্রেষ্ঠ কে বা আর ?
স্বর্গসম গরীয়সী জননী তোমার ॥
১২। আপন সন্তান প্রতিপালনের জন্য।
শিক্ষা দিতে ইচ্ছামত সুনীতি সৌজন্য ॥
জনক জননী দুই নিজ প্রতিনিধি।
নিয়োজিলা পরিবারে স্বয়ং বিশ্ববিধি ॥
১৩। স্বর্গস্থ পিতাকে কর পিতাতে দর্শন।
মাতাতে পরম মাতাব স্নেহাবতরণ ॥
১৪। সত্য সত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে এই কথা।
পিতা মাতা দুই বটে প্রত্যক্ষ দেবতা ॥
অতএব ভক্তি কর সেই অনুসারে।
অন্যথা করিলে এর ঠেকিবে বিচারে ॥
"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষদেবতাম।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥*

* মহা নির্ব্বাণতন্ত্র। ৮। ২৫।

১৫। মান্য কর জনক জননী দুই জনে।
যথাসাধ্য সেবা কর নিত্য কায়মনে।
যাহা প্রয়োজন দাও দুঃখ কর দূর।
সুমিষ্ট বচনে প্রীতি বাড়াও প্রচুর॥

১৬। যত দিন বেঁচে থাক, প্রাণ মন দিয়া।
পিতৃ মাতৃ ঋণ শোধে, ঢেলে দাও হিয়া॥
অকূলজলধিপ্রায় সে ঋণ অপার।
কেমনে জীবনে তাহে হবে বল পার॥

১৭। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁরা হবেন যথন।
মন দিয়া তাঁহাদের করিবে যতন॥
তাঁদের ঐহিক সুখ করিতে বর্দ্ধন।
যথাসাধ্য সেবা কর মনের মতন॥
বিনাশিতে তাঁহাদের আত্মার জঞ্জাল।
শুনাবে সদ্‌গ্রন্থ শুদ্ধ সঙ্গীত রসাল॥

১৮। ভৃতিভোগী ভৃত্যতুল্য তোমার সেবন।
শূন্যগর্ভ শ্রম যেন না হয় কথন॥
গাঢ়তর প্রেমোচ্ছ্বাস ভক্তি কৃতজ্ঞতা।
একান্তানুগত্য থাকা চাই যে সর্ব্বথা॥

১৯। হে ঈশ্বরাশ্রিত গৃহাশ্রমী কন্যা পুত্র।
করহ আশ্রয় পিতৃমাতৃশিক্ষাসূত্র॥
তাঁহাদের উপদেশ শিক্ষার অধীনে।
প্রেম পুণ্যে প্রবর্দ্ধিত হও দিনে দিনে॥

২০। ওগো জনক জননী, আপন সন্তানে।
সুশিক্ষিত করহ বিশুদ্ধ শিক্ষাদানে॥
শারীরিক আধ্যাত্মিক নৈতিক বিষয়।
ঈশ্বরের জন্য শিক্ষা দেও সমুদয়॥
২১। অধিক প্রশ্রয় যদি দেও শিশুগণে।
অথবা রাখহ যদি কঠোর শাসনে॥
উভয়েই তুল্য ফল করিবে প্রসব।
দুর্ব্বিনীত মন্দ হবে পুত্র কন্যা সব॥
২২। অতএব সুকোমল প্রেম স্নেহ ঢালি।
কোমল করিয়া লও শিক্ষার প্রণালী॥
পিতৃমাতৃপ্রভুত্ব তাহাতে মিশাইয়া।
শিক্ষা দাও পুত্র কন্যা যতনে রাখিয়া॥
২৩। ভারবহ শিক্ষারীতি করো না গ্রহণ।
স্বাভাবিক শিক্ষা দেও ধারণা যেমন॥
২৪। উচিত প্রভাবে স্বাস্থ্যকর সমুন্নতি।
লভে যেন হস্তক্ষেপ না করিবে অতি॥
২৫। স্বভাববিরোধী যেই অকালপক্কতা।
সাবধান যেন তারা না পায় সর্ব্বথা॥
২৬। ব্যায়াম বিশ্রাম আর সুখাদ্য সুবায়ু।
যাতে বাড়ে মানবের স্বাস্থ্য পরমায়ু॥
সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থা কর সন্তানের জন্য
তার পরে দেও তারে যাহা কিছু অন্য॥

২৭। বাল্যে নীতি শিক্ষা দেও পুত্র কন্যাগণে।
শিখাও ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রারম্ভযৌবনে ॥
২৮। যৌবন প্রারম্ভে থাকে মস্তিষ্ক কোমল।
সুকঠিন ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাতে বিফল ॥
অথচ শুকের ন্যায় শাস্ত্রপদাবলী।
যদ্যপি কণ্ঠস্থ করে শিশু কুতূহলী ॥
তাহা দেখে আনন্দিত হইবে না মনে,
শিখাও সরল ভাষা ভাব আচরণে ॥
২৯। শিক্ষা দিয়া সন্তানে মানুষ করিবার।
পিতা মাতা উভয়ে লইবে যোগ্য ভার ॥
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আছে বিহিত দোহার।
উভয়ের যত্ন মিশে হবে একাকার ॥
তা না হলে কভু কি বা সন্তানরতন।
সুশিক্ষায় সমুন্নত হয় কদাচন ?
৩০। জনকের সুচরিত্র সদ্‌গুণ সকল।
মাতার প্রকৃতি সুমধুর অবিকল ॥
সন্তানচরিত্রে দুই মিলিবে যখন।
সন্তানের শিক্ষা পূর্ণ হইবে তখন ॥
৩১। কুসঙ্গ দুর্নীতি আর পাপ প্রলোভনে ;
রক্ষা কর সযতনে পুত্র কন্যাগণে ॥
৩২। সুপাঠ্য পুস্তক আর শিষ্ট সহচর।
বেছে দিবে শিশুগণে, হইয়া সত্বর ॥

ভাল ছবি সচিত্র নৈতিক উপাখ্যান।
উপহার দেও সদা হয়ে সাবধান ॥
কোমল সহজগ্রাহী চিত্ত তা সবার।
প্রথম বয়সে পাবে ভাল সংস্কার ॥

৩৩। প্রাকৃতিক শোভা আর কুসুমের প্রতি।
যাহাতে কবিত্বে হয় সমাকৃষ্ট মতি ॥
সন্তানের সেইরূপ উৎকৃষ্ট সাধনে।
নিরন্তর যত্ন তুমি কর কায়মনে ॥

৩৪। গৃহের সংলগ্ন স্থানে থাকিলে উদ্যান।
বিহার করুক তথা সকল সন্তান ॥
চিরহরিদ্বর্ণমাখা তরু কুঞ্জরাজি।
বিবিধ ফুলের গুচ্ছ, সুষমার সাজি ॥
দেখুক সন্তানগণ সহাস্য বদনে।
উদ্যানের কার্য্য কিছু করুক যতনে ॥

৩৫। পশু পক্ষী আদি যদি গৃহে পোষা থাকে।
সন্তানেরা যত্ন যেন করে সে সবাকে ॥
যাহাতে আহার দেয় হয়ে দয়াবান্।
এমন শিক্ষিত হোক তোমার সন্তান ॥

৩৬। ঈশ্বর আশ্রিত বটে যেই পরিবার।
তাহার সন্তান হবে সদয় উদার ॥
পিপীলিকা আদি ক্ষুদ্র কীটেরও প্রতি।
থাকিবে সতত তারা দয়াযুক্তমতি ॥

৩৭। সরল নির্দ্দোষ যারা শিশুর সমান।
তাদিগকে লয়ে হয় স্বর্গের নির্ম্মাণ॥
অতএব কর ক্ষুদ্র শিশুগণে মান্য।
আকৃতিতে ক্ষুদ্র কিন্তু তারা অসামান্য॥
বাল্যনির্দ্দোষিতা পুণ্যে পরিণত হয়।
যাতে লোকান্তর মোক্ষে জনমে প্রত্যয়॥
সেইরূপ শিক্ষা দিতে পুত্র কন্যাগণে।
আকাঙ্ক্ষা প্রযত্ন যেন থাকে তব মনে॥

৩৮। পৃথিবীর পিতা মাতা সন্তানশিক্ষায়।
আদর্শ ও নেতা করি পরম পিতায়॥
তাঁহার অধীন থাকি, চেয়ে তাঁর পানে।
শিক্ষা দিবে নিরন্তর কায়মনঃপ্রাণে॥

ভ্রাতা এবং ভগ্নী।

১। ওহে ভ্রাতৃগণ, প্রেমের নয়ন
ফিরাও ভগিনী পানে।
ভগিনী সকলে, প্রিয় ভাই বলে,
ভাল বাস মনঃপ্রাণে॥

২। যেহেতু সকলে, বিধির কৌশলে
পেলে এক পিতা মাতা।
কহেন গোঁসাই, অন্য হেতু নাই,
এই হেতু ভগ্নী ভ্রাতা॥

প্রেমের বন্ধনে মিলে এক মনে
গাইবে প্রেমের গাথা ॥

৩। এক অন্য'জনে, ত্রুটির কারণে,
ভর্ৎসনা করিতে পার।
কিংবা মতভেদ, প্রকৃতিবিচ্ছেদ,
থাকে যদি কিছু আর ॥
তথাপি সকলে, সহোদর বলে,
ভাল বাস পরস্পরে।
সহোদরা সবে, সেইরূপ হবে,
বিগলিত প্রীতিভরে ॥

৪। নিঃস্বার্থ পবিত্র, প্রেমে হয়ে মিত্র,
হিতাকাঙ্ক্ষী পরস্পর।
সেবা করি সবে, পিতৃগৃহে রবে,
কেহ না ভাবিও পর ॥
ভ্রাতা ভগ্নী সহ, অভদ্র কলহ
কখন করো না কেহ।
অশান্তি বিবাদে, মাৎসর্য্য প্রমাদে,
দূষিত করো না গেহ

৫। করো না বিবাদ, ঈর্ষা অপবাদ,
নিষ্ঠুরতা পরিহর।
জ্যেষ্ঠের অমান্য, করো না সামান্য,
কনিষ্ঠের অনাদর ॥

৬। যৌবন সময়, হলে পরিণয়,
পতি পত্নী এক সনে।
স্বতন্ত্র আবাসে, কিংবা পরবাসে (১)
থাকিতে পার দুজনে॥
তাহাতে বাহিরে, যদিও অচিরে,
বিচ্ছেদ ঘটিল বটে।
কিন্তু সেই জন্য, মনে অসৌজন্য,
পার্থক্য যেন না ঘটে॥

৭। যেখানে থাকিবে, হৃদয়ে রাখিবে,
শান্তি প্রেম সম্মিলন।
বিধাতার বাঁধ, শুদ্ধ প্রেম ফাঁদ,
করো না কভু ছেদন॥
আত্মীয়তাসুখে, প্রেমফুল্ল মুখে,
চির দিন কাল হর।
হৃদয়ে হৃদয়ে, মিলি সমুদয়ে,
জীবন সফল কর॥

৮। পরিণয় হয়, অনেক সময়,
ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূল।
কলহকারিণী, অপ্রিয়বাদিনী,
বনিতা ঘটায় শূল॥

১ পরবাসে—প্রবাসে।

বনিতার জন্য, ত্যজিয়া সৌজন্য,
ভাল ভাল কত ভাই।
বিসংবাদ করি, শেষে চির অরি,
হয়ে গেল ঠাঁই ঠাঁই॥

৯। তাই শুন বলি, হয়ে কুতূহলী,
তোষিতে আপন জায়া।
প্রাণ সম ভাই, ভগ্নী সম নাই
ত্যজো না তাদের মায়া॥

১০। কোন বা সরলা, প্রেমিকা অবলা,
স্বামিসন্তোষের তরে।
ভাই ভগ্নীগণে, যেন নাহি মনে,
শত্রু বলি দ্বেষ করে॥

১১। ভ্রাতৃপ্রেম আর, ভ্রাতৃভাব সার,
শব্দের বিশুদ্ধ মর্ম্ম।
কর অনুভব, তাহার গৌরব,
সে বটে তোমার ধর্ম্ম॥
হেন ব্যবহার, কর অনিবার,
প্রেমসুখ আত্মীয়তা।
ফুটি নিরন্তর, করে পরস্পর,
আদর্শ ঘুচায় ব্যথা॥

১২। ভাই ভাই সহ, ভগিনীনিবহ
মিলিয়া ভগিনী সনে।

যা ছিল অনেক, এইরূপে এক,
হইবে প্রেমবন্ধনে,॥
এ মহামণ্ডলী, ব্যাপি বিশ্বস্থলী
হবে সুখী পরিবার।
মিলি পরস্পরে, সেবিবে ঈশ্বরে,
মণ্ডলী প্রেমিকাত্মার॥

স্বামী ও স্ত্রী।

১৩। শুভ পরিণয় স্বর্গীয় ব্যাপার।
সেই ভাবে শ্রদ্ধা কর অনিবার॥
১৪। যারা বৈষয়িক চুক্তির সমান।
বিবাহ বিধিকে করে অনুমান॥
মানবীয় পার্থিবানুষ্ঠান সম।
নীচ করে তারা বিবাহানুক্রম॥
১৫। পতিপত্নী কিহে ক্রেয় বস্তু হয়,
পণ্যবলে হয় বাজারে বিক্রয়?
১৬। রেজিষ্টার কিহে বিবাহদেবতা।
সীল মোহরের আছে কি ক্ষমতা॥
বিবাহবন্ধনে আনিতে দৃঢ়তা।
দৃঢ়তার মূল কেবল একতা॥

১৭। আত্মা করে অন্য আত্মাকে বিবাহ।
পরমাত্মা তাহা করেন নির্ব্বাহ॥
দুই অমরাত্মা করে এক ঠাঁই।
বিবাহের গ্রন্থি বাঁধেন গোসাঁই॥

১৮। যে বিবাহে নহে হরি পুরোহিত।
সে নহে বিবাহ, জানিও নিশ্চিত॥

১৯। অতএব দৈববিবাহসময়।
কর পরস্পরে আত্মবিনিময়॥
তুচ্ছ বাণিজ্যের চুক্তির নিয়মে।
মানবীয় কিংবা রাজাবিধিক্রমে॥
পণ্যবস্তুসম করিবে না ক্রয়।
বিবাহের এই বিধান নিশ্চয়॥
আজ্ঞা লয়ে প্রজাপতির সদনে।
বদ্ধ হও পরে বিবাহবন্ধনে॥

২০। অতি গুরুতর দায়িত্বে পূরিত।
দাম্পত্যজীবন বিপদে বেষ্টিত॥
হরিকৃপা বিনা করিবে গ্রহণ।
তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন॥

২১। বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঈশ্বর।
তাঁহার চরণে প্রণিপাত কর॥
তাঁহার আলোক শকতি প্রসাদ।
মস্তকে লইয়া তাঁর আশীর্ব্বাদ॥

প্রলোভনপূর্ণ সংসারভবনে।
করহ প্রবেশ নিষ্ঠাযুক্ত মনে॥
২২। আত্মার উদ্বাহযোগ বর্ষে বর্ষে।
অনন্তকালের মিলনের হর্ষে॥
স্থায়ী যোগে যাতে হয় পরিণত।
তাদৃশ প্রার্থনা প্রযত্ন নিয়ত॥
করিয়া করিবে বিবাহসাধন।
যত দিন বেঁচে থাকিবে দুজন॥
২৩। যেহেতু কেবল করি অনুষ্ঠান।
পূর্ণ নাহি হয় বিবাহবিধান॥
এ কেবল এক বর্দ্ধনস্বভাব।
সুপবিত্রতা অনুরাগের ভাব॥
দিন দিন হবে উন্নতি সমান।
বিবাহ সিদ্ধির তাহাই প্রমাণ॥
২৪। কোন পতি পত্নী পূর্ণ সমুচিত।
যথার্থ বিবাহে নহে বিবাহিত॥
ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার।
অংশগ্রহণার্থ চরণসঞ্চার॥
পরে যাহা আর হইবে উন্নত।
তারি নিদর্শন পরিণয়ব্রত॥
২৫। অতএব পতি পত্নী ক্রমে ক্রমে।
হও বিবাহিত সম্পূর্ণ নিয়মে॥

আত্মায় আত্মায় সম্মিলিত হও!
স্খলন পতনে সাবধান রও॥
২৬। যেহেতু এখন দুই অৰ্দ্ধ ভাগ।
ভিন্ন ভিন্ন আছে মধ্যে অনুরাগ॥
পরে পরেশ্বরে এক অবিভক্ত!
হইবেন মিশে ঈশ্বরানুরক্ত॥
২৭। এইত উদ্দেশ্য বিবাহের ফল।
সাধিয়া জীবন করিবে সফল॥
অতএব ওহে দম্পতী সকল।
কর পরস্পরে বিশ্বাস পুষ্কল॥
উভয় উভয়ে প্রেম সুসম্মান।
করহ যাহাতে হবে এক প্রাণ॥
পার্থিব স্বর্গীয় সকল বিষয়ে।
এক সঙ্গে কার্য্য কর এক হয়ে॥
২৮। পতি পত্নী কেহ করি অহঙ্কার।
করো না স্বজাতিশ্রেষ্টতা প্রচার॥
তোমরা দম্পতী, ঈশ্বরের ঘরে।
সেবক সেবিকা, জেন পরস্পরে;
দুই সহকর্ম্মা তুল্য পদস্থিত।
জানিয়া সম্মান কর সমুচিত॥
২৯। ভৃতিভুক্তা দাসীতুল্য অনুক্ষণ।
নিজস্ত্রীকে যেই করে নিরীক্ষণ॥

অবরোধে বদ্ধ না থাকিলে তার।
সতীত্বে বিশ্বাস করে নাক আর॥
ক্রীত দাসী করে চায় রাখিবারে।
মস্তক তুলিতে দেয় না তাহারে॥
হায়! হায়! হায়! সেই অভাজন।
স্বামিপদযোগ্য, নহে কদাচন॥
৩০। সেইরূপ যেই নারী দাসপ্রায়।
আপন স্বামীকে রাখিবার চায়॥
আধিপত্য করে তাহার উপর।
বিলাসের সুখ চায় নিরন্তর॥
সাংসারিকতার নিগড়ে তাহায়।
বেঁধে রেখে সদা ভুলাইতে চায়॥
সে নারী কখন নহে পতিযোগ্য।
নহে তার প্রাপ্য দাম্পত্যসুভোগ্য॥
৩১। কেহ কারো প্রতি কোন অবিচার।
করো না কখন কোন অত্যাচার॥
ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে দুই জন।
এক সঙ্গে কার্য্য কর অনুক্ষণ॥
৩২। যদিও উভয়ে বটেন সমান।
তথাপি অন্যায়ে হবে সাবধান॥
একজন অন্য জনের প্রকৃতি।
অন্যায়ে কভু না করো অনুকৃতি॥

কিংবা এক জন অপরের পদ।
অধিকার করে এনো না বিপদ॥
৩৩। পরিবার মাঝে আপনি ঈশ্বর।
দিয়াছেন নিজ নিজ যোগ্যতর॥
স্বতন্ত্র প্রকৃতি, ভিন্ন কার্য্য ভার।
অন্যথা কখন করো না তাহার॥
৩৪। নারীর প্রকৃতি লইয়া পুরুষ।
কখন যেন না বাড়ায় কলুষ॥
নারী হয়ে যেন কেহ সেইরূপ।
নাহি করে কার্য্য পুরুষানুরূপ॥
৩৫। ব্রহ্ম নিয়োজিত নিজ নিজ কাজ।
করুক উভয়ে হইয়া অব্যাজ॥
প্রতিযোগী সম না করি বিবাদ।
সমাংশী সমান ভুঞ্জুক প্রসাদ॥
পরস্পর প্রতি বন্ধুতার ভাবে।
স্বকার্য্য করুক থাকিয়া স্বভাবে॥
৩৬। যে নারী আপন কর্ত্তব্যবিমুখ।
কিন্তু চাহে সদা পৌরুষ কৌতুক॥
আপনার বৈধ কর্ত্তব্য ছাড়িয়া।
মত্ত হয় পরব্যাপার লইয়া॥
পুরুষের ক্রীড়া আমোদ বিলাসে।
রত হয় সদা, পৌরুষ অভ্যাসে॥

স্বভাব বিরুদ্ধে ঈশ্বরে অগ্রাহ্য।
যে করে তারে ধিক্ দেওয়া ন্যায্য॥
প্রতীক্ষা করিছে বিনাশ তাহার।
ধ্রুব পাবে লজ্জা অধঃপাত আর॥

৩৭। অহঙ্কারে যদি নষ্ট হয় ঘর।
ঈর্ষ্যা অশান্তির কারণ অপর॥
ঈর্ষ্যাকে জানিয়া মিথ্যা আর পাপ।
পরিত্যাগ করি ঘুচাও সন্তাপ॥

৩৮। অবিশ্বাস অতিভয়ানক পাপ।
ইহাতে বড়ই ঘটায় সন্তাপ॥
পতি আর পত্নী মিলে দুইজনা।
এই পাপ হতে বাঁচাবে আপনা॥
ব্যভিচারচিন্তা ক্ষুদ্র যদি হয়।
ঘৃণার্হ জানিয়া ত্যজিবে নিশ্চয়॥

৩৯। যে সতীত্ব আর সদ্ভাব কেবল।
নিরাপদকালে থাকে অবিকল॥
প্রলোভন এলে মানে পরাজয়।
যথার্থ সতীত্ব স্বভাব সে নয়॥
দাম্পত্যপ্রেমের বিশ্বাস সকল।
পরীক্ষা প্রলোভে থাকিবে অটল॥
পতি পত্নী এতদূর পরস্পর।
হও অনুগত রও তৎপর॥

যেন ব্যভিচার-চিন্তা এক বারে।
কোন অবস্থাতে আসিতে নাপারে॥
৪০। সতীত্ব সদ্ভাবে যোগ কর প্রেম।
যেন মণিসহ মিলিবেক হেম॥
অভাবাত্মক ঐ প্রথম বিষয়।
শেষোক্তটি ভাবাত্মক বস্তু হয়॥
প্রথমোক্ত বটে কলিকা সমান।
দ্বিতীয় প্রফুল্ল কুসুম প্রমাণ॥
৪১। মত্ততা প্রোৎসাহ আনুগত্য সহ।
পরস্পরে প্রেম কর অহরহ॥
পতী আর পত্নী আপন প্রণয়ে।
উভয়েতে বাস করিবে উভয়ে॥
৪২। এক সঙ্গে তারা মিলিয়া যেমন।
সাংসারিক কার্য্য করিবে সাধন॥
তেমনি প্রার্থনা উপাসনা আদি।
করিবে একত্র হয়ে অপ্রমাদী॥
সময়ে সময়ে করিবে প্রসঙ্গ।
আত্মার নিত্যতা আশ্রয়াভিষঙ্গ॥
৪৩। পতি পত্নী যবে একত্র নির্জ্জনে।
সঙ্গীত প্রার্থনা করে প্রীতমনে॥
কিংবা দুই জনে থাকেন যখন।
পরমাত্মা সহ যোগে নিমগন॥

সে পবিত্র দৃশ্য আহা কি সুন্দর।
মর্ত্ত্যলোকে যেন স্বর্গের অমর॥
৪৪। পার্থিব জীবন হলে অবসান।
এইরূপে স্বর্গে করুন উত্থান॥
অনন্ত পুণ্যের সুখময় ধামে।
একত্র দুজন থাকুন আরামে॥

দাসদাসী।

১। ধন্য সেই পরিবার, দয়াপূর্ণ ব্যবহার
দাস দাসী পায় যেই খানে।
তাদের অভাবচয়, সাদরে মোচিত হয়,
তাহারা আনন্দ লভে প্রাণে॥
২। যার চিত্ত অহঙ্কার, করিয়াছে অধিকার,
স্ফীত হয় এমনি সে জন।
ভৃত্য বলে অনাদরে, ঘৃণাসহ মনে করে,
হিতচিন্তা নীচতা লক্ষণ॥
৩।৪ সেবা করে ভৃত্যচয়, প্রভুত সেবক নয়,
দাম্ভিকেরা এই যুক্তি বলে।
প্রভুর সেবার কল্প, ভৃত্যাপেক্ষা নহে অল্প,
সেবা ভিন্ন প্রভুত্ব না ফলে॥
৫। স্বর্গে মর্ত্ত্যে এক জন, যিনি অধিপতি হন,
তিনি নীচ সেবকের বেশে।

প্রত্যহ ত্যজি আপন, গৌরবের সিংহাসন,
নামিয়া আসেন নিম্ন দেশে ॥
অতিশয় নীচতম, সেবক যে নরাধম,
তাহার করেন তিনি সেবা।
তাদৃশ গৌরব আর, এজগতে আছে কার,
তাঁর তুল্য মান্য আর কেবা ॥

৬। তবে হে গর্ব্বিত নর, অহঙ্কার পরিহর,
এই বাক্য মনে জেন সার।
যাহারা সেবক তব, তাদের সেবা গৌরব,
বটে এক স্বর্গীয় ব্যাপার ॥

৭। ঈশ্বরের ভাবে নীত, গৃহস্থ হইয়া প্রীত,
ভৃত্যে কর সস্নেহ দর্শন।
নিজপুত্র কন্যাগণে, পিতা স্নেহপূর্ণ মনে,
সদা দৃষ্টি করেন যেমন ॥

৮। বিশেষ বিশ্বস্ত জ্ঞানে, তোমার তত্ত্বাবধানে,
রেখেছেন প্রতিপাল্যগণে ;
প্রভু ঈশ্বরের কাছে, এজন্য দায়িত্ব আছে,
এ কথাটি রাখিবে স্মরণে ॥

৯। হয়ে পিতৃমাতৃসম, দিয়ে স্নেহ নিরুপম,
গৃহস্থ গৃহিণী যদি তোষে।
সভক্তি বিশ্বাস সহ, দাস দাসী অহরহঃ,
স্বকার্য্য সাধিবে সসন্তোষে ॥

১০। যখন নিযুক্ত হবে, ভৃত্য ভৃত্যা আদি সবে,
তখনি বুঝাও স্পষ্ট ভাবে।
কি কাজ, প্রকৃতি তার, কত পরিমাণ আর,
কত কাল বিশ্রমিতে পাবে॥
সপ্তাহ কি মাসান্তরে, কিংবা তিন মাস পরে,
বেতন পাইবে আপনার।
আগে যদি এ সকল, বুঝে লয় ফলাফল,
পরে ক্ষোভ রহিবে না আর॥

১১। ভৃত্যের বেতন যাহা, নিয়মিত রূপে তাহা,
দিবে তারে উচিত সময়ে।
ভৃত্যভৃতি (১) তব করে, অধিক জমিলে পরে,
ঋণেতে ফেলিবে অপচয়ে॥
স্বপবিত্র অঙ্গিকার, ভঙ্গ হইবে তোমার,
এক দিকে এইত কারণে।
অন্য দিকে যে সময়ে, তুমি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে,
বসে যাবে প্রচুর ভোজনে॥
সেই কালে দুঃখী দাস, করিবেক উপবাস,
ক্ষুণ্নমনে মলিনবদনে।
নিঃসম্বল অসহায়, পড়ে ঘোর যন্ত্রণায়,
কাঁদিবেক তব আচরণে॥
ঋণ উচ্ছৃঙ্খিলাচারে, ফেলিয়া তা সবাকারে,

(১) ভৃতি-বেতন।

দুঃখ যদি দেও অবিচারে।
তাহে নিজ অকল্যাণ, আনিবে হে বুদ্ধিমান,
আপনি আপন অনাচারে॥

১২। ভৃত্যের যা প্রাপ্য আছে, নিয়মিত তব কাছে,
বেতন কি জীবিকার ভাবে।
তুমি কি নিষ্ঠুর হয়ে, সেই অর্থ নিজে লয়ে,
ভৃত্যজনে ফেলিবে অভাবে॥
যার অর্থে আপনারে, সন্তানাদি পরিবারে,
হৃষ্ট পুষ্ট করিবে সুভোগে।
তব দাস হয়ে তারা, উপবাসে যাবে মারা,
পড়ো না এমন অনুযোগে॥

১৩। নিষ্ঠুরতা এ প্রকার, ভয়ানক অবিচার,
মনুষ্যত্ববিহীন আচার।
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, এই ঘোর পরমাদে,
পড়িতে না হয় যেন কার॥

১৪। পরীক্ষার প্রলোভনে ফেলিবে না দাসগণে,
তাহারা দুর্ব্বল অতিশয়।
অকারণ দুঃখী জনে, ফেলে যাই প্রলোভনে,
তার হয় পাপ উপচয়॥

১৫ যে কার্য্য করিবে তব, নির্দ্দিষ্ট করিয়া সব,
যদি না বলিয়া দাও দাসে।
অনিশ্চিত সাধারণ, কার্য্য ভার অগণন,

দিলে তারে পড়িবে সে ত্রাসে ॥
পাচক পরিচারক, দর্জ্জি কি অশ্বপালক,
যদি তুমি কর এক জনে।
সমুদায় কার্য্যভার, চাপাইলে সে কি আর,
দায়িত্ব রাখিতে পারে মনে ॥
এইরূপে ভৃত্য সবে, অলস অযোগ্য হবে,
অতিরিক্ত ভাবনার চাপে।
তব এই ব্যবহারে, নষ্ট হবে একেবারে,
পড়িবে বিষম মনস্তাপে ॥
১৬। সব কার্য্য সাধিবার, যাবে দেওয়া যায় ভার,
হয় না সে কোন কার্য্যক্ষম
প্রভুকে বিরক্ত করে, বহু কষ্ট দেয় পরে,
কার্য্যে সদা করে অনিয়ম ॥
১৭।১৮। টাকা কড়ি অলঙ্কার, কিম্বা অন্য যে প্রকার,
বহু মূল্য দ্রব্য আছে বাসে।
এ সব দ্রব্য অযথা ফেলে রেখে যথা তথা,
প্রলোভনে ফেলিবে না দাসে ॥
তালিকাদি না করিয়া, দায়িত্ব না বুঝাইয়া,
ভালরূপে করি পরিষ্কার।
যাহা আছে আপনার, রক্ষণাবেক্ষণে ভার,
ভৃত্য হস্তে দিবে নাক ভার ॥
দ্রব্যাদি আপনার হিসাব নাহিক যার,

উচ্ছৃঙ্খল অপব্যয়ী সেই।
আপনার ভৃত্যগণে, রাখিতে নারে শাসনে,
দায়িত্ব বুঝায়ে তার যেই ॥
তার দ্রব্য সমুদায় ক্রমে যদি অপচয়,
অদৃশ্য বা হয় অপহৃত।
ভৃত্যের শঠতাস্থায়, ক্রমে যদি বৃদ্ধি পায়,
সে যেন না হয় চমৎকৃত ॥

১৯। সরল দুর্ব্বল মন, ভৃত্য জনে কত জন,
চালিত করিয়া প্রলোভনে।
করিয়া তুলেছে শঠ, অবিনীত সুকপট,
পরিশেষে মজে সে আপনে ॥

২০। ঈশ্বরগৃহের দায়ী, সুরক্ষক অনপায়ী,
হয়ে এই মানব নিচয়।
অমনোযোগী হইয়া, দ্রব্যচয় হারাইয়া,
তাঁহার বিরুদ্ধে পাপী হয় ॥
নির্দ্দোষ মানবগণে, ফেলে ঘোর প্রলোভনে,
ডুবাইয়া কলঙ্ক সাগরে।
বিরুদ্ধে সে জন তাঁর, করে ঘোর পাপাচার।
মনস্তাপ পায় বহু পরে।
যে প্রভু অমনোযোগী, ভৃত্য শঠ ভৃতিভোগী,
ঈশ্বর দিবেন দণ্ড সবে ॥
বিচার করিয়া মনে, প্রভু ভৃত্য দুই জনে

এই বেলা সাবধান হবে।

২১। অতি স্বাস্থ্যকর ঘর, শয্যা খাদ্য পুষ্টিকর
শীতকালে গরম বসন।
প্রিয়ভাবে দাসগণে, দেও অতি সযতনে
মন্দ বস্তু দিও না কখন॥

২২। ভৃত্যের হইল রোগ করো না অমনোযোগ
পথ্যৌষধি দিতে বিধিমত।
সবাৎসল্য প্রীত মনে, সেবা কর ভৃত্য জনে,
প্রভু হও ভৃত্য সেবারত॥

২৩। অবাধ্য অমনোযোগী, শুদ্ধ বৃথা বৃত্তিভোগী,
ভৃত্যে কর দণ্ড তিরস্কার।
যদি তুষ্ট করে কাজে, তুষিবে তারে অব্যাজে,
দিয়া মিষ্ট বাক্য উপহার॥

২৪। পূজা কি পার্ব্বণ দান, ধর্ম্ম ক্রিয়া অনুষ্ঠান,
অথবা পারিবারিক ক্রিয়া।
তব গৃহে যদি হয়, ভৃত্যগণে সে সময়,
তোষ মিষ্ট ভোজ্য পেয় দিয়া॥

২৫। সময়ের পক্ক ফল, বরফ মিষ্টান্ন জল,
নূতন কি পুরাতন বাস।
পাদুকাদি বস্তুচয়, গ্রহণোপযোগী হয়,
এ সকলে তুষ্ট হয় দাস॥
এরূপ তব প্রসাদ, পেলে বহু আশীর্ব্বাদ,

তোমারে করিবে ভৃত্যগণ।
ভৃত্য জনে তুষ্ট করি, স্বকর্ত্তব্য অনুসরি,
আনন্দ পাইবে অতুলন॥
২৬। যে তোমার দাস দাসী, করে এক গৃহবাসী,
রাখিবে না কভু এক স্থানে।
যেন তারা পরস্পরে, অন্যায় সৌহৃদ্য করে,
প্রভুগৃহে কলঙ্ক না আনে॥
২৮। ভৃত্যগণে নিরন্তর, এমন শাসন কর,
যেন তারা প্রাণান্তে কথন।
মদ্যপান ব্যভিচারে, নীতিশূন্য ব্যবহারে,
পাপকূপে না হয় মগন॥
২৮। দুশ্চরিত্র দাসী দাস, তাহাদের সহবাস,
করিতে দিবে না স্বসন্তানে।
শিক্ষা পাবে কুঅভ্যাস, ঘটাইবে সর্ব্বনাশ,
পড়িবেক মহা অকল্যাণে।
কত শত পরিবার, এইরূপে ছারখার,
হইয়াছে বিনা অবধানে॥
২৯। যে সকল দুশ্চরিত্রা, বারনারী অপবিত্রা,
পরিবারে এসে দাসীচ্ছলে।
সদা অসতর্ক নরে, একেবারে নষ্ট করে,
মায়াজালে নিরন্তর ফেলে।
প্রলোভনে সাবধান, এ পাপে বাঁচাও প্রাণ,

রুদ্ধ কর দ্বার প্রতিকূলে ॥

৩০। নিজ শক্তি অনুসারে, দাসদাসীর মাঝারে,
নৈতিক শাসন রাখ'স্থির।
শুদ্ধমতি সদাচার, সুনীতির পথে আর,
লয়ে চল হয়ে শান্ত ধীর ॥

৩১। যদ্যপি পড়িতে পারে, দেও তবে সবাকারে,
সচিত্রপত্রিকা মনোরম।
অবসরকালে যদি, পড়ে তারা নিরবধি,
জ্ঞানগর্ভ নীতির নিয়ম ॥
সুখ শান্তি উপকার, কত তত্ত্বসমাচার,
পাবে তারা এই সদুপায়ে।
পাঠে যদি থাকে রত, আমোদ পাইবে কত,
বেঁচে যাবে ঘোর পাপদায়ে ॥

৩২। পূজা কি সাধনা আর, ধর্ম্মকর্ম্ম আপনার,
করিতে আবদ্ধ যদি থাকে।
তাহাতে না দিবে বাধা, করিতে দিবে সমাধা,
অব্যাঘাতে নিজ কার্য্য তাকে ॥

৩৩। দাস দাসী সমুদয়, তব সহ যদি হয়,
ধর্ম্ম আর বিশ্বাসেতে সম।
সঙ্গীত কি উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ আলোচনা,
হইবার আছে যে নিয়ম ॥
তাহাতে তাদের সনে, যোগ রাখ শুদ্ধ মনে,

যেন তারা এড়ায় দুর্গম ॥

৩৪। যথা প্রভু দয়াময়, নিজদাসসমুদয়,
প্রেম পুণ্যে করেন শাসন।
তেমনি স্বভৃত্যগণে, দয়া ধর্ম্ম সম্মিলনে,
শিক্ষা দান কর অনুক্ষণ ॥

নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ।

১। গার্হস্থ্যবিহিত, ক্রিয়া অনুষ্ঠিত,
হয় যাহা নিজধামে।
গৃহস্থ সে সব, আনন্দ উৎসব,
করিবে ঈশ্বর নামে ॥

২। সকল প্রকার, পৌত্তলিকাচার,
কুসংস্কারাদি আর।
ত্যজিবে এসব, দোষেরসংস্রব,
গৃহস্থ বুঝিয়া সার ॥

৩। তোষিতে স্বজনে, দেবদেবীগণে,
করিবে না স্তুতি নতি।
কিংবা স্বকল্পিত, পৌত্তালিকোচিত,
ব্রতে না হইবে ব্রতী ॥

৪। সব অনুষ্ঠানে, রাখ সাবধানে,
বিশ্বাস অকলঙ্কিত।

রাখিবে নির্ম্মল, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল,
বিবেক হৃদয়স্থিত॥

৫। সাকার অসার, নিদর্শন আর,
বাহ্য আড়ম্বর যত।
আসক্তি তাহার, কর পরিহার,
লোকানুরঞ্জনগত॥

৬। বাহ্যিক বিষয়, চাহে যে হৃদয়,
ত্যজি সে অধ্যাত্মরাজ্য।
ব্যাকুলিত হয়, করিতে সঞ্চয়,
বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য॥

৭। যাতে ভাবচয়, ভারাক্রান্ত হয়,
হেন বাহ্য নিদর্শন।
হইলে বহুল, হবে না প্রতুল,
অবসন্ন হবে মন॥
ভাবপুষ্টি জন্য, যাহা শ্রেষ্ঠ গণ্য,
সেই নিদর্শন অল্প।
করিবে গ্রহণ, যাতে হয় মন,
বর্জ্জিত ভাববিকল্প॥
এইরূপে তব, বাহ্য কার্য্য সব,
হইবে ভাবের যন্ত্র।
কিন্তু যন্ত্র সম, ভাব নিরুপম,
হইবে না পরতন্ত্র॥

৮। ব্রহ্মের তনয়, কভু সুখী নয়,
বাহ্য নিয়ম পালনে।
কিন্তু আড়ম্বর, হীনতা ভিতর,
আনন্দিত হয় মনে॥

৯। বাহ্য অনুষ্ঠানে, ক্রিয়ার বিধানে,
কিংবা বাহ্য নিদর্শনে।
হেন গুণ নাই, পবিত্রতা পাই,
নিত্য যার আচরণে॥

১০। বাহ্য অনুষ্ঠান, অত্যন্ত প্রধান,
হইলেই কি বা ফল।
যেহেতু তাহার, নাহি আপনার,
মুক্তিপ্রদ কোন বল॥
আমরা যে সব, যজ্ঞ মহোৎসব,
পবিত্র বলিয়া জানি।
স্বয়ং সে সকল, পবিত্র পুষ্কল,
নহে কিন্তু যাহা মানি॥

১১। ধূপ পুষ্প জল, পতাকা অনল,
গৈরিকাদি আয়োজন।
সাধনে সহায়, এই সমুদায়,
হতে পারে প্রয়োজন॥
কিন্তু সে সকলে, সুপবিত্র বলে,
যেঁ করে মহিমান্বিত।

ধিক সেই জনে, বাহ্য আবরণে,
আসক্ত যাহার চিত ॥

১২। উপাসনা ধ্যান, অন্য অনুষ্ঠান,
যাহা কিছু গৃহে হয়।
তাহাতে বিশেষ, সময় নির্দ্দেশ,
হতে পারে অসংশয় ॥
সে জন্য তাহার, মাস ঋতু আর,
ঘণ্টা আদি সমুদয়।
পবিত্র বিষয়, বলিয়া হৃদয়,
করিতে পারে প্রত্যয় ॥
কিন্তু সে সকলে, সুপবিত্র বলে,
হৃদয়ে করিয়া ঠিক।
অন্য কালচয়, অপবিত্র হয়,
যে বলে তাহারে ধিক্ ॥

১৩। শাস্ত্রীয় বচন, জলাবগাহন,
পৌরোহিত্য আর ব্রত।
এই সমুদয়, প্রয়োজন হয়,
সত্য সত্য অবিরত ॥
এ সব উপায়, হইয়া সহায়,
পবিত্র উদ্দেশ্য সাধে।
উপায়ে উদ্দেশ, হলে সমাবেশ,
ঘোরতর দোষ বাধে ॥

তাহাদের মুক্তি- প্রদায়িনী শক্তি,
বিনা নাহি পরিত্রাণ।
এ কথা যে ভাবে, সুদৃষ্টি অভাবে,
ধিক্ তারে, সে অজ্ঞান॥

১৪। ঈশ্বর আদিষ্ট, যত ক্রিয়া ইষ্ট,
তথাপি গাম্ভীর্য্য সহ।
ত্যজি স্বেচ্ছাচার, অশ্রদ্ধাদি আর,
নির্ব্বাহিবে অহরহঃ॥

১৫। পরিবারে যবে, অনুষ্ঠান হবে,
উৎসবাদি গুরুতর।
ধর্ম্মসমাজের, অনুশাসনের,
বিধিমতে তাহা কর॥
যেন মর্ম্মগ্রাহী, আনন্দপ্রবাহী,
গভীর সুমনোহর।
হয় অনুষ্ঠান, বিতরে কল্যাণ,
শান্তি সুখ নিরন্তর॥

১৬। আছে প্রচলিত, সমাজবিহিত,
কিংবা যাহা জাতিগত।
রুচি কিংবা রীতি, আচার কি নীতি,
ভিন্ন ভিন্ন মতামত॥
থাক এ সকল, তবু অবিকল,
মূল বিষয়ের বিধি।

হবে না লজ্জিত, প্রণালীবর্জ্জিত,
তবে হবে ইষ্টসিদ্ধি ॥

যাহারা সুভব্য, মণ্ডলীর সভ্য,
তারা হয়ে এক মত।

বিধির শাসন, করিবে পালন,
যেন নাহি ভাঙ্গে ব্রত ॥

১৭। ঈশ্বরের আর, সমাজের তাঁর,
অনুগত যারা রয়।

তাহাদের কাজে, একতা বিরাজে,
এইরূপ সমুদয় ॥

উপাসনা ব্রত, হয় বিধিমত,
অনুষ্ঠান পদ্ধতির।

না হয় অন্যথা, সর্ব্বত্র একতা,
চিরদিন রহে স্থির ॥

জাতকর্ম্ম।

১। বিশ্বাসীর গৃহে জন্মিলে সন্তান।
আনন্দপ্রবাহ হবে বহমান ॥

২। উচিত আহ্লাদ কৃতজ্ঞতা দিয়া।
মঙ্গলাচরিবে সকলে মিলিয়া ॥

৩। নহে কি একটি সন্তান জনম।
ধরাতলে অমরাত্মা সমাগম ॥

অমঙ্গল সহ করিবারে রণ।
পৃথিবীতে স্বর্গ করিতে স্থাপন ॥
ঈশ্বরের সেনাদলে এক জন।
নহে কি নূতন যোদ্ধা আগমন ॥
ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে নবতর।
কর্ম্মচারিবৃদ্ধি নহে কি অপর ॥
পিতৃমাতৃসনে আনন্দ প্রচুর।
বিতরিতে কত ভাব সুমধুর ॥
স্বজনজগতে আশার আকাশে।
নব সুখতারা সে কি না প্রকাশে ॥

৪। বিধাতার এক বহুমূল্য দান।
গৃহস্থের গৃহে নহে কি সন্তান ॥
নহে কি প্রভুর নূতন বিধান।
প্রেমামৃতরঞ্জিত দয়ার প্রমাণ ॥

৫। নিষ্পাপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অদ্ভুত।
নহে কি এ শিশু নব দেবদূত ॥
যার মুখে নিত্য নূতন প্রকৃতি।
প্রকাশিবে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ॥

৬। ওহে গৃহী হেন মহতী ঘটনা।
হেরিবে কি তুমি হইয়া বিমনা ॥

৭। ঈশ্বরগৃহের অধিবাসী সব।
মিলিয়া করিবে আনন্দ উৎসব ॥

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকল।
আনন্দে মাতিয়া কর কোলাহল॥
প্রতিবাসী আর আত্মীয় স্বজন।
তোমরাও হও উল্লসিত মন॥
এই শিশু দেবদূত দীপ্যমান।
কর অভ্যর্থনা করহ সম্মান॥
সানন্দে হৃদয়ে কোলে তুলে লও।
ঈশ্বরচরণে কৃতজ্ঞতা দাও॥
৮। ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু সুকুমার।
ভাল করি গাত্র ধো'য়াবে তাহার॥
পরিষ্কৃত করি তৈল মাখি গায়।
নব পরিচ্ছদ পরাইবে তায়॥
জননীর কোলে করিবে অর্পণ।
সানন্দে জননী করিবে গ্রহণ॥
৯। শিশুর বদন করি নিরীক্ষণ।
উচ্ছ্বসিত প্রেমে করিবে চুম্বন॥
১০। প্রার্থিনীর ভাবে মাতা তার পরে।
প্রার্থনা করিবে বিনম্র অন্তরে॥
"প্রভো! আমি আজ করিনু দর্শন।
তব দত্ত নব শিশুর বদন॥
এ দানের জন্য করি ধন্যবাদ।
পিতঃ, এ শিশুকে কর আশীর্ব্বাদ॥

চির দিন জন্য আপনার করি।
লও এ শিশুরে দয়াল শ্রীহরি ॥

১১। জনক আসিয়া পরে দেখি মুখ।
তদ্রূপ প্রার্থনা করিবে সম্মুখ ॥

১২। পরে ভাই ভগ্নী আত্মীয় স্বজন।
সকলে শিশুরে করিবে দর্শন ॥
অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরপ্রসাদ।
মাগিবেক সবে শুভ আশীর্ব্বাদ ॥

১৩। ভূমিষ্ঠ হইলে সপ্তাহ চারি।
শিশুরে যতন করিবেক ভারি ॥
লইবেক চিকিৎসক উপদেশ।
স্বাস্থ্যকর বিধি পালিবে বিশেষ ॥
এটি জেনে সুপবিত্র কার্য্যভার।
নির্ব্বাহ করিবে হয়ে শুদ্ধাচার ॥

১৪। জন্মহ'তে এক মাসের ভিতরে।
জাত কর্ম্ম তার কর প্রীতিভরে ॥

১৫। নব ফুল দলে উচিত সময়।
সুসজ্জিত কর গৃহ দেবালয় ॥

১৬। প্রাথমিক অংশে প্রাতরুপাসনা
সাঙ্গ হলে পিতা করিবে প্রার্থনা ॥
গৃহবেদিকার সম্মুখীন হয়ে।
নিম্নোক্ত প্রার্থনা করিবে বিনয়ে ॥

১৭। "শ্রীহরি, তোমাকে করি ধন্যবাদ।
এই শিশু, নাথ, তোমারি প্রসাদ॥
জরায়ুশয্যায় তুমিতো ইহারে।
রক্ষা করিয়াছ বিবিধ প্রকারে॥
অসহায় অবশ্যই এ যখন।
তুমিতো পালন করেছ তখন॥
নানাবিধ রোগবিপদনিচয়ে।
উদ্ধার করেছ দয়াযুক্ত হয়ে॥
নির্জ্জনান্ধকারে রচিলে ইহার।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিবিধ প্রকার॥
প্রকাশিলে শিল্প সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব।
প্রকাশিলে যত গঠনগৌরব॥
ইহার জীবনে যত প্রয়োজন।
সমুদয় দিলে করি আয়োজন॥
তব ভৃত্য জন সেবার কারণ।
যথা কালে মর্ত্তে আনিলে এখন॥
তোমার প্রেমের নব নিদর্শন।
আহ্লাদের বস্তু অতি প্রিয়ধন॥
এই জন্য, নাথ, সকৃতজ্ঞ মনে।
প্রণিপাত করি তোমার চরণে॥
শুভ আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়।
যেন এ দায়িত্ব বোধগম্য হয়॥

বুঝিয়া দায়িত্ব বিশ্বাস সহিত।
পারি যেন দাস্য করিতে উচিত॥
ক্রুটি দুর্ব্বলতা বুঝিয়া আপন।
তব হস্তে করি আত্মসমর্পণ॥
নম্র ভাবে করি মিনতি তোমায়।
বিশ্বাসের বল দাও হে আমায়॥
পিতৃস্নেহ মোরে দাও যথাযথ।
হতে পারি যেন তব অনুগত॥
তব ভৃত্য হয়ে এ নবকুমার।
তত্ত্বাবধানের অধীনে তোমার॥
যেন পারি রাখিবারে এ সন্তানে।
পালিবারে যেন পারি সাবধানে॥
তোমার সেবার জন্য দয়াময়।
এই শিশু যেন সুপালিত হয়॥
আশীর্ব্বাদ কর এ শিশুর প্রতি।
পিতা মাতা বন্ধু হও বিশ্বপতি॥
যেন অকল্যাণ সকল প্রকার।
হইতে এ শিশু হতে পারে পার॥
তব সুকোমল ক্রোড়ে চিরকাল।
যেন অবস্থিতি করে হে দয়াল॥
হে গৃহ দেবতা, এ নবকুমার।
হতে যেন পারে কৃপায় তোমার॥

আপনার পিতা মাতা দুজনার।
সকল বিষয়ে সুখের আধার ॥
স্বজনবর্গের সৌভাগ্যবর্দ্ধন।
হয় যেন, নাথ, এ কুলনন্দন ॥
হে মঙ্গলময় পরম ঈশ্বর।
তোমার করুণা ভুঞ্জি নিরন্তর ॥
তোমার করুণা করিয়া স্মরণ।
করি চিরন্তন মহিমা কীর্ত্তন ॥
১৮। আচার্য্য করিবে শান্তি উচ্চারণ।
যোগ দিবে সঙ্গে উপাসকগণ ॥
১৯। উৎসবের শেষে, উপযোগী গান।
গাইয়া করিবে সাঙ্গ অনুষ্ঠান ॥

নামকরণ।

১। জন্ম দিন হতে, ছয় মাস কাল,
না হতে অবাধে গত।
সন্তানের নাম, প্রদান করিবে,
গৃহস্থ স্ববিধি মত ॥
২।৩। নির্দ্দিষ্ট দিবসে, গাত্র শুদ্ধি জন্য,
স্নানাগারে লয়ে যাবে।

কুসুম বাসিত, তৈলে অভিষিক্ত,
করিবে প্রহৃষ্ট ভাবে ॥
নবজলাধার, হইতে তাহার,
মস্তকে শীতল বারি।
করিবে মার্জ্জিত, শিশুর শরীর,
অতিশয় মনোহারী ॥

৪। সময়োপযোগী, নবীন বসনে,
সুরুচির আভরণে।
সন্তান তোমার, কর সুশোভিত,
প্রেম বিগলিত মনে ॥
আয় অনুসারে, পরিমিত ভাবে,
অলঙ্কার কর দান।
কি বা প্রয়োজন, বহুল ভূষণে,
বাড়াইয়া অভিমান ?

৫। জল সহযোগে, প্রস্তরে ঘসিয়া,
সুগন্ধ চন্দন কাঠ।
দেশ প্রথামতে, করহ চর্চ্চিত,
শিশুর শুভ্র ললাট ॥

৬। উৎসবভবন, সে শুভ সময়ে,
করিতে আনন্দময়।
বাজিতে থাকিবে, দেশ সমুচিত,
বাদ্য যন্ত্র সমুদয় ॥

৭। আত্মীয় স্বজন, অভ্যাগতগণ,
সকলে মিলিত হয়ে।
উপাসনা জন্য, হইয়া প্রস্তুত,
প্রবেশিবে দেবালয়ে ॥
কিম্বা অন্য স্থান, সজ্জিত করিয়া,
পুষ্পপত্র পতাকায়।
আনন্দিত মনে, সকলে মিলিয়া,
প্রবেশ করিবে তায় ॥

৮। সেই পরিবার, যে মণ্ডলীভুক্ত,
তাহার যে উপাচার্য্য।
কিম্বা উপাধ্যায়, ধর্ম্ম প্রচারক,
কোন বা অপর আর্য্য ॥
মণ্ডলীর মাঝে, জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যিনি,
সকলের মান্য গণ্য।
পৌরোহিত্যকার্য্য, করিবেন তিনি,
সেই দিবসের জন্য ॥

৯। বিহিত বিধানে, হবে উপাসনা,
প্রথমাংশ হলে শেষ।
শিশুকে তথায়, আনিবার জন্য,
করিবেন সমাদেশ ॥

১০। শিশু কোলেলয়ে, দাঁড়াবেন পিতা,
বেদীর সম্মুখদেশে।

নিম্নোক্ত বিধানে, করিবেন তিনি,
প্রার্থনা বিনীত বেশে ॥
১১। "ওহে বিশ্বপিতা, আমরা তোমারে,
গৃহের দেবতা বলে।
ভাল বাসি প্রাণে, হৃদয়ে বিশ্বাস,
ভক্তি করি প্রেমে গলে ॥
তোমার সদনে, এ প্রিয় সন্তানে,
করিতেছি উপস্থিত।
তোমারই হস্তে, করিতেছি দান,
হইয়া পরম প্রীত ॥
দয়াময় পিতঃ, সংসারে সমূহ,
বিপদেতে এ সন্তানে।
জননী সমান, করেছ পালন,
তব স্তন্য সুধাদানে ॥
তব স্তনস্রুত, সুজীবন দুগ্ধে,
এই শিশু দিন দিন।
শক্তি কলেবরে, হয়েছে বর্দ্ধিত,
রহিয়াছে অমলিন ॥
জীবন উদ্যানে, কোমল কুসুমে,
শোভার ভাণ্ডার করি।
পূর্ণ উপযোগী, করিয়া ইহারে,
নিকটে আনিলে হরি ॥

যে নামে এ শিশু, হইবে সংসারে,
ব্যক্তিরূপে পরিচিত।
মানবমণ্ডলে, আপনা ব্যক্তিত্ব,
করিবে সুপ্রতিষ্ঠিত ॥
সেই নামে আজ, এ ক্ষুদ্র শিশুকে,
করিতেছ অভিহিত।
দুগ্ধের বদলে, সুকঠিন খাদ্য,
করিতেছ সমর্পিত ॥
এ পারিবারিক, উৎসবে ইহার,
মনুষ্যত্বে পরবেশ।
ঘোষণা করিয়া, ওহে দয়াময়,
ঘুচালে মনের ক্লেশ ॥
এ কৃপার জন্য, হে ঈশ্বর আজ,
সুগভীর ভক্তি পূর্ণ।
ধন্যবাদ লও, সুপ্রসন্ন হও,
বিঘ্নরাশি নাশ তূর্ণ।
বহু কৃতজ্ঞতা, আহ্লাদ সহিত,
আমা সবাকারে নাথ।
তোমার নিকটে, উপস্থিত হতে,
দাও করি আশীর্ব্বাদ ॥
যে সব গৌরব, সঞ্চিত করিয়া,
রেখেছ এর কারণে।

সে জন্য ইহাকে, উৎসর্গ করিতে
দাও তব শ্রীচরণে ॥
তব সুমধুর, চুম্বনাশীর্ব্বাদ,
ইহাকে প্রদান কর।
আর তব গৃহে, প্রাপ্য স্থান একে,
নাম সহ উপহার ॥ (১)
যেমন সংসারে, হল অধিকারী,
শিশু পার্থিব জীবনে।
সেইরূপ এর, আত্মা অধিকারী,
হউক তব ভবনে ॥
স্বর্গধামবাসী, অমরগণের,
ভিতরে ইহার স্থান।
আছে যাহা প্রাপ্য, পাইবার জন্য,
করহ যোগ্যতা দান ॥
দেও শক্তি নাথ, আমাদের প্রতি,
করুণা প্রকাশি হরি।
সেই শক্তি লয়ে, আমরা সকলে,
শিশুকে শিক্ষিত করি ॥
যে শিক্ষা পাইলে, এই ক্ষুদ্র শিশু,
হইবে কর্ত্তব্যরত।

১) উপহর—প্রদান কর।

সন্তান তোমার, বিশ্বাসী সেবক,
সদা ধর্ম্ম অনুগত ॥
কর এ শিশুকে, প্রসূতি পিতার,
আনন্দের মূলাধার।
এই পরিবারে, করহ ইহারে,
এক মাত্র অলঙ্কার ॥
আমাদের এই, প্রিয় সন্তানের,
সঙ্গে থাক চিরদিন।
তব মাঙ্গলিক, প্রযত্নে ইহাকে,
উন্নত কর অদীন ॥
তব দয়াময়, সুপবিত্র নাম,
হউক মহিমান্বিত।
অনন্ত জীবন, তোমাতে এ শিশু,
হউক সুপ্রতিষ্ঠিত ॥

১২। আচার্য্যের হাতে, শিশুরে অর্পণ,
করিবেন তার পরে।
আচার্য্য তাহার, রাখিবেন নাম,
এইরূপে ক্রোড়ে ধরে ॥
শ্রীমতী শ্রীমান্, যে হয় বিধান,
কন্যা বা পুত্রের প্রতি।
নামের প্রথমে, করিয়া সংযোগ,
উচ্চারিবে হৃষ্টমতি ॥

সর্ব্বশক্তিমান্, ব্রহ্ম সন্নিধানে,
বিশ্বাসী ভকত মাঝে।
আমি অমুকের, পুত্র কি কন্যার,
নাম দিনু যাহা সাজে॥
শুভ আশীর্ব্বাদ, করুন বিধান,
দয়াময় দয়া করি।
কল্যাণে রাখিয়া, করুন পালন,
পাপতাপ দুঃখ হরি॥

১১। শিশুর গলায়, দিবেন আচার্য্য,
চারু কুসুমের হার।
ললাটে চুম্বিয়া, করি আশির্ব্বাদ,
বলিবেন বার বার॥
দয়াময় নামে, ওহে প্রিয় শিশু,
শুভ আশীর্ব্বাদ করি।
কুশলে তোমারে, রাখুন সতত,
অনাথের নাথ হরি॥
তাঁর করুণায়, অধীনে তোমারে,
করিতেছি সমর্পণ।
হোক প্রকাশিত, তোমার জীবনে,
হরি প্রেম নিদর্শন।

১৩।১৫ উপাসক দল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ,
বলিবেন সমস্বরে॥

সময়োপযোগী, সঙ্গীত হইলে,
কার্য্য শেষ হবে পরে।

১৬। উপাসনা অন্তে, শিশুরে লইয়া,
অন্তঃপুরে যাবে সবে।
পুরনারী আদি, কুটুম্ব মহিলা,
বাল বৃন্দ সঙ্গে রবে॥
সময়োপযুক্ত, সজ্জায় সজ্জিত,
সুন্দর ভোজন ঘরে॥
শিশু কোলে লয়ে, যাইবে জননী,
মিলিসবে পরস্পরে।

১৭।১৮। কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত, ক্ষুদ্র উচ্চাসনে,
বসায়ে শিশুরে পরে॥
অন্ন ব্যঞ্জনাদি, মিষ্ট ফল মূল,
সাজাইবে স্তরে স্তরে।
জননী প্রথমে, পায়সান্ন রুটি,
আদি বালকের মুখে॥
দিবে ক্রমে ক্রমে, কিছু কিছু করি,
আপন মনের সুখে।
সঙ্গে সঙ্গে মাতা, ক'বেন শিশুরে,
অন্ন দিনু তব মুখে॥
এই অন্নে হরি, করুন আশীষ,
রাখুন তোমারে সুখে।

২০। শিশু মুখে মাতা, অন্ন দিলে পরে,
শ্রেষ্ঠা কুটম্বিনী পরে।
জননীর মত, শিশুর বদনে,
অন্ন দিবে সমাদরে॥

২১। যখন সন্তান, করিবে আহার,
পুরনারী সমুদয়।
করি সঙ্খনাদ, করিবে আহ্লাদ,
সবে মিলে সে সময়॥

২২। বালক বালিকা, মিলিয়া সকলে,
করিবে আনন্দ রব।
বাহির প্রাঙ্গণে, হইবে তখন,
নৃত্য গীত মহোৎসব॥
অন্নাশন ক্রিয়া, হলে অবসান,
শিশুরে লইয়া পরে।
বসাবে বাহিরে, যতন করিয়া,
বৈঠক খানার ঘরে॥
আত্মীয় স্বজন, কুটুম্বাদি সবে,
কৌতুকে যৌতুক দিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি, চুম্বিবে বদন,
শুভ ইচ্ছা প্রকাশিয়া॥

দীক্ষা।

১। সকল বিষয়ে যাতে, পুত্র কন্যাগণ।
সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি করে উপার্জ্জন ॥
এরূপ বিধান গৃহী করিবে নিয়ত।
শিশুগণ যাতে হয় শিক্ষায় উন্নত ॥
২। সুশিক্ষা সম্পন্ন হলে গৃহ পুরোহিত।
অথবা শিক্ষক কোন সাধু মনোনীত ॥
নববিধানের আদি সূত্র মূলমত।
বুঝাবেন স্নেহভরে সন্তানে নিয়ত ॥
৩। না হইতে পরিণয় ষোড়ষ বরষে।
কিম্বা পাত্র ভেদে তথা বিহিত বয়সে ॥
দীক্ষা যোগ্য বলে যদি শিক্ষক সুজন।
যোগ্যতার নিদর্শন করেন অর্পণ ॥
৪। নিয়মিত উপাসনা যেই দিনে হয়।
কিম্বা মনোনীত অন্য বিশেষ সময় ॥
ব্রহ্ম মন্দিরেতে স্থিত বেদীর সদনে।
গৃহ দেবালয়ে কিম্বা অপর ভবনে ॥
বিশুদ্ধ সংযত চিত্তে অতি হৃষ্টমনে।
দীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবে যতনে ॥
৫। দীক্ষার্থী দীক্ষার দিনে সুগভীর ভাবে।
স্নানাগারে প্রবেশিয়া অভিষিক্ত হবে ॥

৬। তৈলসিক্ত ধৌত দেহ হলে সুনির্ম্মল।
তার শিরে ঢালিবেক সুবাসিত জল॥
দীক্ষার্থী আপনি মনে বলিবেন পরে।
জয় জয় সচ্চিদানন্দ দয়াময় হরে॥

৭। বিধানপতাকাঙ্কিত পাত্র ধাতুময়।
নূতনগঠিত সমুজ্জ্বল অতিশয়॥
তাহাতে শীতল বারি লয়ে ধীরে ধীরে।
ঢালিবেন পুরোহিত দীক্ষার্থীর শিরে॥
দীক্ষাপ্রার্থী মনে মনে বলিবে তখন।
প্রার্থনার ভাবে হয়ে দীন অকিঞ্চন॥
জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাহিরের দেহ।
যেমন করেন শুদ্ধ প্রকাশিয়া স্নেহ॥
তেমনি হৃদয় মম করুন বিশুদ্ধ।
পাপনিদ্রা ত্যজি যেন হয় সে প্রবুদ্ধ॥
শান্তিজল যথা দেহ করিল শীতল।
সেইরূপ প্রাণে শান্তি করুণা নির্ম্মল॥
আসুক, জুড়াক মম তাপিত হৃদয়।
তাঁহার কৃপায় হ'ক্ সব শান্তিময়॥

৮। জলসংস্কারের শেষে উপাসকদল।
পুরোহিত দীক্ষাপ্রার্থী মিলিয়ে সকল॥
আনন্দ বদনে বল, মন প্রাণ ভরি।
একতানে সমস্বরে, শান্তিঃ শান্তিঃ হরি॥

৯। ধবল পবিত্র নব সুন্দর বসন।
পরিধান করিলেন দীক্ষার্থী সুজন॥
গলদেশে উত্তরীয় গৈরিক লম্বিত।
করি দেবালয়ে আসি হবে উপনীত॥
বেদীর সম্মুখস্থিত নির্দ্দিষ্ট আসনে।
করিবে উপবেশন অতি হৃষ্ট মনে॥
১০। পূজার প্রথম অংশ হলে সমাপন।
আচার্য্য বলিবে এই সুযুক্ত বচন॥
ঈশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশে চেষ্টিত।
হউন দীক্ষার্থী মম সম্মুখে আনীত॥
১১। ধর্ম্মশিক্ষাদাতা পিতা কিংবা পরিচিত।
অন্য কোন বন্ধুজন দীক্ষার্থী সহিত॥
প্রবর্ত্তকরূপে গিয়া বেদীর সম্মুখে।
বলিবে বচন এই প্রফুল্লিত মুখে॥
শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মম শুনুন বচন।
শ্রীমান্ অমুক বটে দীক্ষার্থী সুজন॥
বিধানমণ্ডলীভুক্ত করিবার তরে।
সমর্পণ করিতেছি তাঁরে তব করে॥
দীক্ষার সুযোগ্য পাত্র, বিহিত বিধানে।
যথাজ্ঞান জানাইনু তব সন্নিধানে॥
১২। দীক্ষার্থী আগত হলে আচার্য্য তাহারে।
জিজ্ঞাসিবে প্রশ্ন এই অতি সমাদরে॥

আচার্য্য ;—শুনহে দীক্ষার্থী মম বচন বিশেষ।
বিধানমণ্ডলী মাঝে করিতে প্রবেশ॥
প্রস্তুত কি করিয়াছ আপনার মন।
সত্য করি বল মোরে সেই বিবরণ॥
দীক্ষার্থী ;—প্রস্তুত করেছি বটে হৃদয় আমার।
প্রবেশ করিতে এই মণ্ডলী মাঝার॥
আচার্য্য ;—নববিধানের মূল তত্ত্ব সমুদয়।
জেনে কি বিশ্বাস তাহে করেছ নিশ্চয়॥
দীক্ষার্থী ;—জানি আমি, করি তাহে সরল বিশ্বাস।
বাড়ে যাহে হৃদয়েতে পরম আশ্বাস॥
আচার্য্য ;—তোমারে কি ডেকেছেন প্রভু দয়াময়।
তাঁহার মণ্ডলীমাঝে আসিতে নিশ্চয়॥
দীক্ষার্থী ;—সত্য সত্য শুনিয়াছি তাঁহার আহ্বান।
তাই আসিয়াছি হেতা লইতে বিধান॥
আচার্য্য ;—মণ্ডলীর সুশাসন করিতে পালন।
বেঁধেছ কি প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে নিজ মন॥
হইতে সত্যের সাক্ষী নৈতিক জীবনে।
আছ কি প্রস্তুত তুমি কায় বাক্য মনে॥
দীক্ষার্থী ;—করেছি সংকল্প স্থির, দৈনিক জীবনে।
পালিব প্রভুর আজ্ঞা সদা কায় মনে॥
সহায় হউন মোর, প্রভু পরমেশ।
পারি যেন পালিতে সে প্রভুর আদেশ॥

আচার্য্য ;—এক অদ্বিতীয় হরি, সর্ব্বশক্তিমান্।
পরম পবিত্র তিনি, পূর্ণ, ন্যায়বান ॥
সর্ব্বজ্ঞ, সকল স্থানে নিত্য বিদ্যমান।
সকল ঘটনা তাঁর প্রেমের বিধান ॥
পরমমঙ্গলনিধি, পূর্ণ দয়াবান্।
পরিত্রাণকারী হরি, সুখের নিদান ॥
পিতা মাতা বন্ধু নেতা, পূর্ণানন্দময়।
বিচারের কর্ত্তা তিনি, শান্তির আলয় ॥
বিশ্বাস কি কর তুমি এরূপ ঈশ্বরে।
সৃজনকারণ নাথ দয়ার সাগরে ॥
দীক্ষার্থী ;—করি আমি এইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস।
পেয়েছি অন্তরে তাঁর প্রেমের আশ্বাস ॥
আচার্য্য ;—আত্মা যে অমর আর চিরোন্নতিশীল।
এ তত্ত্বে বিশ্বাস তুমি কর কি সুশীল ॥
দীক্ষার্থী ;—উন্নতিশীলতা আর অমরজীবনে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস মোর হইয়াছে মনে ॥
আচার্য্য ;—বিবেকের আদেশেতে নৈতিক নিয়ম।
প্রকাশিত হয়ে দূর করে ব্যতিক্রম ॥
পূর্ণধর্ম্মপালনার্থ প্রচারে আদেশ।
বিশ্বাস কি কর বৎস ইহা সবিশেষ ॥
তোমার কর্ত্তব্য সব কায়বাক্যমনে।
সম্পাদিতে দায়ী তুমি প্রভুর সদনে ॥

ইহ পরকালে পাপ পুণ্যের কারণ।
বিচারিত হবে আছে নিশ্চিত শাসন॥
ন্যায়বলে বিশ্বপতি করিয়া বিচার।
ব্যবস্থা করেন তব দণ্ড পুরস্কার॥
হয়েছে তোমার কিহে ইহাতে প্রত্যয়।
অথবা পোষণ কর ইহাতে সংশয়॥

দীক্ষার্থী ;—ব্রহ্মের আদেশ আর তাঁহার বিচারে।
হয়েছে বিশ্বাস তাঁর দণ্ড পুরস্কারে॥

আচার্য্য ;—যে মণ্ডলী পুরাতন জ্ঞানের ভাণ্ডার।
আধুনিক বিজ্ঞানের জীবন্ত আধার॥
যাহা সাধু ভক্ত মহাজনের ভিতর।
সামঞ্জস্য অঙ্গীকার করে নিরন্তর॥
ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয়ের একতা সুন্দর।
বিধানে বিশ্বাস করে যোগ পূর্ব্বাপর॥
সর্ব্ববিধ বিভিন্নতা করি পরিহার।
একতা শান্তির করে মহিমা প্রচার॥
যাহা জ্ঞান ভক্তি যোগ বৈরাগ্য বিশ্বাসে।
উচ্চ সামাজিক কার্য্যে সমন্বয় ভাষে॥
যাহা কালপূর্ণে সব জাতি সম্প্রদায়।
এক রাজ্য পরিবারে মিলাইতে চায়॥
এমন বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রতি।
বিশ্বাস করিতে তুমি পার কি সম্প্রতি॥

দীক্ষার্থী ;—তাদৃশ বিশ্বজনীন মণ্ডলী উপর।
সতত বিশ্বাস করে আমার অন্তর ॥
আচার্য্য ;—ব্রহ্মের সামান্য আর বিশেষ আদেশ।
নৈসর্গিক ভাবে যার প্রকাশ বিশেষ ॥
ঈশ্বরের সাধারণ বিশেষ কৃপায়।
কর কি না বিশ্বাস তা বলহ ত্বরায় ॥
দীক্ষার্থী ;—এ সব বিশ্বাস আমি করি নিঃসংশয়।
অযাচিত তাঁর স্নেহে হয়েছে প্রত্যয় ॥
আচার্য্য ;—ধর্ম্মগ্রন্থ শাস্ত্র সব কর কি স্বীকার।
ভকতি কি হয় তব সত্যেতে তাহার ॥
দীক্ষার্থী ,—প্রতিভাবিশিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট মহাজন।
তাঁহাদের জ্ঞান ভক্তি ধর্ম্ম আচরণ ॥
মানবজাতির পবিত্রাণের নিদান।
বিধাতার সবিশেষ কৃপার বিধান ॥
যত পরিমাণে লিপিবদ্ধ আছে তায়।
ঈশ্বরের ভাব কিন্তু মনুষ্যভাষায় ॥
সে সব স্বীকার করি শ্রদ্ধা করি আর।
জানাইনু আপনাকে সব সবিস্তার ॥
আচার্য্য ;—প্রত্যাদিষ্ট মহাজন, সাধু সদাশয়ে।
স্বীকার করিয়া শ্রদ্ধা কর কি হৃদয়ে ॥
দীক্ষার্থী ;—ব্রহ্মচরিত্রের যত ভিন্ন ভিন্ন গুণ।
আত্মস্থ করেন তাঁরা হইয়া নিপুণ ॥

করিয়া প্রতিবিম্বিত দর্পণ সমান।
যত পরিমাণে তাঁরা আত্মাতে দেখান॥
জগতের শিক্ষা আর শোধন কারণ।
জীবনে যে আদর্শ করেন প্রদর্শন॥
সেই পরিমাণে করি তাঁদের গ্রহণ।
সাধুতাসৌন্দর্য্যে হয়ে অপহৃতমন॥
সাধুজীবনের ঐশ্বরিক গুণচয়ে।
শ্রদ্ধা করা সমুচিত একান্ত হৃদয়ে॥
যাহাতে সে দিব্য গুণ আমার আত্মায়।
হৃদযে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিশে যায়॥
তাঁদের জীবনে যাহা ঈশ্বরের ধন।
উচিত তা আপনার করিতে যতন॥
আচার্য্য ;—কি বা ধর্ম্মমত তব বল সুনিশ্চিত।
শুনিয়া করিব কার্য্য যাহা সুবিহিত॥
দীক্ষার্থী ;—সকলেরে জ্ঞান দেয় যে ব্রহ্মবিজ্ঞান।
তাহাই আমার ধর্ম্মমত বিদ্যমান॥
আচার্য্য ;—ধর্ম্মের বারতা তব বলহে আমারে।
কোন তত্ত্ব তব চিত্ত নিয়ত প্রচারে॥
দীক্ষার্থী ;—সুমধুর ব্রহ্মপ্রেম অতি সুবিমল।
পরিত্রাণ লভে যাহে মানব সকল॥
আচার্য্য ;—স্বর্গের স্বরূপ তব বল সত্য করে।
সদা কোথা যেতে তব উৎকণ্ঠা অন্তরে?

দীক্ষার্থী ;—সবার সুলভ ব্রহ্মগত যে জীবন।
তাহাই আমার স্বর্গ স্বরূপ বচন ॥
আচার্য্য ;—বল তব মণ্ডলীর কিরূপ লক্ষণ।
কিসে বা সন্তুষ্ট নিত্য তব প্রাণ মন ॥
দীক্ষার্থী ;—সর্ব্ব সত্য সর্ব্ব প্রেম পুণ্যের আধার।
প্রভুর অদৃশ্য রাজ্য মণ্ডলী আমার ॥
আচার্য্য ;—তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সম্মুখে।
আপন বিশ্বাস ব্যক্ত কর নিজ মুখে ॥
দীক্ষার্থী ;—অমুক শকেতে অদ্য অমুক বাসরে।
পুণ্যময় ঈশ্বরের দৃষ্টির গোচরে ॥
সুগম্ভীর ভাবে পূর্ণ বিশ্বাস আমার।
ব্রাহ্মধর্ম্ম মূল সত্যে করিয়া স্বীকার ॥
নব বিধানের যেই মণ্ডলী বিশেষ।
তাহার মাঝারে আমি করিনু প্রবেশ ॥
সহায় হউন মম হরি দয়াময়।
তাঁর পদে থাকে যেন আমার হৃদয় ॥
আচার্য্য ;—ঈশ্বরের নামে আমি বলি হে তোমাকে।
পড়িও না কদাচিৎ অসত্যের পাকে ॥
পাপ সাম্প্রদায়িকতা করি পরিহার।
পুণ্য প্রেম কর তব হৃদয়ের সার ॥
ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলী।
তার গৌরবের জন্য হয়ে কুতূহলী ॥

প্রেম ভক্তি পবিত্রতা বিশ্বাসে সতত।
জীবন যাপন কর হয়ে নিষ্ঠারত ॥

দীক্ষার্থী ;—হে পরম কৃপাময় পবিত্র ঈশ্বর।
কাতর হইয়া তব পদে মাগি বর ॥
যাতে পারি সত্যকে করিতে মহীয়ান্।
তব মণ্ডলীর যোগ্য হই মতিমান্ ॥
তব মুক্তিপ্রদায়িনী করুণার বল।
সেই মত কোরে দেও আমার সম্বল ॥

আচার্য্য ;—আশীর্ব্বাদ করুন তোমারে পরেশ্বর।
সঙ্গে সঙ্গে থাকুন তোমার নিরন্তর ॥

দীক্ষার্থীরে ;—তার পরে দীক্ষার্থীরে আচার্য্য সুজন।
নববিধানপতাকা করিবে অর্পণ ॥
উপাসক মণ্ডলীর সভ্য দুই জন।
নিত্য উপাসনা জন্য দিবেন আসন ॥
শাস্ত্রপ্রবচনশ্লোকসংগ্রহ পুস্তক।
নূতন সংহিতা নিত্যকৃত্যবিষয়ক ॥
মণ্ডলীর পক্ষ হতে দিয়া উপহার।
আলিঙ্গন করিবেন যথা শিষ্টাচার ॥
দীক্ষার্থী তাহার পরে প্রভুসন্নিধানে।
প্রণিপাত করিবেন ভক্তির বিধানে।
মণ্ডলী তাহার পরে প্রাণ মন ভরি।
আনন্দ বদনে বল শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ॥

বিবাহ।

১। জীবনকাননে তব পবিত্র যৌবন।
না হইতে সমাগত, আপনার ইচ্ছামত,
পরিণয়পাশেবদ্ধ হবে না কখন।
অকালে বিবাহ বটে মৃত্যুর কারণ॥

২। বাল্য পরিণয়ে দেহ হয় জীর্ণপ্রায়।
রোগের যন্ত্রণা কত, ঘটে নিত্য শত শত,
শুধু তাই নহে বংশ অধঃপাতে যায়,
এজন্য অভিসম্পাত সমাজে ঘটায়।
কেবল তা নয় ঈশ্বরের চক্ষে পাপ,
নীতিগত বিশৃঙ্খল, ভয়ানক অমঙ্গল,
নিয়ত ঘটায় ইহা বহু মনস্তাপ।
পরিণামে সার হয় কেবল বিলাপ॥

৩। বালিকার কুমারীত্ব করিবে সম্মান।
যে করে অন্যথা তার, সে জঘন্য দুরাচার,
ঘৃণিত পাপানুষ্ঠায়ী পশুর সমান।
ইন্দ্রিয়াসক্তির জন্য আনে অকল্যাণ॥

৪। প্রকৃতি করিবে স্থির উদ্বাহসময়।
কি বয়সে কোন দেশে, কোন বা স্থান বিশেষে,
বলিবে প্রকৃতি কবে হবে পরিণয়।
স্বভাবে ব্রহ্মের বিধি প্রকটিত হয়॥

৫। স্বপ্রবৃত্তিসুখভোগবাসনানুসারে।
অতি অল্প বয়ঃক্রমে, কিংবা জরা উপক্রমে,
বিবাহ করো'না কেহ কভু অবিচারে।
স্বভাব দেহমনের যোগ্যতা প্রচারে॥

৬। কেবল স্থানীয় জল বায়ু বয়ঃক্রম।
অনুসারে বৈবাহিক, সময় হইলে ঠিক,
তাহাতেও ঘটিবেক বড় ব্যতিক্রম।
স্বাস্থ্য-ধন-চরিত্র-মিলনে উপযম॥

৭। ভার্য্যানির্ব্বাচনকালে দেখিও মানব।
ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, নানা পার্থিব কামনা,
নাহি যেন হয় তব প্রাণে অনুভব।
ইন্দ্রিয় বিকারে হয় পাপের উদ্ভব॥
আপনার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বিচারণা।
গুরুজন পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ভ্রাতা,
মিলাইয়া সবাকার যুক্তি বিবেচনা।
তার পরে ঠিক কর বিবাহমন্ত্রণা॥

৮। ব্যস্ততা অবিবেচনা বিবাহবিষয়ে।
বিপদ ঘটায় বড়, তাই বলি হয়ে দড়,
বিবাহ করিবে কিন্তু সাবধান হয়ে।
যুবক যুবতী দোঁহে প্রশান্ত হৃদয়ে॥

৯। উভয়ের ইচ্ছা যথা মনে প্রাণে মিলে॥
গুরুজন সে মিলনে, মত দিলে হৃষ্ট মনে,

সুখের কমল আহা সে প্রেমসলিলে।
নিশ্চয় ফুটিবে কোন বাধা না জন্মিলে॥

১০। হয় পাত্র পাত্রী বাছি লবে পরস্পর।
পিতা মাতা গুরুজন, করিবে অনুমোদন,
নয় গুরু জন স্থির করিবেন পর।
পাত্র পাত্রী মত দিবে সরল অন্তর॥

১১। বিবাহ হবার আগে প্রণয়ী দুজন।
সন্দর্শন আলাপনে, প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে,
নৈকট্য ও আত্মীয়তা করিবে স্থাপন।
পরস্পরে বিশ্বস্ততা হয় যত ক্ষণ॥

১২। কিন্তু মনে রেখ এই আলাপ দর্শন।
বন্ধুজনসন্নিকটে, করিবেন অকপটে,
অনুচিত ঘনিষ্ঠতা করিবে বর্জ্জন।
করো না লঙ্ঘন কভু নীতির বন্ধন॥

১৩। কত জন কলঙ্কিয়া আপন চরিত্র।
সে পাপ ঢাকিতে পরে, চাহে তারা পরস্পরে,
বিবাহ করিতে আগে হয়ে অপবিত্র।
ঘটিছে সংসারে বহু এরূপ বিচিত্র॥

১৪। এরূপ বিবাহ বটে অত্যন্ত জঘন্য।
অপবিত্র অতিশয়, সামাজিক নীতিক্ষয়,
নিশ্চয় যে হয় এই মহাপাপজন্য।
সন্তানসম্ভব আরো ভয়ঙ্কর গণ্য॥

১৫। পাপেতে করেছে যারা স্বভাব মলিন।
এ হেন মানবগণ, করি আত্মসংশোধন,
হয় যদি অনুতপ্ত সরল সুদীন।
বিবাহ করিতে পারে রীতি সমীচীন॥
জাতীয় কল্যাণ হয় পতিত উদ্ধারে।
কিন্তু সদা রেখ মনে, ঈশ্বরের নিকেতনে,
নাহি যেন কভু পারে পাপ পশিবারে।
পাপমিশ্র নহে যেন পুণ্য পরিবারে॥

১৬। একাধিক পতি কিংবা পত্নী পরিণয়।
করিবে না কোন জন, এই পুণ্য সুশাসন,
মান্ত করিবেন সবে হয়ে নিঃসংশয়।
এ মণ্ডলী নিবারে এ কার্য্য পাপময়॥
অসতীত্ব কিংবা অসদ্ভাব যদি হয়।
কিংবা দুরারোগ্য রোগ, বন্ধ্যত্বাদি দোষযোগ,
হইলেও একোদ্বাহ দুশ্ছেদ্য নিশ্চয়।
বিবাহ ভঙ্গের যোগ্য কারণ এ নয়॥

১৮। বিবাহিত নর কিংবা নারীর ভিতরে।
এক জনে অন্য জন, করিবে না বিসর্জ্জন,
পরিত্যাগ বিধি নাই ঈশ্বরের ঘরে;
কিংবা অন্য বিবাহও না করিবে পরে॥

১৯। পরিত্যাগ করিতে নারিবে কদাচন।
অপ্রেম কি ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা অনাচার,

অনিবার্য্যরূপে যদি হয় সঙ্ঘটন।
তবু ছিন্ন না হইবে বিবাহবন্ধন ॥

২০। তবে যদি বন্ধুগণ অনুরোধ করে।
পার্থিব বিচারপতি, করে যদি অনুমতি,
দৃষ্টি নাই বলে বিধাতার বিধি'পরে।
সে শুধু সংসার সুখবাসনার তরে ॥

২১।২২ অচ্ছেদ্য পবিত্র বটে বিবাহবন্ধন।
এই কথা নিরবধি, ঘোষে ঈশ্বরের বিধি,
যে গ্রন্থি ঈশ্বর নিজে করিলা গ্রন্থন।
যেন তাহা নরহস্ত করে না ছেদন ॥

২৩। পতিপত্নী পরস্পরে করিয়া বর্জন।
দাম্পত্যবাধ্যতাজালে, মুক্ত হয়ে কোন কালে,
অন্য পরিণয় যদি করে কদাচন।
দ্বিবিবাহদোষে দোষী হবে সেই জন ॥
ইন্দ্রিয় সুখের লোভে যে সব বণিক।
ঈদৃশ দুষ্কর্ম্মে রত, হয়ে হয় বুদ্ধিহত,
তাদের জীবনে শত শত বার ধিক।
অনুষ্ঠানসহায়কে আরও অধিক ॥

২৪। ধর্ম্মমত নিয়ে যদি ঘটে মতভেদ।
অথবা অনৈক্য হয়, উভয়ের অতিশয়,
তথাপি করিবে নাক বিবাহবিচ্ছেদ।
অচ্ছেদ্য বিবাহবিধি, এজন্য নিষেধ ॥

২৫। দম্পতীর মধ্যে যদি নারী কিংবা নর।
ছাড়ি পূর্ব্ব ধর্ম্মমত, হয় নব ধর্ম্মে রত,
তার সঙ্গে যোগ দিতে না চাহে অপর।
কিংবা উভয়ের ধর্ম্মগ্রহণ অন্তর ॥
এক জন অন্য দলে করে যোগ দান।
এরূপ ঘটনা হলে, ত্যক্ত জন সেই ছলে,
না করিবে অন্য পরিণয় অনুষ্ঠান।
দেখাবে বিশ্বাস আত্মত্যাগের প্রমাণ ॥
২৬। মতভেদ হয় কিংবা প্রকৃতিবিভেদ।
সাময়িক নীতিস্থলে, কারু কোন ত্রুটি হ'লে,
ঘটে যদি অনৈক্য বা অত্যন্ত বিচ্ছেদ।
তত্রাপি করিবে নাক বিবাহ উচ্ছেদ ॥
যত দিন বেঁচে রবে সতত যতনে।
সংশোধন সম্মিলনে, চেষ্টা কর কায় মনে,
শৈথিল্য না হয় যেন কার্য্য কি বচনে ॥
২৭। অতএব মনে রাখ নরনারীগণ।
জীবনে যাদের হয়, এক বার পরিণয়,
চিরকাল বিবাহিত তাহারা দুজন।
ঈশ্বরের মণ্ডলীতে নাহি বিসর্জ্জন ॥
২৮। পতি কিংবা পত্নী যদি তরুণদশায়।
এক জনে পরিহরি, সংসার আন্ধার করি,
ঈশ্বর ইচ্ছায় পরলোকে চলি যায়।

বিবাহ করিতে পারে সেই অবস্থায় ॥
পরিণত বয়ঃক্রমে ঘটিলে মরণ।
তবে নরনারীচয়, না করিয়া পরিণয়,
শারীরিক সুখ আশা দিবে বিসর্জ্জন।
ঈশ্বরচরণে সমর্পিবে প্রাণ মন ॥

২৫। জাতীয় পদ্ধতি মানা করেছে যাহার।
বিবাহার্থী নরনারী, যেন হয়ে স্বেচ্ছাচারী,
তাদৃশ জ্ঞাতিত্ব কিংবা নৈকট্য আচার।
না লঙ্ঘিবে কদাচিত করি অবিচার ॥

৩০। যার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক অতিশয়।
বিবাহিতে অভিপ্রায়, কখন করো না তায়,
দুর্নীতি অস্বাভাবিক কার্য্য ইহা হয়।
করিলে কুফল, এর ফলিবে নিশ্চয় ॥

৩১। পিতৃ কিংবা মাতৃকুলে চতুর্থ পুরুষ।
তার নিম্নে কোন জন, সহ যদি সাধারণ,
সম্বন্ধও থাকে তবু বিবাহে কলুষ
করো না তেমন বিয়ে হইয়া বেহুষ ॥
সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ যদ্যপি নিশ্চয়।
নরনারী উভয়ের, এক জন অপরের,
কিংবা পূর্ব্বপুরুষের ভাই ভগ্নী হয়।
করিবে না কদাচিত সেই পরিণয় ॥

৩২। পাত্র পাত্রী মনোনীত করি পরস্পর।

বিবাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হইলে পরে অভিজ্ঞ,
অভিভাবক সকলে মিলে অতঃপর।
বিবাহ সম্বন্ধ করিবেন দৃঢ়তর॥
উপঢৌকনাদি কিংবা করি বাক্যদান।
কিংবা লিপিনিবন্ধন, করিবে অবলম্বন,
কিংবা অন্য প্রণালী করিয়া সমাধান।
নিশ্চয় করিবে যাহে হয় দ্রঢ়ীয়ান॥
৩৩। বিলম্ব থাকিলে পরিণয়সম্পাদনে।
যদি হয় প্রয়োজন, সেই বিবাহবন্ধন,
দৃঢ়তর রাখা কোন বিশেষ কারণে।
কিংবা অন্য গুরুত্ব থাকিলে সে মিলনে॥
যদি হয় ভিন্ন দুই জাতি সম্মিলিত।
তাঁর রাজ্য সুবিস্তার, জন্য যদি বিধাতার,
আদেশ হৃদয়মূলে হয় সমুদিত।
তাহা হলে বাক্যদান অতি সুবিহিত॥
বয়ঃক্রমে অপূর্ণতা সত্ত্বেও তখন।
করিবেক বাগ্‌দান, সুপবিত্র অনুষ্ঠান,
ঈশ্বর মানব সাক্ষী উভয় সদন।
এইরূপে দৃঢ় হোক বিবাহ বন্ধন॥
৩৪। ঈদৃশ বাগ্দান বটে বিবাহ সমান।
পাত্র কি পাত্রীর পক্ষে, পবিত্র ধর্ম্মের চক্ষে,
হইবে সর্ব্বতোভাবে বন্ধনে প্রমাণ।

কিন্তু এক কথা আছে শুন দিয়া কাণ ॥
অপূর্ণবয়স্ক তারা থাকিতে দুজন।
সর্ব্বাঙ্গ বিবাহব্রত, শুদ্ধভাবে রীতিমত,
যত দিন আবার না হবে সম্পাদন।
না করিবে পতি পত্নী ভাবেতে যাপন ॥
৩৫।৩৬।৩৭ বিয়ের সপ্তাহ পূর্ব্বে হবে অভ্যঞ্জন।
আপন আপন গেহে, দিবে উভয়ের দেহে,
কুসুমবাসিত তৈল অঙ্গবিলেপন।
জলসেক করিবে মিলিয়া বন্ধুগণ ॥
নারীগণ সবেমিলে শঙ্খ বাজাইয়া।
মস্তকে অর্পিয়া হাত, করিবেন আশীর্ব্বাদ,
আপন মনেব শুভ ইচ্ছা জানাইয়া।
এইরূপে সম্পাদন করিবে এ ক্রিয়া ॥
তদবধি পাত্র পাত্রী উভয়ের ঘরে।
গান বাদ্য মহোৎসব, সতত আনন্দরব,
করিবে আমোদাহ্লাদ বন্ধু পরস্পরে।
করাবে ভোজন পান অতি সমাদরে ॥
৩৮। সাজাও বিবাহ দিনে কন্যার আলয়।
বিশেষ প্রাঙ্গণভূমি, অথবা যে স্থান তুমি,
বিবাহানুষ্ঠান জন্য করেছ নিশ্চয়।
সাজাইবে দিয়া পত্র পুষ্প সমুদয় ॥
৩৯। সন্ধ্যাতে সজ্জিত হয়ে বস্ত্র অলঙ্কারে।

বিবাহোপযোগী যানে, উঠি আলোকবিতানে,
বাদ্যনাদ দলবদ্ধ বন্ধু সহকারে।
উপস্থিত হবে পাত্র কন্যার আগারে॥

৪০। যাত্রিদল গৃহদ্বারে করিলে গমন।
পিতা বা অভিভাবক, কন্যার যারা রক্ষক,
সকলে সাদরে বরে করিবে গ্রহণ।
পরে বসাইবে দিয়া বিচিত্র আসন॥

৪১।৪২ অভ্যাগত সমুদয় বসিলে আসনে।
সসম্ভ্রম সমাদরে, কন্যাকর্ত্তা তার পরে,
দাঁড়াইয়া উপস্থিত মণ্ডলীসদনে।
অনুমতি চাহিবেন অতি শান্তমনে॥
শুভ দিনে শুভক্রিয়া সম্পাদন জন্য।
চাহি আমি অনুমতি, হোক সবে অবগতি,
স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি বলি করুন সৌজন্য।
বলিল সকলে স্বস্তি স্বস্তি ধন্য ধন্য॥

৪৩। আচার্য্যের বেদীর সম্মুখে তার পরে।
বসাইবে লয়ে বরে, অতিশয় সমাদরে,
কন্যা কর্ত্তা অভিমুখে আসন উপর।
বরণ করিবে পরে হয়ে হৃষ্টান্তর॥

বরণ।

পাত্রীর জনক কিংবা সদভিভাবক।
দক্ষিণ করেতে লয়ে কুসুমস্তবক॥
সচন্দন পুষ্পপাত্র গোলাপের জল।
সযতনে সঙ্গে লয়ে অতি সুবিমল॥
বলিবেন বরপাত্রে অতি সমাদরে।
"এই অর্ঘ্য লও, বৎস, ধর নিজ করে॥
বর;—আপনার প্রীতিদত্ত অর্ঘ্য মনোহর।
ভক্তিভরে লইলাম করিয়া আদর॥
কন্যাকর্ত্তা;—বিবাহের পরিচ্ছদ করহ গ্রহণ।
পাত্র;—লইলাম ভক্তিভরে হয়ে হৃষ্টমন॥
কন্যাকর্ত্তা;—এই অঙ্গুরীয়, বৎস, করহ গ্রহণ।
পাত্র;—লইলাম উপহার হয়ে হৃষ্টমন॥
৪৫। তার পর বরপাত্র সজ্জাগৃহে গিয়ে।
পূর্ব্বতন বেশ ভূষা ত্বরিতে ছাড়িয়ে॥
উপহার লব্ধ নব মনোজ্ঞ বসন।
পরিধান করিবেন হয়ে হৃষ্টমন॥
পরে অন্তঃপুরে লয়ে কন্যার জননী।
অন্য নারীগণ সঙ্গে আসিয়া আপনি॥
পূর্ব্ব ভাবে সম্মান করিয়া প্রদর্শন।
সানন্দ অন্তরে ধীরে করিবে বরণ॥

৪৬। তার পরে সুসজ্জিত বসন ভূষণে।
পাত্রী সঙ্গে করি বর সভার সদনে॥
পরস্পর সম্মুখীন হয়ে অতঃপর।
বসিবে বেদীর অগ্রে প্রসন্ন অন্তর॥
উপাসনা আচার্য্য করিয়া সমাধান।
উভয়ের করিবেন সম্মতি আদান॥

পরস্পরের সম্মতি।

অতঃপর আচার্য্য সুজন প্রেমভরে।
জিজ্ঞাসিবে বর পাত্রে পরম আদরে॥
শ্রীমান্ অমুক তুমি এই শ্রীমতীর।
পত্নীরূপে গ্রহণ কি করিয়াছ স্থির?
পাত্র;—এই শ্রীমতীরে অদ্য করি পরিণয়।
ধর্ম্মপত্নীরূপে চাহে আমার হৃদয়॥
আচার্য্য;—চাও কি শ্রীমতী, তুমি শ্রীমান্ অমুকে।
পতিরূপে বরিবারে ঈশ্বরসম্মুখে॥
পাত্রী; শ্রীমান্ অমুকে আমি করি পরিণয়।
গ্রহণ করিব পতিরূপে এ নিশ্চয়॥

সম্প্রদান।

পাত্রীর জনক কিংবা অন্য ইষ্ট জন।
পশ্চাদুক্ত মতে কর কন্যা ভারার্পণ॥
অমুক শকেতে আজ, সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মরাজ,
সন্নিধানে পক্ষ তিথি অমুক বাসরে।
অমুকের পুত্র নাম, শ্রীঅমুক গুণধাম,
পৌত্র অমুকের প্রপৌত্র এই বরে॥
সালঙ্কারা সুসজ্জিতা, মম স্নেহানুপালিতা;
এ কন্যার ভার আমি করিনু অর্পণ।
অভিভাবকের পদে, থাকি সম্পদে বিপদে,
এ কন্যার ভার ইনি করুন গ্রহণ॥

পাত্র;—অদ্য ব্রহ্মসন্নিধানে, বিধানবিহিত জ্ঞানে,
অমুকেব প্রপৌত্রী গুণশীলা অমুকীর।
পৌত্রী শ্রী অমুকের, গৌরবএ এ বংশের,
গ্রহণ করিনু ভার অমুক-পুত্রীব॥

কন্যাকর্ত্তা;—ধর্ম্ম অর্থ সুখ ভোগে, হৃদয়ের অনুবাগে।
এই শ্রীমতীরে না করিবে অতিক্রম।

পাত্র;—এইত শাসন মম, অতিশয় অনুপম,
কথন না করিব ইহার ব্যতিক্রম॥

কন্যাকর্ত্তা;—ব্রাহ্ম ব্রহ্মপরায়ণ, ওহে বৎস মতিমান্,
কন্যাদান সুসম্পন্ন করিবার তরে।

স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার, গৃহদ্রব্য উপহার,
তোমারে করিনু দান অতিস্নেহভরে ॥
পাত্র ;—অতুল স্নেহের দান, করিয়া তব সম্মান,
গ্রহণ করিনু আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে ॥

উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা।

৪৯। আপন দক্ষিণ করে বনিতার কর।
ধরি পরে পরস্পর, হবে যুক্তকর বর,
আচার্য্য কুসুমদামে সে কর সুন্দর।
ঘেরি প্রেমগ্রন্থি বাঁধি দিবে অতঃপর ॥
বর ;—ব্রহ্মসন্নিধানে আজ শ্রীমতি তোমারে।
বৈধ ধর্ম্ম পত্নী বলে, হৃদয়ের কুতূহলে,
গ্রহণ করিনু আমি এ ভবসংসারে।
চিরকাল বদ্ধ আমি এই অঙ্গীকারে ॥
ন্যা ;—ব্রহ্মসন্নিধানে আজ শ্রীমান্ তোমারে।
বৈধ্য ধর্ম্মপতি বলে, সহায় সাধন স্থলে,
গ্রহণ করিনু শুদ্ধ বিবেকবিচারে।
কভু যেন ভ্রষ্ট নহি এই অঙ্গীকারে ॥
বর ;— সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে অনুক্ষণ :
সুস্থতা অসুস্থতায়, কাটাব লয়ে তোমায়,
তোমার কল্যাণ হিত করিতে সাধন।
যত দিন বেঁচে থাকি করিব যতন ॥

কন্যা ;—সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে অনুক্ষণ।
সুস্থতা অথবা রোগে, নিত্য তব সহযোগে,
কাটাব জীবন করি কল্যাণসাধন।
নিশ্চয় জানিবে এই প্রতিজ্ঞাবচন ॥

বর ;— আমার হৃদয় মন হউক তোমার।
তোমার হৃদয় নদী, মিশে যাক নিরবধি,
আমার হৃদয় সনে, হৃদয় দোঁহার।
ঈশ্বরের হয়ে থাক, প্রেমে একাকার ॥

কন্যা ;—আমার হৃদয় মন হউক তোমার।
তোমার হৃদয় নদী, মিশে যাক নিরবধি,
আমার হৃদয় সনে ; হৃদয় দোঁহার।
ঈশ্বরের হয়ে যাক্ প্রেমে একাকার ॥

বর ;—তুমি প্রিয় সখী মোর আমি তব সখা।
এ সখিত্ব সমীচীন, ভাঙ্গিবে না কোন দিন,
থাকি যেন চিরকাল প্রাণে প্রাণে মাখা ॥
ইহ পরলোকে তব পাই যেন দেখা ॥

কন্যা ;—আমি প্রিয় সখী তব, তুমি মোর সখা।
এ সখিত্ব নহে ক্ষীণ, ভাঙ্গিবে না কোন দিন,
থাকি যেন চিরকাল প্রাণে প্রাণে মাখা।
ইহ পরলোকে যেন পাই তব দেখা ॥

প্রার্থনা।

বর ;—বিবাহের ব্রতপালনে ঈশ্বর।
সহায় আমার থাক নিরন্তর।
কন্যা ;—পালন করিতে বিবাহ ব্রত।
ঈশ্বর সহায় থাক নিয়ত।

আচার্য্যের উপদে

আচার্য্য এরূপে দম্পতী দুজনে।
উপদেশ দিবে, নিয়ত পালনে॥
"মঙ্গল স্বরূপ পরম ঈশ্বর।
প্রসাদে তাঁহার চক্ষুর গোচর॥
তোমরা উভয়ে অদ্য কুতূহলে।
আবদ্ধ হইলে উদ্বাহশৃঙ্খলে॥
এত দিন শুদ্ধ আপন আপন।
উন্নতির প্রতি রাখিয়া নয়ন॥
একাকী জীবনপথে বিচরণ।
করিতেছিলেত তোমরা দুজন॥
অদ্য পরস্পরসম্বন্ধজনিত।
গুরু ভার হস্তে হইল অর্পিত॥
অদ্য সংসারের প্রথম সোপানে।
পদক্ষেপ করিতেছ; সাবধানে॥

অগ্রসর হও কিন্তু মায়াজালে।
বদ্ধ যেন না হইও কোন কালে॥
না ভুলায় যেন সংসার সম্পদ।
সর্ব্বসুখদাতা ঈশ্বরের পদ॥
সত্যরক্ষী প্রভু ঈশ্বরের প্রতি।
সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সম্প্রতি॥
পরস্পরোন্নতি সুখসংবর্দ্ধনে।
যত্নশীল সদা থাকিবে দুজনে॥
সব গৃহকার্য্য গৃহ আয়োজন।
ঈশ্বরের জেনে করিবে সাধন॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে এই আছে উপদেশ।
হৃদয়ে রাখিবে করিয়া বিশেষ॥
"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী তত্ত্বপরায়ণ।
যা করে করিবে ব্রহ্মে সমর্পণ॥
যা আছে সকল ঈশ্বরচরণে।
অর্পণ করিবে নিঃসংশয় মনে॥
তিনি রক্ষা করিবেন অকল্যাণে।
কুশলে থাকিবে তাঁহার বিধানে॥
কর নিজ গৃহ ঈশ্বরভবন।
বিধানের সুখ পুণ্য নিকেতন॥

বরের প্রতি ;—শ্রীমান্ অমুক, তুমি নিয়ত।
সাধিবে যতনে বিবাহব্রত ॥
পত্নীর যথার্থ মঙ্গলসাধনে।
নিযুক্ত থাকিবে সদা কায়মনে ॥
অদ্য তব হস্তে দয়াল ঈশ্বর।
দিলেন সংসারভার গুরুতর ॥
ইন্দ্রিয়সংযমে সাধু অনুষ্ঠানে।
রহিবে নিয়ত সদা সাবধানে ॥
সব অবস্থাতে শান্ত সমাহিত।
থাকিবে, না হবে কভু বিচলিত ॥
আপন আত্মার উন্নতিরক্ষণে।
যেমন নিয়ত থাকিবে যতনে ॥
তেমনি পত্নীর আত্মাকে আপন।
সত্য পুণ্য পথে করিবে রক্ষণ ॥
উপদেশ আর দিয়া সুদৃষ্টান্ত।
শুভকার্য্যে ব্রতী রাখিবে একান্ত ॥
যেন তিনি সত্যপথে সুখপথে।
চিরানুগামিনী হন মনোরথে ॥

কন্যার প্রতি ;—যাহাতে, শ্রীমতী অমুকি, তোমার।
স্বামীর মঙ্গল হয় অনিবার ॥
কায়মনোবাক্যে কর সেই কর্ম্ম।
আচরিবে সত্য বুঝি গূঢ় মর্ম্ম ॥

তাঁহাতে করিবে একান্ত নির্ভর।
হিত উপদেশ পাল নিরন্তর॥
পতিপ্রাণা সতী সদাচারা হবে।
সাধু কার্য্যে সদা নিযুক্ত রবে॥
অপব্যয় কিংবা কলহ বিবাদ।
কারো সঙ্গে করিবে না অপ্রমাদ॥
সদা শুদ্ধ রাখ বাক্য মন কর্ম্ম।
যেন এ সকলে না ঘটে অধর্ম্ম॥
স্বামীর সাহায্যে নিজ প্রাণমন।
উন্নত করিবে করিয়া যতন॥
৫৩। আচার্য্য করিবে শুভ আশীর্ব্বাদ।
পশ্চাদুক্ত মতে হয়ে অপ্রমাদ॥
মঙ্গলস্বরূপ পরম ঈশ্বর।
এই নব দম্পতীরে নিরন্তর॥
সত্য শান্তি পথে অগ্রসর করি।
তুলিয়া লউন নিজ করে ধরি॥
যাহা কিছু সত্য শিব ও সুন্দর।
ভূষিত করুন তায় এর ঘর॥
পবিত্র বিধান মণ্ডলীর মাঝে।
যেন সুখে এরা সতত বিরাজে॥
৫৪। কালোচিত গীতি হলে অবসান।
সাঙ্গ হবে এই প্রিয় অনুষ্ঠান॥

উপাসকদল প্রীতিপূর্ণ মনে।
শান্তি শান্তি শান্তি বলিবে সঘনে॥
৫৫। দেশপ্রচলিত বিধির উপর।
যে স্থানে সংশয় রয়েছে বিস্তর॥
দায়প্রাপ্তি উত্তরাধিকার জন্য।
রেজেষ্টরি করা তথা অগ্রগণ্য॥
রাজ্যের চিহ্নিত অমাত্য গোচরে।
তিন জন সাক্ষী সমক্ষে তৎপরে॥
বর কন্যা দোঁহে হয়ে উপনীত।
রেজিষ্টরি করিবেন সাবহিত॥
এতে সন্তানের উত্তরাধিকার
থাকিবে ঘুচিবে সংশয় সবার॥

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

১। সুগম্ভীর অতি মরণের কাল
নিকটে আসিলে পর।
কোন চপলতা উদাসীন ভাব
রবে না হবে তৎপর॥
২। ভব ধাম হ'তে একটি অমর
আত্মার শেষ প্রস্থান।

হবে* সুগম্ভীর চিত্তবিদ্ধকর
যাত্রাযোগ্য দৃশ্যমান ॥
৩। পরলোক যাত্রী গমনের আগে
পার্থিব সম্পদ যত।
যারে যা দিবার থাকে অভিলাষ
দিবেন তা বিধিমত ॥
শয্যাপার্শ্বস্থিত আত্মীয় স্বজন
ভৃত্যগণ আদি সবে।
চুম্বন সম্মান অন্তিম আশিষ
প্রদানি বিদায় লবে ॥
৪। উপস্থিত সব আত্মীয় স্বজন
শেষ কথা বলি তায়।
অতি শান্ত চিত্তে সুগম্ভীর ভাবে
সম্মানি দিবে বিদায় ॥
৫। এইরূপে পরে পৃথিবীর প্রতি
শেষ কার্য্য করি শেষ।
ত্যজিবে সকল অনিত্য বিষয়
বাহিরের মায়ালেশ ॥
চিত্ত আপনার করি প্রত্যাহার
গমনার্থ পরলোকে।
প্রস্তুতির জন্য আপনার মাঝে
প্রবেশিবে আত্মলোকে ॥

৬। প্রিয় পরিজন, ধর্ম্ম জ্যেষ্ঠগণ,
পরলোক যাত্রাযোগ্য।
যাহা প্রয়োজন, করি আয়োজন,
দিবেন পাথেয় ভোগ্য ॥
এইরূপে শেষ, কর্ত্তব্য নিঃশেষ,
করিয়া তাঁহার প্রতি।
প্রশান্ত হৃদয়ে, বন্ধুগণ লয়ে,
দেখিবে আত্মার গতি ॥

৭। বিশ্বাসানুতাপে, আশার প্রতাপে,
আহূত হইতে তায়।
জাগাইতে আর, হৃদয়ে তাহার,
পরলোকের সত্তায় ॥
সঙ্গীত প্রার্থনা, শাস্ত্র আলোচনা,
এইরূপ অনুষ্ঠান।
করিয়া তাহার, সেবা সদাচার,
করিবে যথা সম্মান ॥

৮। কালসিন্ধুতটে, দাঁড়াইয়া বটে,
রয়েছে যাত্রীর বেশে।
বিশ্বাসভেলায়, চড়িয়া ত্বরায়,
যেতে হবে নিজ দেশে ॥
এই ভাব তার, হৃদয়ে সঞ্চার,
যাহাতে হইতে পারে।

সেই কথা বলে, উপায় কৌশলে,
প্রস্তুত করিবে তারে ॥
৯। গৃহে আপনার, লয়ে যাইবার,
জননী মঙ্গলদাত্রী।
আছে অনিবার, নিকটে তাহার,
বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী ॥
স্বভবনে তার, লইয়া যাবার,
সজ্জন আনন্দরব।
করিছে সম্প্রতি, তাঁর প্রত্যাগতি,
হয় যেন অনুভব ॥
১০। মনে যেন তাঁর, এ লোকের আর,
না উঠে চিন্তাতরঙ্গ।
বিষয়বাসনা, করি উত্তেজনা,
না ঘটায় শান্তিভঙ্গ ॥
না করে হতাশ, না বাড়ায় ত্রাস,
যেন শোকোক্তি ক্রন্দন।
অবস্থা সকল, থাকি অবিকল,
করে মান্য সুরক্ষণ ॥
না আনি ধরায়, স্বর্গে পানে ধায়
যে উপায়ে তার মন।
করিবে তাহাই, মিলিয়ে সবাই
নিকটস্থ বন্ধুজন ॥

যারা এ প্রকার শুভ সমাচার
শুনায় সদুপদেশ।
তারাই আত্মীয় বন্ধু অতি প্রিয়,
যাহারা ঘুচায় ক্লেশ॥

১১। হে আত্মীয়গণ, করো না বারণ
বহু ক্ষণ এ গমনে।
আত্মা সুবিহঙ্গ, হইয়া নিঃসঙ্গ,
উন্মুখ এ উড্ডয়নে॥
যাহাতে প্রভুর, নাম সুমধুর,
গাইতে গাইতে মুখে।
বিমুক্তবন্ধন হয়ে আরোহণ,
করে ঊর্দ্ধে মনঃসুখে॥

১২। কর এ সাহায্য, এই বটে ন্যায্য,
মৃত্যুসময়ের যোগ্য।
প্রাণের আরাম, ঈশ্বরের নাম,
এ সময়ে মিষ্ট ভোগ্য॥
উদ্যত যে জন, করিতে গমন,
তীর্থ পরলোকবাসে।
তাহার সম্মান, করে যারা দান,
হৃদয়েতে ভাল বাসে॥
তাঁহারা তখন, করুন কীর্ত্তন,
মিষ্ট নাম দয়াময়।

যেন আহ্লাদিত, সমস্তপ্রাণিত,
তাহাতে সে জন হয়॥

১৩। এরূপে প্রস্তুত, হয়ে মনঃপূত,
চতুঃপার্শ্বস্থিত জনে।
করিবে দর্শন, জন্মের মতন,
এক বার স্বনয়নে॥
মুদিয়া নয়ন, সুপ্রশান্ত মন,
হইয়া তাহার পরে।
আত্মবিসর্জ্জন, করিবে তখন
ঈশ্বরের প্রেমকরে॥

১৪। হৃদয় তাহার, হয়ে মুক্তভাব,
প্রার্থনা করিবে তবে।
ওহে পরমেশ, সমস্ত নিঃশেষ,
হইল আমার ভবে॥
আমি যাহা চাই, যেন তাহা পাই,
চিরশান্তি তব বক্ষে।
যেন আত্মাপাখী, শুদ্ধ দৃষ্টি রাখি,
বিচরে তব সমক্ষে॥
আমার যে আশা প্রাণের পিপাসা,
মিটাবে তুমি কেবল।
তুমি পরলোকে আপন আলোকে
স্বভবনে লয়ে চল॥

১৫। জীবন নিঃশেষ, হয়েছে বিশেষ,
চিকিৎসক যবে বলে।
পরলোক গত, ব্যক্তি পরিত্যক্ত,
দেহ ধৌত শুদ্ধ জলে॥
দুর্গন্ধ বিমুক্ত, শুভ গন্ধযুক্ত,
করিয়া সে শব দেহ।
চিকুর সমস্ত, করিবে বিন্যস্ত,
যথাযথ ভাবে কেহ॥
নূতন বসনে, সাজায়ে যতনে,
নূতন শয্যায় রাখি।
বিমুক্ত কেবল, বদন মণ্ডল,
রাখি দিবে সব ঢাকি॥
১৬। গোলাপবাসিত, সলিল সিঞ্চিত,
করিয়া শবশয়নে।
বিচিত্র বরণ, কুসুম বর্ষণ,
করিবে প্রশান্ত মনে॥
১৭। প্রধান সকল, শোককারী দল,
মৃত দেহ ঘেরি পরে।
বসি জানূপরি, কর যোড় করি,
যেন এ প্রার্থনা করে॥
শোকার্ত্তের হরি, প্রণিপাত করি,
এক বার দয়া কর।

শোকাশ্রু মোচন, সুশান্তি প্রেরণ,
করিয়া যাতনা হর ॥
হে নিত্য ঈশ্বর, হয়ে লোকান্তর,
গিয়াছে এ নিত্যধামে।
করুণা করিয়া, পুণ্য শান্তি দিয়া,
রাখ ইহাকে আরামে ॥
এই ভৃত্য জনে, পুণ্য নিকেতনে,
রাখিয়া তব গোচরে।
ভাগ্যশীল কর, দুঃখভার হর,
পুণ্যময় লোকান্তরে ॥

১৮। মৃত্যুর সংবাদ, পেয়ে সবিষাদ,
বন্ধুগণ আসি সব।
সুপ্রশস্ত ঘরে, মিলিবার পরে,
সেই স্থানে নেবে শব ॥
শেষ দৃষ্টি শবে, নিক্ষেপিয়া সবে,
গেলে, শ্রেষ্ঠশোককারী।
কিংবা পুরোহিত, বস্ত্রে আচ্ছাদিত,
করিবে বদন তাঁরি ॥

১৯। পুরোহিত পরে, বান্ধব ভিতরে,
পরিবার সন্নিধানে।
এইরূপ করে, প্রার্থনার স্বরে,
বলিবে কাতর প্রাণে ॥

অনন্ত ঈশ্বর, প্রতি নারী নর,
জাতির গতি নিয়তি।
হস্তেতে তোমার, আছে সবাকার,
আমরা ত তুচ্ছ অতি॥
সজল নয়নে, তোমার সদনে,
গভীর বেদনা সহ।
হইয়া বিনীত, হয়ে উপস্থিত,
জানাই দুঃখ দুঃসহ॥
আমাদের প্রিয়, পরম আত্মীয়,
ভ্রাতা বা ভগিনী শোকে।
সব পরিবার, ব্যথিত অপার,
আঁধার দেখে আলোকে॥
ওহে কৃপাময়, এই সমুদয়,
শোকতপ্ত ব্যক্তিগণ।
লুণ্ঠিত ধরায়, মর্ম্মাহত প্রায়,
অসহায় অকিঞ্চন॥
ইহাদের প্রতি, করহ সম্প্রতি,
করুণাকটাক্ষপাত।
সবারে উঠাও, শান্তিজল দাও,
করি এই প্রণিপাত॥
"ইচ্ছাপূর্ণ তব হোক" মোরা সব,
এ কথা বলি তোমায়।

পবিত্র জীবন, করিতে অর্পণ
তুমি হও হে সহায় ॥
অসার সকল, তুমিই কেবল,
সত্য হে পরমেশ্বর।
তাই বলি তবে, তোমাকেই সবে,
আমরা ইহার পর ॥
ইহ পরলোকে, আঁধার আলোকে,
জানিব সর্ব্বস্ব ধন।
হেন শিক্ষা দাও, দুরাশা মিটাও,
দাও তব শ্রীচরণ ॥
ভ্রাতা কি ভগিনী, আমাদের ইনি,
সংসারভাবনাভার।
সকল বন্ধন, করিয়া ছেদন,
হইলেন অদ্য পার ॥
আশীর্ব্বাদ কর, হে পরমেশ্বর,
মৃতের এ আত্মার।
যেন নব বাসে, যাইয়া বিশ্বাসে,
উন্নত হয় সত্বর ॥
শুদ্ধ হয়ে আর, কৃপায় তোমার,
তোমাতে অনন্ত কাল।
সুখ কৃতার্থতা, লভি সার্থকতা,
ভুঞ্জুক বিমুক্তজাল ॥

২০। হইয়া তৎপর, প্রার্থনার পর,
সকল বন্ধুমণ্ডলী।
হৃদয়ের ব্যথা, ত্যজিবে সর্ব্বথা,
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলি॥

২১। আত্মীয়নিবহ, শোকী জন সহ,
পালঙ্কে শায়িত শবে।
সগাম্ভীর্য্য ভাবে, তথা লয়ে যাবে,
যে স্থানে সংকার হবে॥

২২। ভয় সংজননী, অধিক রজনী,
কিংবা যদি বৃষ্টি হয়।
কিংবা বিঘ্ন আর, হইলে যাত্রার,
প্রতীক্ষিবে সুসময়॥

২৩। শব লয়ে যবে, উপস্থিত হবে,
সকল বন্ধু শ্মশানে।
শবের শয়ন, করিবে স্থাপন,
পরিষ্কৃত শুদ্ধ স্থানে॥

২৪। দাহ্য কাষ্ঠচয়, করিয়া সঞ্চয়,
যথোচিত পরিমাণ।
বুঝি প্রয়োজন, অন্ত্যায়তন,
করিবে চিতা নির্ম্মাণ॥
দীর্ঘ এক হস্ত হইবে সমস্ত,
শব দেহ চেয়ে ফলে।

এই বিধি স্থির, রাখিবে সুস্থির,
নিতান্ত অভাব স্থলে ॥

২৫। শয্যা সহ দেহ, তুলি কেহ কেহ,
ধীরে ধীরে সে চিতায়।
করিয়া স্থাপন, যথা প্রয়োজন,
চন্দন ইন্ধনে তায় ॥
এমন করিয়া, দিবেক ঢাকিয়া,
চারিদিক সে চিতার।
যেন কোন অংশ, না হয় বিভ্রংশ,
কিংবা অনাবৃত আর ॥

২৬। মৃত দেহ প্রতি, হবে না সম্প্রতি,
সুকঠোর ব্যবহার।
অঙ্গ কি প্রত্যঙ্গ, না করিবে ভঙ্গ,
সঙ্কুচিত আদি আর ॥
অসভাবিহিত, বীভৎসাচরিত,
না করিবে তার প্রতি।
যদি মৃত দেহ, তবু নিঃসন্দেহ,
সম্মানভাজন অতি ॥

২৭। ২৮। করিবে স্থাপন, অগুরু চন্দন,
ধূপ ধূনা স্তরে স্তরে।
শ্রেষ্ঠ শোককারী, হয়ে উল্কাধারী,
কিংবা পুরোহিত পরে ॥

গিয়া সাবধানে, চিতা সন্নিধানে,
বলি পশ্চাদুক্ত কথা।
অর্পিবে অনল, করিয়া উজ্জ্বল,
পরিহরি শোক ব্যথা॥
পরলোকগত, আত্মাপরিত্যক্ত,
এ দেহে ঈশ্বর নামে।
করি সমর্পণ, পবিত্র দহন,
শবের সংকারকামে॥
মৃত্যুশীল যাহা, দগ্ধ নষ্ট তাহা,
হয়ে যায় সুনিশ্চয়॥
যে বস্তু অমর, সে চির অজর,
হইয়া জীবিত রয়॥
হে পরমেশ্বর, হয়ে লোকান্তর,
আত্মা গেল স্বর্গধামে।
ইহাকে প্রসাদ, দাও আশীর্ব্বাদ,
রক্ষ সতত আরামে॥

২৯। শরীর অনলে, ভস্মীভূত হলে,
তার ভস্ম অবশেষ।
সভক্তি যতনে, ধাতব ভাজনে,
গৃহে লয়ে যাবে শেষ॥

৩০। যে দিন উচিত, সম্মান সহিত,
সমাধি নিহিত হবে।

ত দিন মাত্র, অই ভস্মপাত্র,
গৃহে শুদ্ধ স্থানে রবে॥

শ্রাদ্ধ।

১। ২ স্বাভাবিক হবে শোকের উচ্ছ্বাস,
বাহ্য আড়ম্বর না হবে বিকাশ,
যথাযথ ভাবে করিবে শোক।
শোকের আবেগ করো না দমন,
করো না অধিক বাহ্যপ্রদর্শন,
শোকেতে স্বভাব করিবে যোগ॥
৩। ৪। ৫ স্বাভাবিক যত স্নেহ কি মমতা,
সহানুভূতির করো না খর্ব্বতা,
প্রমুক্ত ভাবেতে হউক প্রকাশ।
আত্মীয় তোমার ইহলোক ছাড়ি,
গিয়াছেন পরলোকে নিজ বাড়ী,
তব কি ভুঞ্জিবে আমোদ বিলাস
কিংবা অশ্রুপাত পাপ মনে করি,
দয়ামায়া স্নেহ সব পরিহরি,
হইবে কি তুমি নির্লিপ্ত নির্ম্মম।
ঈশ্বর করুন হেন আশীর্ব্বাদ,
নাহি যেন হয় এমন প্রমাদ,
মানব হৃদয় পাষাণসম।

ঈশ্বরের গৃহে হৃদয়শূন্যতা,
ধরে না কঠোর অস্বাভাবিকতা,
রহিবে সর্ব্বত্র স্বভাবের ক্রম ॥

৬। ৭ পরিমিত হবে শোকের সঞ্চার,
সীমাবদ্ধরূপে হইবে প্রচার,
অতি শোকে ঘটে মস্তিষ্কবিকার।
ঈশ্বরের প্রতি জন্মে অবিশ্বাস,
রোগ হয় আশা প্রেমের বিনাশ,
করে মর্ম্মপীড়া বিষাদ অপার ॥

৮। বিশ্বাসী তোমার শোক বাস্তবিক,
হউক, না হয় যেন সমধিক,
ক্রন্দন চিৎকার পরেশহীন।
অবিশ্বাসী সম, ঈশ্বরে বিশ্বাস,
অমরত্বে হয় যাহার আশ্বাস,
তার মত শোক হউক ক্ষীণ ॥
আশ্বস্ততা আর আত্মসমর্পণে,
পরিমিত অতি যাহার কারণে,
লাভ অতিশয় হইবে তব।
বিশ্বাস বিনয় আধ্যাত্মিক ভাব,
বৈরাগ্য যাহার অতুল প্রভাব,
পরিপক্ক হবে একদা সব ॥

৯। উচ্চ পুণ্যতম উদ্দেশ্যসাধনে,

শোকের উদয় প্রভুনিয়োজনে,
মৃত্যুর নিয়োগ সংযম তরে ;
যাহে ধন মান পার্থিব জীবন,
অতি অনিশ্চিত জানি অন্বেষণ,
অনন্ত জীবন সম্পদ পরে।

১০। সপ্তাহ উপরি মৃত্যু দিন হতে,
শোকপ্রকাশের সময় স্বমতে,
সর্ব্বত্র নিয়ত সমান মানে।
তবুও অধিক হইবারে পারে,
শোকের গাঢ়ত্ব নৈকট্যানুসারে,
কাল পরিমাণ সকলে মানে॥

১১। দেশের ব্যাভার জাতীয় নিয়ম,
প্রকাশিতে শোক করিবে পালন,
বৈরাগ্য বসন পরিবে সবে।
কিন্তু স্বাস্থ্যনাশ দেহের পীড়ন,
যাতে হয় তাহা করিবে বর্জ্জন,
বর্ব্বর আচার নাহিক হবে॥

১২। শোক চিহ্ন যথা বিবিধ প্রকার,
একত্র রক্ষিবে উত্তরীয়াকার,
গৈরিকের খণ্ড অঙ্গেতে ধরি।
আর্য্যগণ সেব্য এ হেন প্রদেশে,

আদৃত নিয়ত বৈরাগ্যের বেশে,
হয় উহা তাই আদর করি॥

১৩। রক্ষিবে নিতান্ত সাহজিক ভাব,
অশনে বসনে শোক অনুভাব,
বাড়িবে সতত প্রবল ঘৃণা।
আমোদে আহ্লাদে সম্ভোগে বিলাসে,
গাম্ভীর্য্য ধীরতা যাহাতে বিনাশে,
কে চায় হৃদয়বিহীন বিনা॥

১৪। বাহিরের লোকে করিতে জ্ঞাপন,
সতর্ক করিতে তাঁহাদের মন,
গৃহভিত্তি পরে যথায় আবাস।
ঊর্দ্ধ অধোভাবে সুলম্বিত করি,
ভূতল চুম্বিয়া প্রাচীর উপরি,
রাখিবে প্রকাশ্যে গৈরিক বাস॥

১৫। অষ্টম দিবসে শোকের সময়,
হলে অপগত, শোককারিচয়,
অভিষেক করি পবিত্র হয়ে।
দলবদ্ধ হয়ে, চিতাভস্মভরা,
পবিত্র আধার গাম্ভীর্য্যে অত্বরা,
সমাধিভূমিতে যাইবে লয়ে।

১৬। ১৭। শ্রেষ্ঠ শোককারী ভস্মপাত্র লয়ে,

প্রাগুক্ত গৈরিকে নিশান উড়ায়ে,
গেয়ে বন্ধুদল্ম শোকের গীতি।
ধীরে ধীরে ধীরে সমাধিভূমিতে,
উপনীত সবে হলে, পুরোহিতে,
করিবে প্রার্থনা যথোক্ত রীতি॥
স্বর্গবাসী পিতঃ, তোমারি আদেশে,
স্মৃতিচিহ্নরূপে চিতাভস্ম শেষে,
করিনু আমরা স্থাপন তাঁর।
গিয়াছেন তিনি তব সন্নিধানে,
তোষ তাঁরে তুমি শান্তি সুধাদানে,
করগো ভসমে আশিষ বিস্তার॥
অফুরন্ত তব শান্তি সুধাধন,
ক্ষয় নাহি যার জগতে কখন,
সেই শান্তিবারি সবারে দাও।
পরলোকগত প্রিয় বন্ধুবর,
সমাগত বন্ধু কুটুম্ব বিস্তর,
সকলের পানে সস্নেহ চাও॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
১৮। ১৯ স্বহস্তে কর্ণিক লয়ে পুরোহিত,
ইষ্টক চুণার পাত্র আচ্ছাদিত,
করিবেন পুনঃ সাদর অতি।
যথাকালে স্তম্ভ করিয়া নির্ম্মাণ,

মর্ম্মরপ্রস্তরোপরি সপ্রমাণ,
আত্মীয়ের নাম লিখিবে তথি॥

২০। ২১। তার পরে বন্ধু বান্ধবনিচয়ে,
শ্রাদ্ধভূমি কিংবা গৃহদেবালয়ে,
বসিলে সদলে আসন প'রে।
করিবে আচার্য্য ব্রহ্ম উপাসন,
অধ্যেতা স্বজন সহ প্রবচন,
পড়িবে বুঝাবে সরল করে॥

২২। শ্রেষ্ঠ শোককারী কিংবা জ্যেষ্ঠ সুত,
শ্রাদ্ধকর্ত্তা রূপে হইয়ে প্রস্তুত,
ভ্রাতারে আপনা পাশেতে লয়ে।
করিবে প্রার্থনা পিতার বিয়োগে,
পরমেশ প্রতি অতি অনুরাগে,
বিনীত হৃদয়ে প্রণত হয়ে॥
ওহে পরমেশ, দিয়েছিলে তুমি,
তুমিই লইলে পরলোকভূমি,
পিতৃহীন মোরা হয়েছি হায়।
কোন দেশে তিনি আছেন এখন,
করেছেন তিনি কোথায় গমন,
জানি না আমরা কিছুই তায়॥
মৃতগণ করে যে দেশে গমন,

তা হ'তে ফিরিয়া আসে না কখন,
মানুষ তাহার কি জানে বল?
এই মাত্র জানি জনক মোদের,
হয়ে দুঃখশোকবিমুক্ত ভবের,
গিয়াছেন যথা অমর দল॥

পিতার জনক, প্রাণেশ আমার,
রাখ তাঁরে পদ প্রান্তে অনিবার,
তব সহবাসে আনন্দে যেন।

অনন্ত জীবন প্রেম পুণ্যধন,
স্বর্গীয় আনন্দ করি আহরণ,
বিহরেন তিনি অমর হেন॥

তব প্রেমমুখ দেখাও তাঁহারে,
তব প্রেমসুধা পিয়াও অবারে,
দাও প্রেমানন্দ তাঁহার মনে।

বিপদ পরীক্ষা দুঃখেতে যে জন,
ছিলেন সহায় মোর অনুক্ষণ,
তিনি তো এখন তোমার সনে॥

পিতৃহীন মোরা অতি অসহায়,
তুমি দয়াময় অনাথ আশ্রয়,
তুমি পিতৃহীন জনের পিতা।
তাই ঘোর শোকে বিরহজ্বালায়,

তোমার আশ্রয় নিরন্তর চায়,
বিতর সান্ত্বনা কল্যাণদাতা ॥

শান্তিপ্রদ তব সুমধুর বাণী,
শুনাও, জননি, দিবস যামিনী,
তাপিত হৃদয় শীতল কর।

শোকদগ্ধ চিত্তে তুমি শান্তিবারি,
তব পানে চায় কাতর ভিখারী,
তুমি জগতের সন্তাপহর ॥

প্রাণের ঈশ্বর অনিত্য বিষয়ে,
অস্থায়ী সম্মানে বিমোহিত হয়ে,
থাকে না হৃদয় যেন আর কভু।

ফিরাও তাহারে স্বরগের পানে,
অতুল সম্পদ বিরাজে যেখানে,
তোমার চরণ সেবিতে প্রভু ॥

অমরাস্বাদন জগৎ ত্যজিয়ে,
তোমার আলয়ে, গেছেন চলিয়ে
আমরাও পুনঃ তাঁদের সনে।

যথা কালে গিয়ে সকলে, মিলিব
তব প্রেমমুখ সদা নিরখিব,
এই আশা দাও মোদের মনে ॥

শুদ্ধ করি লও মোদের জীবনে,
যেন মোরা সব ব্রহ্মনিকেতনে,
চিরদিন পারি করিতে বাস।

অনন্ত রাজন্, তোমারি বিজয়,
তোমারি বিজয় তোমারি বিজয়,
তোমারি বিজয় নিয়ত আশ॥

২৩। আচার্য্য তৎপর করিয়া প্রার্থন,
করিবেন এই শান্তি উচ্চারণ,
ভক্তি ভরে অতি প্রণত হৃদে।

শ্রাদ্ধদিনে আজ বুঝাও, ঈশ্বর,
মোরা ধূলিসম অতি বিনশ্বর,
সার নিত্য সত্য তুমি জগতে॥

এই ছিল নর কোথা গেল হায়,
আমোদ আহ্লাদ রহিল কোথায়,
সব উড়ে গেল স্বপন হেন।

অবাধে ফেলিয়া সংসারে সকল,
একাকী চলিল মানুষ কেবল,
ভাসিল অনন্ত সাগরে যেন॥

অনন্ত দেবতা তব শ্রীচরণে,
এই ভিক্ষা, নাথ, করি কায়মনে,
আত্মার সম্পদ শাশ্বতধনে।

মোদের হৃদয় বাঁধ, পরলোক
বিশ্বাসবিষয় গাঢ়তর হোক,
প্রস্তুত কর অনন্ত জীবনে ॥

ইহলোক ছাড়ি পরলোকগত,
যে আত্মা তাহারে কৃপায় নিয়ত,
স্বর্গের আলোক মহিমা দাও।
পার্থিব বিচ্ছেদ ঘটেছে মোদের,
কিন্তু প্রাণগত অনন্ত যোগের,
নিত্য অবিচ্ছেদে হৃদয় ভাসাও ॥

অযাচিত তব করুণার নামে,
পরিণত হোক মর্ত্ত্য স্বর্গধামে,
ইহলোকে তার পেয়ে সুধাভাস।

শিখিছি হেথায় মোরা অহরহ,
অমরাত্মা সাধু পরীবার সহ,
তোমাতে নিয়ত করিতে বাস ॥

দয়াময় প্রভু করুণাসাগর,
সান্ত্বনার উৎস প্রেমের আকর,
পরিবারে শান্তি করুন দান।

এই গেহ তাঁর আশিষ লভিয়া,
স্বর্গের নিলয় সদৃশ হইয়া,
তাঁর কীর্ত্তি সদা করুক গান ॥

২৪। শ্রাদ্ধকর্ত্তা পরে বিনীত অন্তরে,
আশিষ মাগিবে ব্রহ্মের দুয়ারে,
কৃতজ্ঞতাভরে ভক্তিতে গলে।

পিতা পিতামহ, জনক তাঁদের,
প্রাচীন পুরুষ মোদের বংশের,
ধন্য ধন্য হৌন তোমার বলে॥

প্রাণের আত্মীয় স্বজন বান্ধব,
আর্য্য মুনি ঋষি, ভক্তদল সব,
স্বদেশী বিদেশী প্রেরিত যত।

সাধু মহাজন, ধর্ম্মনেতৃগণ,
শত্রু মিত্র আদি, আত্মা অগণন,
ধন্য হৌন সবে জনমগত॥

জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আত্মীয়বিহীন,
ধার্ম্মিক সুজন, পাতকী সুদীন,
চিদাকাশবাসী অমর সব।

তোমার কৃপায় লভিয়ে আরাম,
হয়ে শান্তিযুত নিত্য আত্মারাম,
ধন্য হৌন তাঁরা অধীনে তব॥

২৫। শ্রাদ্ধীয় সামগ্রী, পরে এই ভাবে,
ব্রহ্মপাদপদ্মে যত্নে উৎসর্গিবে,
অমুক তিথিতে অমুক মাসি।

অমুক পক্ষেতে, ব্রহ্ম নামে আজ,
উৎসর্গিনু আমি ভক্তদল মাঝ,
ভক্তি সহকারে সামগ্রীরাশি ॥
পরলোকগত আত্মার সম্মান,
জনসমাজের মঙ্গল বিধান,
করিবারে আমি বিনয় ভরে।
এ সব সামগ্রী করিলাম দান,
আশীর্ব্বাদ কর করুণানিধান,
পরলোকবাসী বান্ধববরে ॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রত গ্রহণ।

১। এইরূপ যত গৃহধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কথিত হইল পূর্ব্বে প্রধান প্রধান ॥
ইহা ভিন্ন আধ্যাত্মিক উচ্চ অভিপ্রায়।
সিদ্ধির নিমিত্ত আছে ব্রত সমুদায় ॥
বিশেষ সাধকে নববিধান মণ্ডলী।
স্বতন্ত্র ব্রত গ্রহণে বিধি দেন বলি ॥
২। এই কথা নিরন্তর রাখিবে স্মরণে।
নাহিক নিজস্ব গুণ ব্রত আচরণে ॥

কিন্তু প্রয়োজনীয়তা ফলবত্তা আর।
প্রত্যেক ব্রতের আছে সংশয় কি তার?
৩। উপকারলাভ জন্য ব্রত প্রয়োজন।
সম্মান গৌরব জন্য নহে কদাচন॥
৪। যেই ব্রত এক জনজন্য হিতকর।
অপরের পক্ষে তাহা নহে যোগ্যতর॥
সময়বিশেষে যাহা দেয় ইষ্টফল।
সর্ব্বদা তেমন নাহি ফলে অবিকল॥
৫। রুগ্ন জন যথা করে, ঔষধ সেবন।
অরোগীর তরে তাহা, নহেত কখন॥
তেমনি ব্রতাদি জেন, প্রত্যেক মানবে।
অভাব অবস্থা বুঝি ফল দেয় সবে॥
৬। প্রয়োজন বিনা যেবা ব্রত আদি করে।
মগ্ন হয় সেই নব বৃথা আড়ম্বরে॥
৭। আত্মার অভাব বুঝি বিধানমণ্ডলী।
পাপনাশহেতু ব্রত দেন সবে বলি॥
যার যেই প্রয়োজন, যেই পরিমাণ।
ব্রতের ব্যবস্থা তিনি করেন বিধান॥
৮। সতীত্ব সদ্ভাব যোগ ভকতি বিনয়।
ক্ষমা দয়া শাস্ত্রপাঠ বৈরাগ্যনিচয়॥
মিতপানাহার জীবে দয়া অতুলন।
আত্মজ্ঞান আত্মত্যাগ বিষয়বর্জ্জন॥

বাধ্যতা দাসত্ব প্রেম ব্রত গুণাধান।
বিধানমণ্ডলী সদা করেন বিধান॥
৯। এইরূপ কত ব্রত আছে অগণন।
পিতৃমাতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম অতুলন॥
সন্তানবাৎসল্য আধ্যাত্মিক পরিণয়।
গৃহপরিষ্কৃতি নিত্যকাল মিতব্যয়॥
১০। বালবৃদ্ধ শিশু প্রৌঢ় পুরুষ রমণী।
পতিহীনা বিপত্নীক তরুণ তরুণী॥
রাজা প্রজা প্রভু ভৃত্য সুস্থ রোগীজন।
গৃহস্থ প্রেরিত ধনী ধার্ম্মিক সুজন॥
কৌমার ব্রতেতে রত অথবা যে নর।
বিবাহিতা আছে সব ব্রত স্বতন্তর॥
১১। সামাজিক গার্হস্থিক রাজনীতিগত।
জগতের হিতকর ব্রত আছে কত॥
আত্মা মন হিতকর দেশের উদ্ধারে।
নৈতিক ব্রতাদি আছে অশেষ প্রকারে॥
১২। ব্রহ্মের শকতি বিনা কিন্তু কোন জন।
নাহি পারে সে সকল পালিতে কখন॥
১৩। সংকল্প করয়ে নর আত্মশুদ্ধিতরে।
কিন্তু শুধু ব্রহ্মকৃপা ফল দান করে॥
১৪। অকল্যাণ জয়ে নাই সামর্থ্য তোমার।
হে সাধক, স্মরণে রাখহ অনিবার॥

তব অনুষ্ঠানে বল, কি বা ফলোদয়।
একটিও পাপ তাহে নাহি হবে ক্ষয়॥

১৫। প্রার্থনা ব্রতের প্রাণ সাফল্যের দ্বার।
প্রার্থনা না হলে জেন, সকলি অসার॥

১৬। নিয়মে সংকল্পে কিংবা ব্রত অনুষ্ঠানে।
বিন্দুমাত্র গুণ নাই, বোধ সদা মনে॥
সরল বিনীত ভাবে প্রেমে অনিবার।
প্রভুর চরণতলে হৃদয় তোমার॥
যখন প্রার্থনা করে কায়বাক্য মনে।
ব্রতের সাফল্য তব জানিও তখনে॥

১৭। অতএব ব্রত যবে করিবে গ্রহণ।
অহংকার অভিমান দিবে বিসর্জ্জন॥
ব্রহ্মকৃপা স্রোতে প্রাণ দিবে ভাসাইয়া।
তাঁহার সাহায্য চাও ভিখারী হইয়া॥
অন্ধকারহর তাঁর আলোক সুন্দর।
লভিতে একাগ্র চিত্তে চাও নিরন্তর॥

রিপুসংহার ব্রত।

১। ব্রতের প্রধান হয় ইন্দ্রিয়বিজয়।
রিপুসম শক্র কে বা, সংহারে তাহারে যে বা,
সেই ধন্য যাহে তার হয় পুনঃ ক্ষয়।
সকলের অগ্রে তার উচিত নির্ণয়॥

২। পবিত্রতা সব চেয়ে মহান্ যেমন।
সেই হেতু আত্মজয়, পাপজ বাসনাক্ষয়,
করিবারে যেই ব্রত করিবে গ্রহণ।
ব্রত মধ্যে সেই ব্রত শ্রেষ্ঠ অতুলন॥

৩। যেই নর হয় যেহ পাপের অধীন।
তার গুরুভাব হ'তে, আপনারে বিমোচিতে,
পবিত্র চরিত্র হ'তে হইবে প্রবীণ।
এই তার কার্য্য হয় অক্ষীণ অদীন॥

৪। কেহ ক্রোধী কেহ লোভী কেহ অহঙ্কারী।
কামাধীন স্বার্থপর, হয় কোন কোন নর,
কুবাসনা কুচিন্তায় হৃদয় বিকারী।
রোধে ভক্তি হয় উপাসনাবিঘ্নকারী॥

৫। রিপুবৃন্দ হয় যাহে সমূলে নির্জ্জিত।
এ হেন সংযম অতি, হ'য়ে অতি দৃঢ়মতি,
সাধিবে নিয়ত তুমি জানি আত্মহিত।
কঠোর সংযম ইথে অতীব বিহিত॥

৬। পাপের গুরুত্ব তব বুঝুক অন্তর।
দিবস সপ্তাহ ভরি, হাস্যামোদ পরিহরি,
সরল বিনীত হয়ে অনুতাপ কর।
প্রার্থনা পরীক্ষা নিজ কর নিরন্তর॥

৭। যখন হইবে তবে প্রস্তুত অন্তর।
প্রভুর প্রেরণা তায়, অবতীর্ণ যবে ভায়,
ব্রত গ্রহণের দিন নিয়োজিত কর।
হইবে তোমার ব্রত রিপু বিঘ্নহর॥

৮। অনুতপ্ত পাপী জন, প্রত্যূষে উঠিয়া।
মানবের অগোচরে, পরম প্রভুর দ্বারে,
হৃদয়ের গুপ্ত পাপ স্বীকার করিয়া।
কাঁদিবে ব্যাকুল ভাবে পাপের লাগিয়া॥

৯। তার সম সরলাশ্রু হইবে তাহার।
পাপে অস্থি ভগ্ন যার, নরকযন্ত্রণাধার
হৃদয়, যে যোগ্য নয় মুখ দেখাবার।
ঈশ্বরে মানবে ধূলিনত সম তাব॥

১০। অবগাহনের বিধি আছয়ে যেমত।
সেইরূপ স্নান করি, পবিত্র বসন পরি,
দেবালয়ে উপাসনা করি বিধিমত।
নির্জ্জনে সমাজে কিংবা লইবেক ব্রত॥

১১। "পাপজয়ী ব্রহ্মকৃপা হউক সহায়।
সাধুভক্ত মহাজন, অমরাত্মা দেবগণ,

তাঁদের চরণধূলি লাগুক মাথায়।
শুদ্ধ হো'ক মন প্রাণ ব্রহ্মের কৃপায়॥"

১২। এইরূপে কৃপাভিক্ষা করিয়া অন্তরে।
যে রিপু বিনাশতরে, সাধক সংকল্প করে,
উচ্চারিয়া নাম তার অতি ক্রোধভরে।
তিরস্কার আক্রমণ করিবে সজোরে॥
"ওরে ক্রোধ তুই মোর হৃদয় আগার।
জঘন্য নরক প্রায়, করেছিস্ হায় হায়!!
কাল হয়ে গেছে অস্থি পরশে তোমার।
নিশ্বাসে পাপের গন্ধ, বহিছে আমার॥
আত্মার, প্রভুর শত্রু তুই নীচাশয়।
বিবেকেরে ঠেলে ফেলে, কলুষ ভাবনাজালে,
বেঁধেছিস প্রাণ মোর হইয়া নির্দ্দয়।
প্রভু হয়ে দিতেছিস্ কষ্ট অতিশয়॥
প্রার্থনায় শান্তি আমি পাই না হৃদয়ে।
বিষমাথা শেলে তোর, জর্জ্জরিত হিয়া মোর,
না পারি কাটাতে দিন পবিত্র হইয়ে।
তাই বিনাশিব তোরে, ব্রহ্মের সহায়ে॥
ব্রহ্মের তনয় ঈশা আমার ভিতরে।
থাকিয়া বলিছে তোরে, দূর দূর পাপ ওরে,
পবিত্র প্রতিজ্ঞাবলে তাড়াব তোমারে।
কাটিব ও পাপ নাশি পুণ্য তরবারে॥

নরকের কীট ক্রোধ, চলে যারে দূরে।
সম্মুখ সমরে তোরে, কাটিবারে একেবারে,
ছাড়িবারে তোরে, পাপ-চিরকাল তরে।
আদেশিয়াছেন প্রভু দয়াল আমারে॥
ব্রহ্মের পবিত্র তেজে দিব্য শক্তিবলে।
তোর পাপ বক্ষঃস্থলে, বিদারিয়া কুতূহলে,
পবিত্র ব্রতের অসি প্রকৃষ্ট সবলে।
ধ্বংস হ! ওরে পাপ যারে দূরে চলে॥
আজ শুভ দিন হতে আমার জীবন।
পবিত্রতা শুদ্ধতায়, বাড়ুক শশীর প্রায়,
রিপুজয়ে সাক্ষী হোক স্বরগ ভুবন।
পাপিশিরে ব্রহ্মকৃপা হোক বরষণ॥
১৩। ব্রতশেষে করিবে প্রার্থনা হ'য়ে দীন।
পতিতপাবন হরি, মোরে সহায়তা করি,
আশিষ, করহ শত্রুজয়ী চিরদিন।
যেন এর প্রলোভনে নাহি হই ক্ষীণ॥
আজি এ আত্মাতে যেই সাধিলে বিজয়।
আলোকের অন্ধকার, উপশি এ জয় তার,
হোক স্থায়ী, নিখিল গৌরব তব হয়।
জয় জয় তব পুণ্য নামের অক্ষয়॥

বালক বালিকাগণের চিত্র

সাধন ব্রত।

১ ২। চিত্রযোগে শিক্ষাদান, অতিশয় মূল্যবান,
উপযোগী বালক বালিকাগণে হিত।
ধর্ম্মনীতিসংঘটিত, সত্য সব অপ্রমিত,
সুকোমল সুপ্রবণ হৃদয়ে মুদ্রিত॥
অতীব সহজে হয়, চিত্রযোগে জাগরয়,
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবরাজি বালজনোচিত।
হয় তাহে সুশিক্ষিত, নিয়মিত সুবর্দ্ধিত,
সহজ রীতিতে প্রস্ফুটিত শিশুচিত॥

৩। দশম বরষ হতে, বার বর্ষ সুতা সুতে,
চিত্র সাধনের তরে লওয়াইবে ব্রত।
সচিত্র বিবিধ রেখা, নানাবিধ ভাবে আঁকা
সপ্তদিন প্রিয়তমে শিখাবে নিয়ত॥

৪। তণ্ডুল বিচূর্ণ করি, অথবা লইয়া খড়ি,
মিশাইয়া সেই চূর্ণ নির্ম্মাণ করিতে।
গৃহের প্রাঙ্গণস্থলে, নানারূপে কুতূহলে,
স্থূলভাবে আঁকিবেক অতি অবহিতে॥

৫। চিত্রযোগে অধ্যয়ন, সাধনের আয়োজন,
করিবেন অগ্রজন্মা ভগিনী জননী।
অথবা অপর কেহ, রক্ষণে নিযুক্ত যেঁহ,
অপরাহ্ণে প্রতিদিন পুরন্ধ্রী রমণী॥

৬। ৭। শিক্ষার্থী মিলে সকলে, কিংবা শুধু একা হ'লে,
চিত্রের বিচিত্র পাঠ করিবে গ্রহণ।
আরম্ভদিনে সোল্লাস, পরিবে নূতন বাস,
গলদেশে ফুলহার করিবে ধারণ॥

৮। মাতা শিশুগণে লয়ে, প্রবেশিলে দেবালয়ে,
ভূমিতল স্পর্শ করি দণ্ডবৎ হয়ে।
অতি ভক্তিযুক্ত মনে, বিমল ব্রহ্ম-চরণে,
প্রণাম করিবে সবে আনন্দ হৃদয়ে॥

৯। ১০। জননী সে শিশুদলে, লইয়া সাধনস্থলে,
প্রবর্ত্তয়িবেন অনুষ্ঠান সবাকার।
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়ে, বলিবে প্রণত হ'য়ে,
শিশুর ঈশ্বর, নিত্যগৌরব তোমার॥
বালক বালিকাগণ, তব অতি প্রিয়জন,
তোমারি গৌরব সর্ব্বোপরি অনুক্ষণ।
স্বর্গস্থিত প্রিয়তম, পিতা মাতা অনুপম,
গৌরব তোমায় মোরা করিছি অর্পণ॥

১১। শিক্ষার্থী তাহার পরে, বলিবে মধুর স্বরে,
শুভকর হোক মোর ব্রত সনাতন।

ঈশ্বর তনয়ে তাঁর, করুণ আশিষ যাঁর,
পবিত্র হউক মন চিত্রে সুনিপুণ ॥

১২। এক (১) অঙ্ক ভূমিতলে, অঙ্কিবেন কুতূহলে
মাতা, পুষ্প দিবে শিশু বলি তদুপরি।
এক ব্রহ্ম, এক ধর্ম্ম, এক পরিবার শর্ম্ম,
এক শাস্ত্র, একগতি, ভেদ পরিহরি ॥

১৩। বিধান পতাকাকৃতি, দ্বিতীয় চিত্রের প্রতি,
পুষ্পচয় ছড়াইয়া প্রফুল্ল হৃদয়।
বলিবে সন্তান চয়, নব বিধানের জয়,
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় ॥

১৪। ইউরোপ এসিয়ার, আমেরিকা আফ্রিকার,
মান চিত্র আঁকি সবে করিয়া সম্মান।
বলিবে ভকতিভরে, চারি মহাদেশোপরে,
শান্তি শুভ ইচ্ছা ঐক্য হোক মূর্ত্তিমান্ ॥

১৫। ভূমিতলে চিত্ররেখা, আছয়ে যে সব আঁকা
বালক তাহার পাশে গিয়ে একে একে।
রাখি নব পুষ্পরাশি, প্রেমভক্তিভরে ভাসি
এই ভাবে বলিবেক আনন্দকৌতুকে ॥

১৬—২০। মুদ্রাধারের প্রতি—
পৃথিবীর ধনচয়, চেয়ে মূল্যবান্ হয়
সত্য, যার সম কিছু নহে অভিমত।

চন্দ্র সূর্য্য—সাধুতা তপনপ্রায়, যেন মোর শোভা পায়,
স্নিগ্ধ হো'ক প্রেম মোর সুধাংশুর মত ॥
নদী—যথা ধায় স্রোতস্বতী, নিরন্তর বেগবতী,
কলস্বরে জলদানে তোষে সবাকারে।
তেমনি জীবননদী, বহে যেন নিরবধি,
বিলায় জীবনবারি হাজার হাজারে ॥

চন্দন—যবে মোরে শত্রু নরে, পীড়ন প্রহার করে,
চন্দন তরুর ন্যায় আমি যেন তারে।
সুমধুর স্নিগ্ধবাস, দেই যেন বার মাস,
শত্রুর কপোল যেন চুম্বি বারে বারে ॥

পর্ব্বত—অটল প্রস্তর মত, বিশ্বাস মোর নিয়ত,
হিমাচলপ্রায় মোর চরিত্রের বল।
হো'ক নিত্য প্রকাশিত, পবিত্র হউক চিত,
নিত্য নিত্য নীতিবলে হইয়া সবল ॥

২১২২। শিক্ষার্থী বালিকা হলে, তার তরে কুতূহলে,
এই চিত্র রেখা সব করিবে বিন্যাস।

কণ্ঠহার—হার যথা গলদেশে, শোভা পায় সবিশেষে,
তেমনি সতীত্ব হার পাউক বিকাশ ॥

২৩.২৪। বলয় ও অবগুণ্ঠন—

দয়ার বলয় যেন, শোভা পায় হীরা হেন,
লজ্জা যেন হয় মোর মুখাবগুণ্ঠন।

শিক্ষার্থী করিয়া নতি, বলিবে এ ব্রত অতি,
মহৎ, সাফল্য প্রভু করুন অর্পণ॥

২৬।২৭। অনুষ্ঠান শেষ হ'লে, চিত্র রেখা ধুয়ে ফেলে,
পুনঃ সপ্তাহের তরে করিবে এমন।
শেষ অনুষ্ঠান দিনে, শান্তি বাক্য উচ্চারণে,
ভক্তিভরে করিবেক ব্রত সমাপন।

২৮। শিক্ষার্থী তাহার পরে, ক্রীড়াবন্ধু সহচরে,
পরম আনন্দে সমাদরে খাওয়াইবে।
পিতামাতা গুরুজনে, প্রণমিবে কায়মনে,
দীনে দানে, জীবগণে * আহারে তুষিবে।

আধ্যাত্মিক উদ্বাহ।

১। পবিত্র সখ্যবন্ধনে দম্পতী দুজনে,
পবিত্রাত্মা হরি যবে করেন আহ্বান।
সে মধুর ধ্বনি শুনি, উভে কায় মনে,
স্বর্গীয় উদ্বাহ ব্রত করিবে বিধান॥

২। নহে পূর্ণ কভু তব পূর্ব্ব পরিণয়,
শুধু অংশ মাত্র, উহা হইবে এখন।

---

* জীবগণে—পশু পক্ষী এবং কীট প্রভৃতিকে।

পূর্ণ প্রেমসম্মিলনে পূর্ণ সুখময়,
ভাতিবে প্রেমের চন্দ্র হৃদে অনুক্ষণ॥

৩। এত দিন ছিল যারা মর্ত্ত্যসহচর।
এবে হল তারা দোঁহে স্বর্গের কিঙ্কর॥

৪। কিসের কারণ তবে বিবাহবন্ধন ?
ইন্দ্রিয়বিলাসী যুবা বলয়ে সকলে।
বংশ বৃদ্ধি আর স্বার্থ সুখের কারণ,
আপনারে বাঁধে নর বিবাহ শৃঙ্খলে॥

৫। স্বর্গের সংহিতা কিন্তু বলে না এমন,
ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশিতে দম্পতী দুজনে।
শিক্ষাদান তরে হয় বিবাহবন্ধন,
অন্য কোন ভাব ইথে না রাখিবে মনে॥

৬। একবার করেছেন যাঁরা পরিণয়,
পুনঃপরিণয়ে তাঁরা হউন সঙ্গত।
দম্পতীর সুগভীর পার্থিব প্রণয়,
আধ্যাত্মিক যোগামৃতে হো'ক পরিণত॥

৭। চত্বারিংশবর্ষ হতে পঞ্চাশ বৎসর,
আধ্যাত্মিক বিবাহের প্রকৃত সময়।
সাংসারিক চিন্তা হ'তে লয়ে অবসর,
এই কালে করিবেক পুনঃপরিণয়॥

৮।৯। জীবনের গুরুভার করিলে বহন,
পার্থিব কর্ত্তব্য নানা গৃহকার্য্য যত।

সুবিহিত সুসম্পন্ন হইল এখন,
হ'ল সুখদুঃখভোগ জীবনে নিয়ত ॥
পার্থিব দাম্পত্য সুখ করিলে সম্ভোগ,
আধ্যাত্মিক বিবাহের প্রকৃত সময়।
তার কার্য্যে অধিকারে দাও মনোযোগ,
সাবহিত কর দোঁহে দিব্য পরিণয় ॥

১০। আপনার চিত্তক্ষেত্র করিতে প্রস্তুত,
যতনে দম্পতী দোঁহে তিন দিন ভরি।
আত্মদৃষ্টি শাস্ত্রপাঠে ধ্যানে মনঃপূত,
প্রার্থনা সংযমে কাট দিবস সর্ব্বরী ॥

১১। পতিপত্নী দোঁহে মিলে চতুর্থ দিবসে,
স্নান করি পরিষ্কৃত পরিবে গৈরিক।
যোগ দিবে দেবালয়ে যতচিত্তে পাশে,
প্রাতে উপাসনা কৃত্যে প্রতিদৈবসিক ॥

১২। নিয়মিত উপাসনা হলে অবসান,
সম্মুখীন ভাবে বসি নূতন আসনে।
প্রিয়তমা বনিতারে হয়ে একপ্রাণ,
বলিবেন ধীরে ধীরে আনন্দিত মনে ॥

১৩।১৪। আজ মিলি স্বর্গে দিব্যপরিণয়হেতু,
পুরোহিত-ব্রহ্ম, সাক্ষী অমরসদন।
নিত্যকাল ধন্য হৌন প্রভু পুণ্যসেতু,
পত্নী করে ধন্যবাদ শান্তি উচ্চারণ ॥

১৫। স্বামী—প্রিয়তমে, পৃথিবীতে আমরা দুজনে
কত সুখ দুঃখ শোক বিঘ্ন প্রলোভন।
সহিয়াছি এবে তাহা কহিব কেমনে,
কত ভাবস্রোত গেছে বয়ে এ জীবনে॥
বিচিত্র জীবন পথে সয়েছি বিস্তর,
একত্রেতে শোক দুঃখ চিন্তা অগণন।
মিলিত ভৃত্যের প্রায় হৃদয় এ কর,
এক সঙ্গে কত কার্য্য করেছে সাধন॥
পুরস্কৃত করি প্রভু পূর্ব্ব পরিণয়ে,
উচ্চ কার্য্যক্ষেত্রে পূর্ণ করিবার তরে।
অশরীরী পতি পত্নী অধ্যাত্ম হৃদয়ে,
সম্মিলিত হইবারে ডাকেন আদরে॥
সেই পুণ্যরাজ্যে মোরা পশি কুতূহলে,
চির ভৃত্য হয়ে তাঁর রব অনুক্ষণ।
তাঁর সহ প্রেমযোগে মিশিয়া সকলে,
তিনে এক হয়ে, ইথে প্রস্তুত কি মন?

১৬। স্ত্রী—প্রভুর আদেশ আমি করিতে পালন,
প্রস্তুত অবলা আমি কিন্তু, প্রিয়জন।
ব্রতমধ্যে কঠিন এ ব্রতেতে গণন,
সহায় হউন মোর, পতিতপাবন॥

১৭১৮। স্বামী—সর্ব্বশক্তিমান্ হরি, দয়ার ঠাকুর,
মোদেরে দুর্ব্বল জানি হউন সহায়।

মুক্তিপ্রদ আলোক ও শকতি প্রচুর,
বিতরুন, নারী স্বস্তি উচ্চারে তাহায়॥

১৯। স্বামী—নবীন বিবাহগ্রন্থি গভীর এ ব্রত,
দৃঢ় করিবারে বিনির্দ্দিষ্ট সপ্ত দিন।
বিনয়বিশ্বাসপ্রার্থিজন অনুমত,
নির্ভরে সপ্তাহ যাবে কৃপার অধীন

২০।২১। তথাস্তু বলেন পত্নী, পতি অতঃপর,
চান বলি, ওগো ব্রহ্মকন্যা ব্রহ্মদাসী।
দাও বাঁধি পুষ্পমাল্য তব দক্ষকর,
আত্মার মিলন চির তাহে পরকাশি॥

২২।২৩।২৪। স্বস্তি উচ্চারেন পত্নী, পতি পুনঃ ভাষে,
যথার্থই প্রেমগ্রন্থি যদি এই হয়।
অনন্তকালের ইহা পত্তন প্রকাশে,
সময়ে উদ্বাহ আজ, কিন্তু এ অক্ষয়॥
আজি মোরা পৃথিবীতে একত্র মিলিত,
দেখিব মিলন এই স্বর্গধামে পুনঃ।
বিশ্বসি আমিও আশা করি সুনিশ্চিত,
হোক এইরূপ পত্নী ভণে অনুগুণ॥

২৫। স্বামী।—গৈরিক বসন একতন্ত্রী এ আসন।
জীবনের সহযাত্রী লও হাতে হাতে।
প্রবচনগ্রন্থ ব্রহ্মরাজনিদর্শন,
বিধানপতাকা হও বিশ্বস্ত ইহাতে॥

স্ত্রী —কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি লইনু এ সব,
দয়াল শ্রীহরি মোরে দিন অনুমতি।
ছাড়িয়া আসক্তি মায়া ভবের বিভব,
প্রভুর অভয় পদে লভি গো মুকতি॥
২৭। স্বামী—প্রভুর আদেশ এই, আমরা উভয়ে,
হস্ত মন অকলঙ্ক রাখিব যতনে।
কাম ক্রোধ অহঙ্কার আসক্তিসংক্ষয়ে,
সমুন্নত হই মোরা সাধন ভজনে॥
বিশ্বাস সাধুতা প্রেমে হব বিভূষিত,
দীন হীনে ভিক্ষাদান বিপন্নেরে দয়া।
করিব নিয়ত সুখে, হব সমাহিত,
সুগভীর যোগ ধ্যানে, ঈশ্বরতনয়া॥
সদালাপ শাস্ত্র পাঠ প্রার্থনা সংযম,
সমধর্ম্মী সাধকের মতন দুজনে।
মিলিয়ে উভয়ে মোরা সাধি সসম্ভ্রম,
প্রবেশিব যোগামৃতে আনন্দবদনে॥
ব্রহ্ম সহ যোগ আর মোদের মিলন,
মুখ্যতম সাধনার যাহা পূর্ণ ফল।
সেই পূর্ণ যোগে যেন আমরা দুজন,
মহানন্দে ধীরে ধীরে প্রবেশি বিমল॥
২৮। ২৯। স্বস্তি স্বস্তি বলিবেন পত্নী, পরে তার,
পতি করিবেন পুনঃ প্রার্থনা ; যোগেশ।

যোগের বন্ধনে বাঁধ আত্মা দোঁহাকার,
উভয়ে উভয়ে যাতে হয় সমাবেশ ॥
আমি স্ত্রীতে স্ত্রী আমাতে উভয়ে তোমাতে,
যেন শান্তি সামঞ্জস্যে হই সম্মিলিত।
পবিত্র চরিত্র কর, অশুদ্ধতা যাতে,
ঘটে, রক্ষ তাহা হ'তে যাচি সুবিনীত ॥
জ্যোতির্ম্ময় সমুজ্জ্বল শান্তিধামে লয়ে,
মধুর মিলনমন্ত্রে করগো দীক্ষিত।
পূর্ণানন্দে যেন মোরা তোমার আলয়ে,
তব কোলে নিত্যকাল থাকি সমাহিত ॥

৩০। আত্মার আনন্দনিধি প্রভু আমাদের,
ধন্য ধন্য ধন্য হৌক মহিমা তাঁহার।
এই বলি পতি পত্নী প্রেমে হৃদয়ের,
ব্রহ্মপদে ভক্তিভরে করে নমস্কার ॥

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পতি পত্নী দোঁহে মিলে সপ্তাহ সময়,
একতন্ত্রী সহযোগে একত্র বসিয়া।
ব্রহ্মের পবিত্র নাম গাবে মধুময়,
প্রার্থনাযোগেতে মগ্ন হবে দুই হিয়া ॥
এই পুণ্য সপ্তাহের প্রত্যেকে দিবসে,
আধ্যাত্মিক সদালাপে শাস্ত্র অধ্যয়নে।

দীন জনে ভিক্ষাদানে, পরম হরষে,
কাটিবে সময় সেই দম্পতী দুজনে ॥
গৃহপশুপক্ষিগণে করাবে ভোজন,
বৃক্ষমূলে করিবেক সলিল সিঞ্চন।
ব্রহ্মপ্রীতিভরে কুস্ম কুসুমশোভন,
আনন্দহৃদয়ে দোঁহে করিবে চয়ন ॥
প্রতিদিন মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠ একজনে,
বিধিমতে ভক্তিভরে করাবে ভোজন।
যথাসাধ্য উপযুক্ত উপহারার্পণে,
তুষিবে তাঁহারে দোঁহে মনের মতন ॥

চিরকৌমার ব্রত।

১।২। ব্রতার্থী প্রার্থনা করে, অতীব গম্ভীরাস্বরে,
প্রতিজ্ঞা করিবে এই মত।
তোমারি আহ্বান শুনে, তোমার করুণা গুণে,
এসেছি তোমার দ্বারে, পিতঃ ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ হরি, মনে বড় আশা করি,
যাপি সদা কুমারজীবন।
যদি তব অভিমত, হয় নাথ এই ব্রত,
প্রভু আমি করিব গ্রহণ ॥

না করিব পরিণয়, ত্যজি সুখ চিন্তা ভয়,
বিলাসবাসনা সব ছাড়ি।
প্রলোভন ত্যেয়াগিব, এ জীবন বিকাইব,
তব কার্য্যে, জীবনকাণ্ডারী॥
সেবিব তব চরণ, বাসনাবলি অর্পণ,
করি, আজ্ঞা পালিব নিয়ত।
ওহে হৃদয়ের স্বামী, হবে তব অনুগামী,
বাসনা কামনা মোর যত॥
তাই তোমার সদনে, সাক্ষী রাখি সত্যধনে,
আজ এই পুণ্য তিথি মাসে।
চির কুমারের ব্রত, লইলাম বিধিমত,
করিনু প্রতিজ্ঞা তব পাশে॥
যত দিন বেঁচে রব, ব্রতের নিয়ম সব,
সযতনে করিব পালন।
পূত ব্রহ্মচর্য্যনলে, পোড়াইয়া কুতূহলে,
বাসনা আসক্তি রিপুগণ॥
পরিশুদ্ধ প্রাণ মনে, পবিত্র ধর্ম্ম সাধনে,
দয়াব্রতে করিনু অর্পণ।
হরি সংসারের মায়া, মুক্তিপ্রদ পদচ্ছায়া,
দিয়ে দাসে করহ রক্ষণ॥
ব্রহ্মচর্য্য হতে, প্রভু, নাহি হই ভ্রষ্ট কভু,
সতত পবিত্র রাখ মোরে।

রুক্মিণীর রূপছটা, সংসারের মোহঘটা,
নাহি যেন ফেলে মোরে ঘোরে॥
ব্রতের নিশানতলে, থাকি যেন কুতূহলে;
বিশ্বাসী হইয়া চিরদিন।
তোমার আদেশ যাহা, পালিব নিয়ত তাহা,
রব, নাথ, তোমারি অধীন॥
বিবাহ করিবে অন্যে, কিন্তু, নাথ, মোর জন্যে,
করিয়াছি স্বতন্ত্র বিধান।
আমি যেন সেই বিধি, পালি, বিভু, নিরবধি,
তব কৃপা মোর ধন মান॥
নিত্যকাল তব নাম, হোক, দেব, মহীয়ান্,
গা'ক সবে তব যশোগীতি।
জয় দেব জয় জয়; তব কীর্ত্তি সমুদয়,
তুমি প্রভু হর ভবভীতি॥

বৈধব্য ব্রত।

৩। দয়াময় পিতা দেখ, তব দুঃখিনী তনয়া।
পতিহীনা শোকে সারা,
নিরাশ্রয়া শান্তিহারা,
দলিত-লতিকা এবে, যাচে তব পদে দয়া॥

ও পদপঙ্কজে রাখি, এ দগ্ধ হৃদয় নাথ ;
অধীনীরে কৃপার্পণে,
শান্তি-পবিত্রতা ধনে,
কর ধনী দাসী করে, দুঃখিনীরে রাখ সাথ ॥

গিয়াছেন স্বামী মোর, শ্রেষ্ঠ পুণ্য নিকেতন।
গিয়াছে সর্ব্বস্ব ধন;
তাই মম প্রাণ মন,
অসহায় চায় তব, মুখপানে অনুক্ষণ ॥

তুমি হে ভরসা মম, আশ্রয় এ দুঃখিনীর।
বিধবার বন্ধু তুমি,
অনাথ আশ্রয়ভূমি,
এসেছি তোমার দ্বারে, হইয়া শোকে অধীর ॥

যে ব্রত আমার তরে, করেছ বিধান পিতঃ।
সেই ব্রত লইবারে,
আসিলাম তব দ্বারে,
দয়া করি দুঃখিনীর, পুরাও বাসনা হিত ॥

স্বামী মোর মর্ত্ত্য হতে, গেছেন চলিয়া সুখে।
ব্রহ্মধামে থেকে তিনি,
বাসনা বিকার জিনি,
অনন্ত আনন্দ ভোগ, করুন সহাস্য মুখে ॥

দুঃখিনী বনিতা তাঁর, এ দাসী নিতান্ত হীন।
বাহ্যভাবে ভিন্ন যদি,
তবু যেন নিরবধি,
তাঁর সহ সম্মিলনে, থাকে যেন চিরলীন॥

কর অনুমতি, দেব, সদা মম এ হৃদয়।
তোমারে সৎপতি জানি,
আপনা কৃতার্থ মানি,
ভক্তি প্রেম আনুগত্য যেন পদে সমর্পয়॥

করে লও চিরদিনতরে এরে আপনার।
অদ্য তব সন্নিধানে,
লইনু কাতর প্রাণে,
অমুক শকেতে মাসে, বৈধব্য ব্রতসংস্কার॥

পুনরায় পরিণয়, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ।
ত্যজি, অনাসক্ত হয়ে,
দীনতার ব্রত লয়ে,
দানেতে ভজনে দাস্যে, থাকি যেন নিমগন॥

ক্ষমাশীল আত্মত্যাগী, বিধবার উপযোগী।
উপাসনাশীল অতি,
তোমার সেবায় মতি,
রাখি নিত্য নিয়োজিত, তব যোগে হয়ে যোগী॥

তোমার কৃপায় নাথ, সামান্য এ দেহ মন ।
আত্মপর উপকারে,
যেন নিয়োজিতে পারে,
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, বাসনা কর পূরণ ॥
মণ্ডলীর প্রিয়তম, হৃদয়বিহারী হরি ।
তোমার মহিমা জয়,
ঘোষুক এ বিশ্বময়,
সে মধুর গীতিধ্বনি, লয়ে যেন প্রাণ হরি ॥

সাধকব্রত ।

সংসার আসক্তি হতে, এ দাসেরে উদ্ধারিতে,
ফিরাইতে এ হৃদয় তব মুখপানে ।
অপার করুণা করি, পরাণবল্লভ হরি,
আনিলে আমারে আজ বেদী সন্নিধানে ॥
পিতা তব অভিলাষ, এই তব নিত্য দাস,
না কাটিবে দিন আর সংসারী মতন ।
যারা তোমা ভালবাসে, থাকে তব সহবাসে,
জীবনসর্ব্বস্ব জেনে সেবে ও চরণ ॥
তাহাদের মত আমি, হইব হৃদয়স্বামী,
জানিনু নিশ্চিত এই তব অভিমত ।

তাই আজ নত প্রাণে, তব পুণ্য সন্নিধানে,
লইলাম সাধকের উচ্চতম ব্রত॥
করিনু প্রতিজ্ঞা মনে, তব সাধন ভজনে,
নীতির নিয়ম সব, ক'রিতে পালন।
মণ্ডলীর সেবা তরে, পিতা ত্রাতা কৃপা করে,
সাহায্য করগো পদে এই নিবেদন॥

গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত।

নিয়মিত উপাসনা হলে, আসান।
ব্রতার্থী ভকতি ভরে, সরল প্রার্থনা ক'রে
কঠোর প্রতিজ্ঞা পাশে বাঁধিয়া পরাণ।
এইরূপে বলিবেন ব্রহ্মসন্নিধান॥
ওহে প্রভু দয়াময় ভকত জীবন।
যে ব্রত গ্রহণতরে আহ্বান করেছ মোরে,
বড়ই কঠিন, নাথ, তাহার বন্ধন।
অতি উচ্চ সুমহৎ কর্ত্তব্যসাধন॥
কিন্তু ভাল বলে যবে করেছ বিচার।
বাসনা হয়েছে তব, আমি এই ব্রত লব,
পালিব হৃদয়ে, নাথ, আদেশ তোমার
পবিত্র শকতি তব নির্ভর আমার॥

কিরূপে বৈরাগ্য সহ হয় সম্মিলিত।
গৃহধর্ম্ম অগণন, জানে না অবোধ মন,
স্মরিয়ে সে কথা, নাথ, দুর্ব্বল চিত।
কাঁপিয়া উঠিছে মোর, নিতান্ত শঙ্কিত॥
তব বল প্রাণে মম করহে সঞ্চার।
বিনয়দীনতাবাসে, সাজাও দুর্ব্বল দাসে,
আত্মত্যাগে ব্রত কর হৃদয় আমার।
বৈরাগী হইয়া যেন করি গো সংসার॥
অদ্য এই শুভদিনে শুভ শাক মাসে।
গৃহস্থ বৈরাগী ব্রত, লইলাম অভিমত,
পালিব বিধান এর যতন আয়াসে।
প্রণত না হব পুনঃ সংশয়সকাশে॥
প্রভু এ হৃদয়ে মম উপার্জ্জিত ধন।
বিধানমণ্ডলী করে, অর্পিব ভকতিভরে,
আসক্তি বাসনা সব দিয়ে বিসর্জ্জন।
বৈরাগ্যবিধানে নিত্য যাপিব জীবন॥
মণ্ডলী আদেশ মোরে করেন যেমনে।
সেইরূপে মম ধন, ব্যয় হবে অনুক্ষণ,
জীবের কল্যাণে আর সংসার পালনে।
বলি দিব ইচ্ছা রুচি ব্রহ্মের চরণে॥
যে ঋণ শোধিতে কভু সাধ্য মোর নাই।
করিব না হেন ঋণ, পরিশোধে উদাসীন,

হব না, তোমার দাস যাহা সব পাই।
গ্রহণ করিব সকৃতজ্ঞ সর্ব্বদাই ॥
ভবের সম্মান সুখ আনন্দ ভিতর।
দীনতার ব্রত মন, পালিবেক অনুক্ষণ,
সাহায্য আশিষ, নাথ, সদা মোরে কর।
পালিবারে পারি যেন ব্রত নিরন্তর ॥

ধর্ম্মপ্রচার ব্রত।

৩ পরীক্ষা সংযম শিক্ষা লাভের কারণ।
বৎসরেক কাল যাহা আছে নিরূপণ ॥
গত হ'লে সে সময় ব্রতার্থী সুজনে।
অন্য প্রচারক ল'য়ে আচার্য্যসদনে ॥
দিয়ে তাঁর পরিচয় বলিবে তাঁহারে।
প্রবেশিতে চান প্রচারকপরিবারে ॥
৪। বলিছেন এই জন, পবিত্রাত্মা হরি।
প্রচারিতে তাঁর নাম সব পরিহরি ॥
করেছেন প্রণোদিত আহ্বানে তাঁহার।
অর্পিবেন এ জীবন করিতে প্রচার ॥
ভকতমণ্ডলী আর তোমার সদনে।
ইহাঁরে, আচার্য্যদেব, আনিনু যতনে ॥

পবিত্র প্রচারব্রতে করুন দীক্ষিত।
বাসনা আমার এই, বলিনু নিশ্চিত॥

৫। আচার্য্য—হয়েছ কি ব্রততরে যথার্থ আহূত?
অথবা এ ব্রত তব মানস উদ্ভূত?

৬। প্রচারার্থী—আহ্বান শুনেছি আমি প্রাণের ভিতরে।

৭। আচার্য্য—কে তোমারে ডেকেছেন বল অকাতরে?

৮। প্রচারার্থী—করেছেন পবিত্রাত্মা আমাকে আহ্বান।

৯। আচার্য্য—কিরূপে জানিলে তাহা, বল মতিমান্?

১০। প্রচারার্থী—হৃদয় উচ্ছ্বাস মম, মনোবৃত্তিচয়।
এই পথে অনুদিন প্রবাহিত হয়॥
মনের বাসনারুচি ক্ষমতা সকল।
হইয়াছে উপযোগী ব্রত অনুবল॥
স্বাভাবিক ভাবে মোর সমগ্র জীবন।
এই ব্রততরে যেন লভেছে বর্দ্ধন॥

১১। আচার্য্য—বিশ্বাস কি কর তুমি মাতৃগর্ভ হ'তে।
প্রভুদ্বারা হইয়াছ দীক্ষিত এ ব্রতে॥
স্বভাবের দীক্ষামাত্র করিতে সাধন।
করিতেছ, আজ তুমি এ ব্রত গ্রহণ?

১২। প্রচারার্থী—আচার্য্য, এ তত্ত্বে মোর হয়েছে প্রত্যয়।
জন্মাবধি ব্রহ্মদাস, আমি হে নিশ্চয়।

১৩। আচার্য্য—যত দিন বেঁচে থাক এ ব্রত নিয়ম।
করিবে কি রক্ষা তুমি করি প্রাণ সম?

আজীবন এই পথে করিয়া প্রয়াণ।
বিশ্বাসে কি এই তত্ত্ব করিবে প্রমাণ?
এক দিন প্রচারক যেই জন হয়।
চিরকাল সেই জন প্রচারক রয়॥

১৪। প্রচারার্থী—করিব এ সত্যে আমি নিত্য সাক্ষ্যদান।
সহায় হউন মোর ঈশ্বর মহান্॥

১৫। আচার্য্য—ব্রহ্মের মণ্ডলী আর উপাসক সহ।
সম্বন্ধ কিরূপ তব মোরে দেখি কহ?

১৬। প্রচারার্থী—শাসনের কর্ত্তা কিংবা প্রভু আমি নই।
চিরদিন মণ্ডলীর দীন দাস বই॥
অনুগত ভৃত্য প্রায় সবার চরণ।
সেবিব নিয়ত আমি করি প্রাণপণ॥

১৭। আচার্য্য—কিরূপে আপনা আর নিজ পরিবারে।
পালন করিবে তুমি বল না আমারে?

১৮। প্রচারার্থী—আমার জীবন আর পরিবার ভার।
সমর্পিনু মণ্ডলীর করে উপহার।
কি খাইব কি পরিব কভু না ভাবিব।
কল্যকার চিন্তা মনে নাহি স্থান দিব।
দয়াময় বিধাতার করুণা উপরে।
সমর্পিব এ জীবন বিশ্বাস নির্ভরে।

১৯। আচার্য্য—তা হ'লে প্রকাশ্যে তুমি প্রচারকব্রত।
স্বীকার করহ এবে হয়ে সুসংযত॥

২০। প্রচারার্থী—পুণ্য মাসে পুণ্য শকে, অদ্য শুভদিনে৭

প্রচারের ব্রত লইলাম কায়মনে॥
সাংসারিক কর্ম্ম যত করি পরিহার।
নূতনবিধানতত্ত্ব করিব প্রচার॥
মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য যাতে হয় প্রতিষ্ঠিত।
মানব জাতির সেবা হয় সুবিহিত॥
সেই হেতু আমি মোর সমস্ত জীবন।
প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে করিনু অর্পণ॥
মানবের অনুরোধে পবিত্র বিধান।
না করিব সঙ্কুচিত বিন্দুমাত্র আন॥
পূর্ণ সত্য পবিত্রতা প্রেম উপাসনা।
এক ব্রহ্মে মানবের মিলন প্রার্থনা॥
এ সকল মহাসত্য করিব প্রচার।
বিধানগৌরব গান গেয়ে অনিবার॥
আনিব মানব আত্মা ব্রহ্মের সদন।
অপর ব্যবসা মোর রবে না কখন॥
স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ কভু না করিব।
কল্যাকার তরে চিন্তাভার তেয়াগিব॥
মণ্ডলীর হস্তে রবে মোর কার্য্য ভার।
মণ্ডলী করিবে পূর্ণ অভাব আমার॥
প্রাণপণে হেন শ্রম করিব নিয়ত।
না হইবে মণ্ডলীর ক্ষতি কোন মত॥

দীনতা বিনয় প্রেমে আত্মসমর্পণ।
করি, বৈরাগীর প্রায় যাপিব জীবন॥
করুন সাহায্য মোরে স্বর্গের ঈশ্বর।
অযাচিত তাঁর প্রেমে আমার নির্ভর॥
দয়া করে আজ ওহে রাজরাজেশ্বর।
অর্পিলে প্রচারভার অতি উচ্চতর॥
এ হেন বিশ্বাস বল দাও পবিত্রতা।
যেন মোর জন্মে, নাথ, প্রচারে যোগ্যতা॥
তব যশ যেন, প্রভু, ঘোষি চিরদিন।
একান্ত তোমার পদে থাকিয়া অধীন॥

২১। আচার্য্য—নববিধানের হবি, তোমার অন্তরে।
আশিষ সাহায্য দান করুন সাদরে॥

২২। অনন্তর উপস্থিত প্রচারকগণ।
নবাগত প্রচারকে, দিবে আলিঙ্গন॥
কমণ্ডলু একতারা দিবে উপহার।
ব্রহ্মপদে করিবেন শত নমস্কার॥
করিয়া সঙ্গীত গান উপাসকগণ।
করিবেন অনুষ্ঠান যত্নে সমাপন॥
তার পরে সমস্বরে মিলিয়া সবায়।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ উচ্চারিবে উচ্চরায়॥

সম্পূর্ণ।